পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 278 Saturday, 7 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৭৮ সংখ্যা ❋ ২১ ভাদ্র ১৪৩১, শনিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সঞ্জয় একা ধর্ষণ-খুন করেছে, বলছে ডিএনএ টেস্ট রিপোর্ট!

গণধর্ষণের দাবি বাদ দিয়ে চার্জশিট গড়ছে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রথম থেকেই জোরালো ছিল গণধর্ষণের দাবি। নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে তো বটেই, জনমানসেও এই ধারণাই ছিল যে যেভাবে অত্যাচার করে মারা হয়েছে তরুণীকে, তা কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। পুলিশও গণধর্ষণের সম্ভাবনা খারিজ করেনি প্রাথমিক ভাবে। কিন্তু সিবিআই বলছে, ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে একথা নিশ্চিত, যে গণধর্ষণ হয়নি আরজি করে। একমাত্র সঞ্জয় রায়ের শরীরের নমুনাই পাওয়া গেছে নিহত চিকিসকের শরীর থেকে। ফলে একথা মনে করা যায়, সেই রাতে সঞ্জয় একাই ধর্ষণ করে খুন করেছে তরুণী চিকিৎসককে। কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ওই একজনই গ্রেফতার হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়। তবে গোড়া মিলেছে। একই সঙ্গে দুই ফুসফুসে হেমারেজ অর্থাৎ রক্ত জমাট অবস্থায় পাওয়া গেছিল। বিস্তারিত রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, চিকিৎসকের এন্ডোসার্ভাইকাল ক্যানেলে গাঢ় সাদা তরল পাওয়া গিয়েছে, চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, হোয়াইট থিক ভিসিড লিক্যুইড। যার ওজন হতে পারে ১৫১ গ্রাম। এরপরই কেউ কেউ সন্দেহ চারিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, এটি গণধর্ষণের ঘটনা। কারণ ১৫১ গ্রাম সিমেন একজন স্বাভাবিক পুরুষের শরীর বেরোয় না। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে, ১৫১ গ্রাম সবটাই সিমেন নয়। তা হল এন্ডোসার্ভাইকাল ক্যানেলে থাকা হোয়াইট থিক ভিসিড লিক্যুইড। কলকাতা পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে জানা গেছিল, সঞ্জয় সব অভিযোগ স্বীকার করেছে। তবে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের একটা বড় অংশই মনে করছে কাউকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। সঞ্জয় একা জড়িত নয়। নির্যাতিতার বাবা-মাও এমনই

থেকেই মৃতের পরিবার থেকে শুরু করে অনেকের ধারণা ও অভিযোগ হল, এই নারকীয় ঘটনা সঞ্জয় একা ঘটায়নি। যে অত্যাচার চালানো হয়েছে চিকিৎসক-পড়ুয়ার ওপর তা কোনও একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবে সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, গণধর্ষণের তত্ত্ব তেমন জোরালো ভাবে দাঁড় করানো যাচ্ছে না তদন্তে। এক সপ্তাহ আগে, ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনেও সিবিআইকে সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, আরজি করে গণধর্ষণ হয়নি। সঞ্জয় রায়ই একাই ধর্ষণ ও খুন করেছে। সূত্রের খবর, ডিএনএ রিপোর্টে একজনের যুক্ত থাকার প্রমাণই মিলেছে, একাধিক জনের নয়। তাই গণধর্ষণের যে সন্দেহ করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন বলেই দাবি করা হয়েছিল সিবিআই-এর প্রাথমিক রিপোর্টে। তবে সেই রিপোর্টকে চূড়ান্ত বলে ধরা হয়নি। এর পরে সিবিআই ফরেন্সিক রিপোর্ট একাধিক এক্সপার্টদের দিয়ে যাচাই করিয়েছে। তার পরেই চার্জশিট গড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে। নিহত চিকিৎসক ছাত্রীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর সারা শরীরে অনেকগুলি ছোট-বড় ক্ষত ছিল। সব মিলিয়ে তার সংখ্যা ১৬টি। মাথায়, গালে, নাকে, ঠোঁটের ভিতরে, বাম কাঁধে ও হাতে, বাম হাঁটুতে, এবং যৌনাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন প্রথম থেকেই। তাঁদের দাবি, এটি গণধর্ষণের ঘটনা। অত্যাচার চালিয়ে ধর্ষণ করে মেয়েকে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় মেয়ের সহকর্মীরাও যুক্ত থাকতে পারে বলে সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন মৃতার বাবা-মা। মূলত যে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে তা দেখে কেউই বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে এটি সঞ্জয় রায় একা করেছেন। যদিও সিবিআই রিপোর্ট এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সূত্রের খবর, মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় কলকাতা পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীনই শিকার করেছিল সে একাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কেন, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিল রাগের বশে করে ফেলেছে। তরুণী চিৎকার করে লোক ডাকত, বারণ করা সত্ত্বেও চিৎকার করতে যাচ্ছিল তাই তাঁকে মেরেছিল সে। নির্বিকার স্বরে বলেছিল, ''আমার ফাঁসি দিলে দিন''। অনুশোচনার কোনও লক্ষণ না দেখিয়ে পুরো নৃশংস অপরাধের বর্ণনাও নাকি দিয়েছিল সে। এর পরে পলিগ্রাফ টেস্টে অবশ্য নানা বিভ্রান্তিকর উত্তর দিয়েছে সঞ্জয়। পাশাপাশি সঞ্জয়ের মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়নে যা সামনে এসেছে, তাতেই চমকে উঠছেন তদন্তকারীরা। সঞ্জয় রায় যে বিকৃত যৌনতায় আক্রান্ত অর্থাৎ 'সেক্সুয়ালি পারভার্টেড', তাতে কোনও সন্দেহ নেই বলেই সিবিআই সূত্রের খবর।

'আমরা যেন ফুটবল, একবার বাড়ি তো একবার হোটেল!' রাগে ফেটে পড়লেন বৌবাজারের বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ মেট্রো রেলওয়ে বলছে বৃষ্টির জন্য জলস্তর বেশি রয়েছে, দুর্গাপিতুরি লেনের নীচে দিয়ে জল ওঠার কারণ অনেকটা সেটাই। কিন্তু বাসিন্দারা বলছে অন্য কথা। দুর্গাপিতুরি লেনের গলিতে কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে অভিযোগ। বাড়ি ঠিক আছে, এই বলে মাত্র ৪ দিন আগে অস্থায়ী আবাস থেকে নিজের বাড়িতে ফিরতে বলা হয়েছিল বৌবাজারের এই এলাকার বাসিন্দাদের। কিন্তু ফিরে এসে দেখা যায় যেই কে সেই। ঘরের দরজা খুললেই দেখা যাচ্ছে জল থইথই মেঝে। গত কয়েকদিন এই এলাকায় বৃষ্টি হয়নি সেভাবে। কোথা থেকে এল এই জল? জল থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বলা হল বাড়ি বর্তমানে বসবাস যোগ্য! উত্তর নেই বাড়ির কর্তার কাছেও। ক্ষোভের সুরেই তাঁর কথা, ''বাড়ি দেখে বলল ফিরতে। ফিরলাম, এসে দেখলাম জল।'' বৌবাজারের এই ব্যক্তি আরও বলেন, ''পর্যবেক্ষণ করে ফিরতে বলার পর আমরা বাড়ির ফিট সার্টিফিকেট চাই। কিন্তু মেট্রো রেল বা কলকাতা পুরসভা, কেউই কোনও সার্টিফিকেট দিতে পারেনি এখনও।'' প্রসঙ্গত, বউবাজারের দুর্গাপিতুরি লেনে মেট্রোর ক্রসপ্যাসেজ নির্মাণের সময় আবারও বাধা হয়ে দাঁড়াল 'ওয়াটার লিকেজ'। গত মাসের ২৬ তারিখ থেকে চলতি মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত বাসিন্দাদের একাংশকে অন্যত্র রাখা হয়েছিল। এরই মাঝে সোমবার তাঁদের বাড়িতে ফিরে আসতে বলা হয়। কিন্তু মেট্রোর কাজের জন্য ৫ তারিখ মাঝরাতেই তাদের আবার হোটেলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বারবার ঘরে ফেরা, আবারও ঘর ছেড়ে যাওয়া নিয়ে বিরক্ত তারা। এক ব্যক্তি একটি বাড়ি দেখিয়ে আমাদের জানান, বাড়িটি পর্যবেক্ষণ কমিটি ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু মেট্রো রেলের তরফে ভাঙার পরিবর্তে বাড়িটি সারাই করে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়েও বাসিন্দাদের মধ্যে উঠতে নানা প্রশ্ন। বাড়ছে ক্ষোভও।

অপরাজিতা বিলে অসংখ্য ত্রুটি! দাবি রাজ্যপালের

পাঠালেন রাষ্ট্রপতিকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ নারী নির্যাতন রোধে গত মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়েছিল অপরাজিত বিল। অভিযোগ, রাজ্যপাল বিলটি অনুমোদনে দেরি করছেন। পাল্টা হিসেবে রাজভবনের তরফে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিলের টেকনিক্যাল রিপোর্ট জমা না দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। শুক্রবার দুপুরে রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ রাজ্যপালের কাছে সেই রিপোর্ট দিয়ে আসার পরে অপরাজিতা বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সন্ধেয় রাজ্যপাল নিজেই সোশ্যাল মাধ্যমে পোস্ট করে এ খবর জানানোর পাশাপাশি এও জানিয়েছেন, তাড়াহুড়ো করে বানাতে গিয়ে বিলের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ত্রুটি। যা তিনি চিহ্নিত করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এদিন সোশ্যাল মাধ্যমে এ সংক্রান্ত

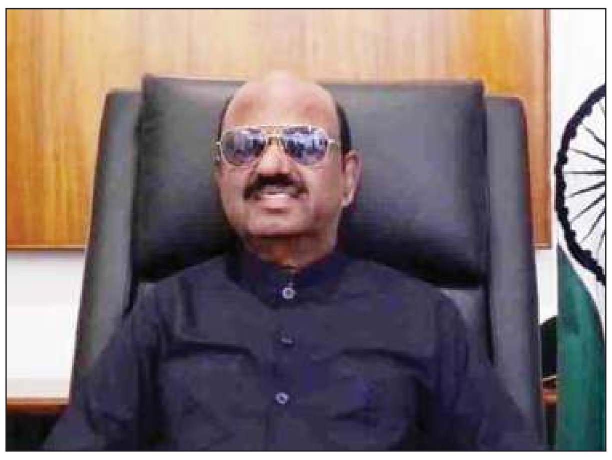

দীর্ঘ বিবৃতিতে বিলের সঙ্গে টেকনিক্যাল রিপোর্ট না পাঠানোর জন্য রাজ্য বিধানসভার সচিবালয়ের ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন বোস। এমনকী বিল পাশ করানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও এনেছেন তিনি। এর আগে অপরাজিতা বিল নিয়ে সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল এই অভিযোগও এনেছিলেন যে অন্ধপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অরুণাচলের মতো কয়েকটি রাজ্যের বিলের থেকে টুকে বাংলার অপরাজিতা বিল তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে আরজি করের প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যপাল লিখেছেন, 'প্রিয় কন্যাকে হারানো শোকাহত মায়ের চোখের জল মুছে দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। তাই বিলটি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করানো চলবে না। বিদ্যমান আইনের কাঠামোর মধ্যেই দ্রুত তাদের ন্যায়বিচার দিতে হবে।' রাজ্যের সরকারকে যথাযথভাবে কাজ করার কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। লিখেছেন, 'এভাবে তাড়াহুড়ো করে হাঁটু ঝাঁকানো কাজ না করে সরকারের উচিত ছিল বিষয়টি নিয়ে আরও ভালভাবে হোমওয়ার্ক করা।' বিরোধীদের অভিযোগ, আরজি করের মূল ঘটনার দিক থেকে নজর ঘোরাতে তাড়াহুড়ো করে এই বিল এনেছে রাজ্য। পর্যবেক্ষকদের মতে, আকার ইঙ্গিতে রাজ্যপালও সেই বার্তায় স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদে বামেদের অভিযানে উত্তাল হাওড়া

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ সেপ্টেম্বরঃ দিন যত গড়াচ্ছে রোষ যেন ততই বাড়ছে। তিলোত্তমা কাণ্ডের প্রতিবাদে গত তিন তারকি মহামিছিলের ডাক দিয়েছিল রাজ্য বামফ্রন্ট। এবার হাওড়ায় বামেদের কর্মসূচিতে ব্যাপক উত্তেজনা। হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দফতরে অভিযানের ডাক দিয়েছিল বামেরা। এসএফআই-ডিওয়াইএফআইয়ের সেই অভিযানেই কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। বামেরা যে আসছে সেই খবর আগেই থেকেই ছিল পুলিশের কাছে। তৈরি ছিল রণসজ্জা। রাস্তাজুড়ে বসেছিল ব্যারিকেড। কিন্তু, জেলা স্বাস্থ্য দফতরের বাইরের সেই ব্যারিকেড এদিন আন্দোলনকারীদের চাপে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। তুমুল ধস্তাধস্তিও হয় পুলিশের সঙ্গে। ব্যারিকেডের উপরে উঠেও স্লোগান দিতে দেখা যায় বেশ কিছু আন্দোলনকারীকে। গার্ড রেল ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন বাম ছাত্র-যুবরা। পুলিশের বিরুদ্ধে উঠতে থাকে লাগাতার স্লোগান। জানা গিয়েছে, হাওড়া জেলা হাসপাতালের লাগামছাড়া দুর্নীতি এবং আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ এই দুই ইস্যু নিয়ে আজ, শুক্রবার হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে মিছিল করে আসেন বামেরা। হাওড়া ময়দানের সামনে বাধা পেলে, সেখানেই রাস্তায় বসে পড়ে বিরাট ভিড়। নেতত্বে রয়েছেন বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে যেতে বাম কর্মী সমর্থকদের বাধা দিয়েছে পুলিশ। তখনই বামেদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, যতক্ষণ না দাবি মানা হচ্ছে, লাগাতার চলবে অবস্থান। শুক্রবার দুপুরে মিছিল করে পৌঁছে তা ভাঙার চেষ্টা করেন বাম সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সামাল দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলেও অভিযোগ। আর এই ঘটনার পরেই রাস্তায় বসে পড়ে প্রতিবাদে সরব হন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ বাম কর্মীরা। মীনাক্ষী বলেন, ''সারা রাজ্যজুড়ে বাধা দিচ্ছে আন্দোলনকারীদের। যত বাধা দেবে, তত আন্দোলন বাড়বে।''

ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃসমগ্র দেশেই এই মুহূর্তে বৃষ্টিপাত চলছে, কোথাও ভারী আবার কোথাও অতিভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। শুক্রবার সকালেই রাজধানী দিল্লিতে অত্যধিক বৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে দিল্লির বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী কিছু দিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ৮ সেপ্টেম্বর ওডিশায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর কর্ণাটক উপকূল, কেরল, ওডিশা, পূর্ব রাজস্থান, ছত্তিশগড়, বীরভদ্র, ঝাড়খণ্ড ও মেঘালয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।৯ তারিখ মধ্য মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ১০ তারিখ অরুণাচল প্রদেশ, অসম ও মেঘালয়, ছত্তিশগড়, বীরভদ্র, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি হবে। ১১ সেপ্টেম্বরও উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি ছাড়াও ছত্তিশগড়, বীরভদ্র ও কেরলে বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত। অন্যদিকে ফের আবহাওয়া বদলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। শুক্রবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে জাতীয় রাজধানীর সর্বত্রই। দিল্লির হৌজ খাস, মুনিরকা, মোতি বাগ, আর কে পুরম, জনপথ রোড, তিন মূর্তি এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। ইন্ডিয়া গেট এলাকাতেও অত্যধিক বৃষ্টি হয়েছে।শুক্রবার সকালের এই বৃষ্টিতে দিল্লির আবহাওয়া অনেকটাই মনোরম হয়ে উঠেছে। আর যে আশঙ্কা ছিল, তাও হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় কাজের দিন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে দিল্লিবাসীকে। দিল্লির নজফগড় রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

আর জি করের নির্যাতিতার বাবা-মা সুবিচার চায়, অর্থ নয় ঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর কাণ্ডে ফের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। মৃত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, আর জি করের নির্যাতিতার বাবামা সুবিচার চায়, অর্থ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস ও সেই দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইল। অপরাধ ঘটলে মানুষকে চুপ করে দাও। এটি সরকারি নীতিতে পরিণত হয়েছে...তারা নির্যাতিতা বাবা-মাকে চুপ করাতে চেয়েছিল। তারা মেনে নেয়নি এটাই ভালো, গোটা সমাজ তাদের পাশে আছে। তাঁরা সুবিচার চায়, টাকা নয়।সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ৫ সেপ্টেম্বর শুনানি হওয়ার কথা ছিল, কেন বিলম্ব হচ্ছে? গোটা দেশের চোখ এই দিকে, এটা এত বড় ঘটনা। আদালত হোক অথবা সিবিআই, বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। এ জন্য জনগণ আন্দোলন করছে। তারা আদালতের ওপর আস্থা রাখে, তাই এটাকে সেভাবেই দেখা উচিত। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে এমন বেশ কয়েকজন যুক্ত, যারা দীর্ঘদিন ধরে যে অনিয়ম ঘটছিল তার সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন একটা গোটা গ্যাং আছে, এটাকে ফাঁস করা উচিত।

ফের আগুন মুম্বইয়ের কমলা মিলস কম্পাউন্ডে

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ফের অগ্নিকাণ্ড মুম্বইয়ের কমলা মিলস কম্পাউন্ডে। শুক্রবার সকালে মুম্বইয়ের লোয়ার পারেল পশ্চিমে, কমলা মিলস কম্পাউন্ডের টাইমস টাওয়ার বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। বিগত ৫ বছরের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার আগুন লাগল কমলা মিলস কম্পাউন্ডে। যদিও, শুক্রবারের অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। দমকলের ৯টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।এই অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে এমএনএস নেতা সন্দীপ দেশপান্ডে বলেছেন, ৫ বছরের মধ্যে তৃতীয়বার কমলা মিলস কম্পাউন্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ভবনের ফায়ার অডিট নেই... কমলা মিলস কম্পাউন্ডে অবৈধ নির্মাণ দিন দিন বাড়ছে। স্থানীয় বিধায়করা বেআইনি নির্মাণে সমর্থন করছেন। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কেন জনপ্রতিনিধিরা অবৈধ নির্মাণে মদত দিচ্ছেন?

সবুজ ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ সবুজ ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। প্রথম আন্তর্জাতিক সৌর উৎসবে একথাই জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বৃহস্পতিবার প্রথম আন্তর্জাতিক সৌর উৎসব-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত সবুজ ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত বছর জি-২০ চলাকালীন, আমরা গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স তৈরি করেছি। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক,

পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ গ্রহ গড়ে তোলার প্রতিটি প্রচেষ্টায় ভারতের সমর্থন থাকবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, সৌর সেক্টরে ভারতের প্রবৃদ্ধি সুস্পষ্ট পদ্ধতির ফল। ভারত হোক অথবা বিশ্ব, সৌর গ্রহণ বাড়ানোর মন্ত্র হল সচেতনতা, প্রাপ্যতা এবং সামর্থ্য। আমরা সৌর সেক্টরে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করে সুস্থায়ী শক্তি সম্পদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছি।অন্যদিকে সিঙ্গাপুরে খোলা হবে তিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এমনটাই ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন গত বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, পিএমও ঘোষণা করেছে, সিঙ্গাপুরে একটি তিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খোলা হবে। তামিল ভাষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রচার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিঙ্গাপুরে একটি তিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দিল্লিতে ত্রিপুরার দুই জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বরঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার উপস্থিতিতে নয়াদিল্লিতে ত্রিপুরা সরকার এবং দুটি জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা (এনএলএফটি) এবং অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংদ বিপ্লব কুমার দেব, তিপ্রা মোথা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, ত্রিপুরার মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা এবং এনএলএফটি ও এটিটিএফ এর প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা সমগ্র

উত্তরপূর্ব অঞ্চলে শান্তি, সমৃদ্ধির পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সক্রিয় উদ্যোগে বহু জটিল সমস্যার সমাধানে গত ১০ বছরে সমগ্র উত্তরপূর্ব অঞ্চলে এক ডজন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হযেছে, যার মধ্যে তিনটি চুক্তি ত্রিপুরার জন্য।তিনি আরও বলেন, এটা অত্যন্ত সন্তুষ্টির বিষয় যে এনএলএফটি এবং এটিটিএফ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উন্নয়ন যাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য মূলধারায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনেকগুলি পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি রযেছে যা জনজাতি সহ সকল অংশের জনগণের জীবনকে পরিবর্তন করে চলেছে।এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা ত্রিপুরার জনগণের পক্ষ থেকে রাজ্য এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলের অন্যান্য অংশে শান্তি, সমৃদ্ধির পরিবেশ তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি সমস্ত এনএলএফটি ও এটিটিএফ সদস্যদের মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্য স্বাগত জানিয়েছেন।

শিক্ষক শিক্ষিকাদের আর্থিক সাহায্যে জেলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ 'স্মার্ট ক্লাস' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

বীরভূম, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ প্রত্যন্ত গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অসাধ্য সাধন করলো। খুদেদের পড়াশোনার অভিনবত্ব আনতে শুরু হল স্মার্ট ক্লাস। স্কুলের সামনে বাস রাস্তা, তাই খুদে দের উপর নজর রাখতে সিসিটিভি সার্ভিলেনস। গত বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সিউড়ি সার্কেলের অধীন কাঁকুটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসের উদ্বোধন করেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ডঃ প্রলয় নায়েক।শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যখন ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হুঁ হুঁ করে কমছে। তখন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে প্রতিবছর এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। শিশু শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে মোট ৪৮০ জন । কাঁখুড়িয়া গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দার দেওয়া সামান্য জায়গায় স্কুল টি যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৮ সালে। সেই স্কুলে একে একে তৈরি হয়েছে ১০ টির বেশি ক্লাস রুম। সুদৃশ্য বাগান, দোলনা, খেলার সরঞ্জাম। কিন্তু স্কুলের ৭ মাস্টার মশাই ও দিদিমনি মিলে স্কুল কে আধুনিক করতে শুরু হয় একের পর এক পরিকল্পনা। প্রথমে ছাত্র ছাত্রী দের বিশুদ্ধ পানীয় জল খাওয়ানোর জন্য বসানো হয় অ্যাকোয়াগার্ড। স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র তৈরি ও প্রিন্ট করার জন্য কম্পিউটার প্রিন্টার। স্কুলের দৈনন্দিন ক্লাস নেওয়ার জন্য কেনা হয় মিউজিক সিস্টেম। এমন আরও কত কি।২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের সকালে স্কুলে নব তম সংযোজন স্মার্ট ক্লাস। বীরভূম জেলার এক মাত্র স্কুল। যেখানে শিশু শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণির সব ক্লাসে স্মার্ট ক্লাসের পরিকাঠামো তৈরি করা হল।এই কাজ কে বাস্তবায়িত করতে মাস্টার মশাই দিদিমনিরা নিজেদের উপার্জনের অর্থ থেকে সাহায্য করেন। তাতেই কেনা হয় স্মার্ট টিভি। টিচিং ম্যাটিরিয়াল।সিউড়ি - সাঁইথিয়া বাস রাস্তার পাশে এই স্কুলে পরিকাঠামোর তুলনায় ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা অনেক বেশি। তাই সুষ্ঠ ক্লাস পরিচালনা, ছবি ছাত্র ছাত্রী দের উপর নজরদারি রাখার জন্য স্কুল চত্বর টি কে সিসিটিভি নজরদারি মধ্যে আনা হোল।স্কুলের প্রধান শিক্ষক দশরথ মাহারা বলেন, আমরা আমাদের এই প্রাণের স্কুল টিকে আদর্শ স্কুলে পরিণত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকি। সরকারি সাহায্যের পাশাপাশি দিদিমনি মাস্টার মশাইদের ঐকান্তিক দানে আজ এতটা সম্ভব হোল

ধলাই জেলা হাসপাতালে আলোচনা চক্র

আমবাসা (ত্রিপুরা), ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ৩৯ তম জাতীয় চক্ষুদান পক্ষ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার কুলাই স্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হল এই সংক্রান্ত এক সচেতনতা মূলক আলোচনা চক্র এই আলোচনা চক্রে, চোখের সমস্যা, প্রতিকার এবং চক্ষু দানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা

জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এনেছে বিজেপিঃঅনুরাগ ঠাকুর

কিশতওয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এনেছে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরে পাথর নিক্ষেপ, সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘটনা বন্ধ হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে রাহুল গান্ধী দাবি করেন, জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। রাহুলের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে। ৩৭০ ধারা বাতিলের পর পাথর নিক্ষেপ, সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘটনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিজেপি এখানে শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি এনেছে। এখানকার মানুষ খুশি। এখন রাহুল গান্ধী বলেছেন, তিনি এখানে বসতি স্থাপন করতে চান। ৭০ বছর ধরে আপনাদের সরকারের সৃষ্ট দুর্ভোগ বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে নিয়ে গেছে। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

নেকড়ের আতঙ্ক অব্যাহত বাহরাইচে, রাতের হামলায় জখম ১০ বছরের বালক

বাহরাইচ, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ চারটি নেকড়ে ইতিমধ্যেই পাকড়াও হয়েছে, দু'টি নেকড়ে এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই দুই নেকড়ের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে উত্তর প্রদেশের বাহরাইচের বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে বাহরাইচে বৃহস্পতিবার রাতে ফের হানা দিল মানুষখেকো জন্তু। পুলিশ সূত্রের খবর, ঘরের ভিতর ঢুকে ১০ বছরের এক ঘুমন্ত বালককে কামড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে একটি নেকড়ে। চিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্যেরা জেগে উঠলে নেকড়ে পালিয়ে যায়।১০ বছরের ওই বালক এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ডাঃ শিবম মিশ্র বলেছেন, ১০ বছরের এক বালকের চিকিৎসা চলছে। তার মুখে পশুর কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। চিকিৎসার পর ওই বালক এখন সুস্থ আছে। উল্লেখ্য, গত দু'মাসে বাহরাইচ জেলার একাধিক গ্রামে নেকড়ের হামলার ঘটনায় এক মহিলা এবং ৮টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মূলত মাহসি ব্লকের সিসিয়া পঞ্চায়েত এবং আশপাশের অঞ্চলগুলিতেই গত দু'মাসে মূলত ঘটছে নেকড়ে হানার ঘটনা।

মনু স্টেশনে আইন ভঙ্গকারী উশৃঙ্খল ব্যবসায়ীদের বেধড়ক মারধরে গুরুতর আহত টিটিই

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ আইন ভঙ্গকারী উশৃঙ্খল ব্যবসায়ীদের বেধড়ক মারধরে গুরুতর আহত হয়েছেন ভারতীয় রেলের এক টিটিই। ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার মনু স্টেশনে। ধর্মনগর থেকে আগারতলা গামী ০৫৬৭৬ নম্বরের ট্রেনের টিটিই অতুল ভৌমিককে ট্রেন থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়েছে স্টেশন চত্বরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ধর্মনগর থেকে ০৫৬৭৬ নম্বরের ট্রেনটি মনু স্টেশনে আসার পর কিছু কলা ব্যবসায়ী জেনারেল কামাড়ায় ব্যাপক হারে কলা তুলছিলেন। বিষয়টি দেখতে পেয়ে টিটিই অতুল ভৌমিক ওই ব্যবসায়ীদের বাধা দেয়। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন ব্যবসায়ীরা। নারী পুরুষ প্রচুর সংখ্যায় ব্যবসায়ী টিটিই অতুল

ভৌমিককে ট্রেন থেকে টেনে স্টেশন চত্বরে নামিয়ে আনে এবং বেধড়ক মারধর করতে থাকে। তাতে টিটিই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় জনতা কোনওরকমে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে মনু স্টেশনের জিআর থানার পুলিশের কোন ভূমিকা দেখা যায়নি। এর আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।মূলতঃ যে কলা ব্যবসায়ীরা এদিন টিটিই এর উপর হামলা করেছেন তারা পাহাড়ী এলাকা থেকে নানা ধরনের শাক, সব্জি, কলা ইত্যাদি নিয়ে প্রতিদিন যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে আসেন। সেখান থেকে আগরতলা শহরের প্রবেশের পথে বিদ্যাসাগর বাজার সংলগ্ন হাওড়া নদীর ব্রিজের পাশে রাস্তার ধারে বসে বিক্রি করেন। করোনা মহামারীর পর থেকে এই ব্যবসায়ীরা সেখানে পসরা সাজিয়ে বসেন। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সেখানে ব্যবসা করে। সন্ধ্যার ট্রেনে আবার যোগেন্দ্রনগর স্টেশন থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে চলে যায়। নিত্যদিন তাদের এই ব্যবসা। দেখা গিয়েছে, বিনা টিকিটে তারা সফর করেন। আবার সাথে প্রচুর পরিমানে পন্য তুলে নিয়ে আসেন। আইন ভঙ্গকারী এই ব্যবসায়ীদের কিছু বললেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। বাড়ি ফেরার পথে যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে বসে গাঁজা, মদ সহ নানা ধরনের নেশাও সেবন করেন তারা। স্টেশনে অন্যান্য যাত্রীদের সাথে প্রতিনিয়ত বিবাদে লিপ্ত হন।এদিকে, যোগেন্দ্র নগর বিদ্যাসাগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তারা যেখানে ব্যবসা করেন সেই জায়গাটি আগরতলা পুর নিগমের তরফ থেকে নো ভেন্ডিং জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাইনবোর্ডও লাগিয়ে রাখা হয়েছে। তারপরও কিভাবে তারা সেখানে প্রতিদিন পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করেছেন এনিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় জনমনে অসন্তোষ। তাছাড়া সেখানে প্রতিদিন তীব্র যানজট লেগে থাকে। অবিলম্বে এই অবৈজ্ঞানিক এবং অনুমোদনহীন ব্যবসা বন্ধ করতে পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স নামানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

সিঙ্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৬সেপ্টেম্বরঃ আপনার উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমি আপ্লুত। আপনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর আমাদের প্রথম বৈঠক এটাই। আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমি প্রত্যয়ী যে ৪জির নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর বিকাশের পথে আরও দ্রুত এগিয়ে যাবে। মাননীয়,সিঙ্গাপুর শুধুমাত্র আমাদের অংশীদার দেশ নয়, প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের প্রেরণার উৎস। ভারতের মধ্যে আমরা একাধিক 'সিঙ্গাপুর' গড়ে তুলতে চাই। আমি খুশি যে এই লক্ষ্যে সহযোগিতার পথে এগনো হচ্ছে। মন্ত্রী পর্যায়ের গোলটেবিলে আমরা একটি যুগান্তকারী ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছি। ভ্ভদক্ষতায়ন, ডিজিটালাইজেশন, যাতায়াত, উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা, সেমিকন্ডাক্টর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সাইবার নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রগুলি সহযোগিতার পরিসর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।মাননীয়,পূবে সক্রিয় হও নীতিতে সিঙ্গাপুরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আমাদের একসূত্রে বেঁধেছে। তৃতীয় কার্যকালের মেয়াদের প্রথম দিকেই সিঙ্গাপুর সফর করতে পেরে আমি আনন্দিত।আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ১০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই সময়ে আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। পারস্পরিক বিনিয়োগের মাত্রা প্রায় তিনগুণ বেড়ে ১৫ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি আর্থিক লেনদেনের ইউপিআই ব্যবস্থাপনা ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুরেই আমরা প্রথম চালু করেছি। বিগত ১০ বছরে ভারতের মাটি থেকে মহাকাশে গেছে সিঙ্গাপুরের ১০টি কৃত্রিম উপগ্রহ। দক্ষতায়ন থেকে প্রতিরক্ষা - সবক্ষেত্রেই আমাদের সহযোগিতা আরও জোরদার হচ্ছে। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এবং এয়ার ইন্ডিয়ার মধ্যে চুক্তি পারস্পরিক সংযোগ আরও নিবিড় করেছে। ভ্ভআমি খুশি যে আজ আমরা আমাদের সম্পর্ককে সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করছি। মাননীয়, সিঙ্গাপুরে বসবাসরত ৩.৫ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ আমাদের সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি। সুভাষ চন্দ্র বসু, আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং লিটল ইন্ডিয়া সিঙ্গাপুরে যে গুরুত্ব ও সম্মান পেয়েছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ২০২৫ আমাদের সম্পর্কের ৬০তম বার্ষিকী। তা উদযাপনে দু'দেশের তরফেই একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি হওয়া উচিত। ভ্ভআমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ভারতের প্রথম থিরুভাল্লুভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খুব শীঘ্রই সিঙ্গাপুরে চালু হচ্ছে। অবিস্মরণীয় মণীষী থিরুভাল্লুভার সারা বিশ্বকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছেন প্রাচীনতম ভাষা তামিলে। প্রায় ২০০০ বছর আগে তাঁর রচিত থিরুক্কুরাল আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেনঃন্যায়বিচার এবং অপরের সেবার আদর্শে যাঁরা চালিত, সারা বিশ্ব তাঁদেরই সম্মান করে।আমি প্রত্যয়ী যে সিঙ্গাপুরে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এই আদর্শের অনুসারী এবং সেই অনুযায়ী দু'দেশের সম্পর্কের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। মাননীয়,সিঙ্গাপুরে সাংগ্রিলা বার্তালাপে ভারতের তরফে ভারতপ্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কিত দিশাপত্র পেশ করেছি আমি। আঞ্চলিক সুস্থিতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাব আমরা। আরও একবার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই

ভারত সবসময়ই শান্তির পক্ষে কথা বলেছেঃরাজনাথ সিং

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বর ঃভারত সবসময়ই শান্তির পক্ষে কথা বলেছে, জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, আমাদের সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শুক্রবার সকালে লখনউয়ের খাটু শ্যাম মন্দিরে পুজো দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, বিশ্বে ভারতই একমাত্র দেশ 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর বার্তা

দিয়েছে। ভারত সবসময়ই শান্তির পক্ষে কথা বলেছে...কিন্তু এখন ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আমি সেনাবাহিনীকে বলেছি, ভারত ও বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে, আমাদের সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

জল সংরক্ষণ শুধু নীতি নয় একটি প্রচেষ্টা ও পুণ্যও বটেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ জল সংরক্ষণ শুধুমাত্র একটি নীতি নয় একটি প্রচেষ্টা ও পুণ্যও বটে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, জল সংরক্ষণের মধ্যে যেমন উদারতা আছে তেমনই দায়িত্বও আছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যখন আমাদের মূল্যায়ন করবে, তখন জলের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে তাঁদের প্রথম প্যারামিটার। এটাই জীবনের প্রশ্ন, এটাই মানবতার ভবিষ্যতের জীবন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার ভার্চুয়ালি গুজরাটে 'জল সঞ্চয় জন ভাগিদারি' উদ্যোগের সূচনা করেন।জল সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জল সংরক্ষণ নিছক একটি নীতিগত বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক উৎসর্গেরও বিষয়। জল এবং নদীর নামে এর আগেও, কয়েক দশক ধরে, ১০০০ কোটি টাকার প্রকল্প এসেছে, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র গত ১০ বছরে ফলাফল দেখতে পেয়েছি।

কেজরিওয়ালের দলে ভাঙন, এএপি ছেড়ে কংগ্রেসে সামিল রাজেন্দ্র পাল গৌতম

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ভাঙন ধরলো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)তে। শুক্রবার এএপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন রাজেন্দ্র পাল গৌতম। দিল্লিতে কংগ্রেসের কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, দেবেন্দর যাদব ও পবন খেরার উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন রাজেন্দ্র পাল গৌতম।উল্লেখ্য, শুক্রবারই এএপিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র পাল গৌতম, এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস যোগ দেন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর রাজেন্দ্র পাল গৌতম বলেছেন, দুর্ভাগ্যবশত আমরা গত ১০ বছরে ধর্মীয় ও জাতিগত উন্মাদনা বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। দাঙ্গা হচ্ছে এবং দলিত, পিছিয়ে পড়া ও সংখ্যালঘুরা নিপীড়িত হচ্ছেন। এমন এক সময়ে রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো যাত্রায় স্লোগান দিয়েছিলেন ম্যা নফরাত কে বাজার মে মহব্বত কি দুকান খুলনে আয়া হুঁ। সেই স্লোগান আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেল।কেজরিওয়ালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন রাজেন্দ্র, তিনি বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল আমাকে সুযোগ দিয়েছেন এবং আমি দু'বার বিধায়ক হয়েছি। আমি এ জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কিন্তু আমার লড়াই অন্য কোথাও - সামাজিক ন্যায়বিচারের ইস্যুতে।

জাতীয় পুরস্কার পাওয়া শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, ভাগ করে নিলেন চিন্তাভাবনা

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ এই বছর জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাওয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮২ জন শিক্ষকের সঙ্গে শুক্রবার সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁদের সঙ্গে নিজের চিন্তা ভাবনা ভাগ করে নেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষকরাও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁদের মতামত জানান।বিদেশ সফরে থাকায় বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের দিন দেশে উপস্থিত ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী। তাই দেশে ফেরার পর শুক্রবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮২ জন শিক্ষকের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও।

এক্সিট পোলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ এক্সিট পোলের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, নির্বাচন হয়ে গেছে, সরকার গঠিত হয়ে গেছে। এখন এটা নিয়ে আলোচনা বন্ধ হওয়া উচিত।আদালত বলেছে যে, এক্সিট পোল নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি আইন রয়েছে। নির্বাচন কমিশন তার কাজ জানে। আবেদনকারী বলেছিলেন যে লোকসভা নির্বাচনের পরই মিডিয়া এবং সমীক্ষা সংস্থাগুলি এক্সিট পোলের নামে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ায়, সেই বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। এক্সিট পোলের কারণে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ৩১ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছিল বলে দাবি করা হয়।

সাইবার-জালিয়াতি নিয়ে ফের সতর্কতা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ অচেনা লিঙ্ক বা মেসেজে সাড়া দেবেন না। আপনার পরিশ্রমের টাকা যেন প্রতারকরা হাতিয়ে না নিতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন প্রতি মুহূর্তে। এই ভাষায় ফের আমজনতাকে সতর্ক করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এক্সবার্তায় লিখেছে, সাইবার জালিয়াতির ৭০লক্ষ টাকা ফেরত প্রতারিত মানুষের কাছে। সারা রাজ্য জুড়েই চলছে সাইবার-প্রতারকদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের লাগাতার অভিযান। প্রায়ই প্রতারিত হচ্ছেন বহু মানুষ। কষ্টের টাকা জলে যাচ্ছে সাইবার-সতর্কতার অভাবে।জালিয়াতদের ফাঁদে পড়ে খোওয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে প্রতারিত মানুষের কাছে সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে নিরন্তর। গত কয়েক দিনে ৭০লক্ষ টাকা এভাবেই রাজ্য পুলিশ ফিরিয়ে দিয়েছে প্রতারিতদের কাছে। ছবি ভাগ করে নিলাম কিছু। বিনীত অনুরোধ, সতর্ক থাকুন।

সেন্ট মার্টিনে যেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়

রাজীব দে,ঢাকা,৬ সেপ্টেম্বরঃসেন্ট মার্টিনে যেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রালয়। জনগণের কাছে সঠিক বার্তা প্রচারের স্বার্থে গণমাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত সংশোধনী প্রকাশের জন্য নির্দেশিত হয়ে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় এক বিজ্ঞপ্তিযোগে জানিয়েছে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'সেন্টমার্টিনে যেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে', এই শিরোনামে বিভিন্ন গণমাধ্যমে একটি খবর প্রচারিত হচ্ছে, যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সেন্ট মার্টিনে যেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রালয় বা পরিবেশ অধিদপ্তর। গত ৫ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সেমিনারে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় অংশীদাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সেখানে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যাওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালুর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আলোচিত হলেও এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২০ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২১ ভাদ্র, চান্দ্রঃ৩ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩ লাংবন, আসামঃ ২০ ভাদ, মুসলিমঃ২ রবিউল আউয়াল১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৩ঃ১৮ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ৪৫ঃ০১।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৭ঃ৪৬ঃ৩৮(৬) এবং অস্তঃ সন্ধ্যা ০৭ঃ৩৫ঃ৪০(৬)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃতৃতীয়া (জয়া) সকাল ঘ ১১ঃ৩৮ঃ০১ দং ১৫৩৬৩২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃচিত্রাকরণঃগর সকাল ঘ ১১ঃ৩৮ঃ০১ দং ১৫৩৬৩২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজ সকাল ঘ ০০ঃ৩৮ঃ৫২ দং ৪৮৭৫৭.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃ শুক্র রাত্রিঃ০৯ঃ৩০ঃ৫৮ দং ৪০১৮৫৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্ম অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৩ঃ২৪ থেকে - ০৭ঃ০২ঃ১৮ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ ৫১ঃ৪৫ থেকে- ১০ঃ২০ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৪৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ ২৭ঃ১৯ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৬ঃ১৩ থেকে- ০৫ঃ৪৫ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ১৮ঃ১৩ থেকে- ০৮ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৩ঃ৪৫ থেকে- ০৩ঃ৫০ঃ১৮ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ১০ঃ২৪ঃ২৬ থেকে- ১১ঃ১০ঃ৫৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫০ঃ১৮ থেকে- ০৫ঃ২৩ঃ২৪ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৫১ঃ৪৫ থেকে- ০৮ঃ৪১ঃ১১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৭ঃ১৮ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ০৪ঃ৪৬ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ৫০ থেকে- ১০ঃ০১ঃ৩৩ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০১ঃ৩৩ থেকে- ১১ঃ৩৪ঃ১৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৩৯ঃ৪১ থেকে - ১০ঃ০৬ঃ৫৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪১৯৫৭৫ (১১) ২ পদচন্দ্রঃ৬৩৭১৪ (১৪) ৩ পদমঙ্গলঃ২৪৩১২০ (৫) ৪ পদবুধঃ ৪৫৫৫০ (১০) ২ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬২৬৩৩ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৫১৫৩৮২৬ (১৩) ২ পদশনিঃ ১০১৮৪০২৯ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৫৪৩৫৩ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৫৪৩৫৩ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ ০৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ১৫ঃ০৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ২৯ঃ১৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২ঃ৪৫ঃ০০ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২ঃ৫০ঃ১৮ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ৩৭ঃ১২ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ১০ঃ৩৬ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭ঃ৪১ঃ৪০ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ২২ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ২০ঃ৩৬ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৫৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৯ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৮.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৫২ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১১ মিনিট এবং অস্ত ৬টা ১৩মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃকর্মপ্রার্থীদের চাকরি অপেক্ষা ব্যবসায় অর্থলাভ অনেক বেশি হবে। গুরুজনের চিকিৎসা বিভ্রাটে হয়রানি। বিবাহের যোগ।
বৃষ রাশিঃকর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। নববিবাহিতদের দাম্পত্যজীবন সুখের হবে। সংসারে শান্তি হবে।
মিথুন রাশিঃঅন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে কারও সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পাবেন না। শুভ রং লাল
কর্কট রাশিঃসম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনদের সঙ্গে বিবাদ বহুদূর গড়াতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ হবে।
সিংহ রাশিঃলটারি বা শেয়ারে অল্প কিছু বিনিয়োগ করতে পারেন।
কন্যা রাশিঃপৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে চলা মামলার ফল আপনার অনুকূলে আসতে পারে। অর্থ ব্যয়।
তুলা রাশিঃব্যবসায়ীরা পাওনা টাকা আদায় নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। যোগাসান রোজ দরকার।
বৃশ্চিক রাশিঃ জীবনে উত্থানপতন থাকলেও ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সংসার শান্তি আসবে।
ধনু রাশিঃছোট ব্যবসায়ীরা আশানুরূপ উন্নতির সুযোগ পাবেন।।
মকর রাশিঃকর্মক্ষেত্রে অধঃস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে রূঢ় ভাষায় কথা বলবেন না। আর্থিক উন্নতি হবে
কুম্ভ রাশিঃস্ত্রীর নামী প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে।
মীন রাশিঃজীবনে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। আর্থিক ব্যয় হবে।

সন্দীপ ঘোষের বিলাসবহুল বাড়ির হদিশ পাওয়া গেল এবারে ক্যানিং-এ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং, ৬ সেপ্টেম্বরঃ এবার এক বিলাস বহুল সম্পত্তির হদিশ মিলল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। তবে এ সম্পত্তি চিকিৎসক স্বামী-স্ত্রী সন্দীপ ঘোষ ও সঙ্গীতা ঘোষের। 'সঙ্গীতা সন্দীপ ভিলা'র সন্ধান পাওয়া গেল ক্যানিংয়ের ২ নং ব্লকের নারায়ণপুরে। যা নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে গুঞ্জন। ক্যানিংয়ের এই বাংলো বাড়িটি আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের নামে বলেই জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের ঘুটিয়ারি শরিফের নারায়ণপুর মৌজাতে কেনা হয়েছে কয়েকশো বিঘা জমি। শুধু তাই নয়, সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল বাংলো বাড়ি। স্থানীয় বেশ কিছু যুবক সেখানে ফার্ম হাউস তৈরি করেছেন। কিন্তু পুরোটাই চলতো সন্দীপ ঘোষের নির্দেশ মতোই।সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থের অপচয়,ভেন্ডার নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ছাড়াও বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিক্রি করে দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ করে ছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সিবিআই। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্দীপ ঘোষ সহ বেশ কয়েক জনকে। সেই সন্দীপ ঘোষেরই একটি বাংলো বাড়ির হদিশ মিলেছে ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। এই বাড়িটির নাম 'সঙ্গীতা সন্দীপ ভিলা'। তবে তাঁর সেই বাড়ির কেয়ারটেকার জাকির লস্কর বলেন, তিনি মাঝে মধ্যেই ফ্যামিলি নিয়ে এই নারায়ণপুরের বাংলো বাড়িতে আসতেন।

প্রায় দু বছর আগে তিনি এই বাড়িটিতৈরি করেছিলেন। সারাদিন থাকতেন। খাওয়া দাওয়া করতেন। দিনের বেলা সময় কাটাতেন, তার পর বেরিয়ে যেতেন। তবে সেই বাড়িটি এখন তালা বন্ধ দীর্ঘদিন ধরে। যোগাযোগও বন্ধ সেই বাড়ির কেয়ারটেকারের সঙ্গে। আর জি করের ঘটনা ঘটার পর থেকে নারায়ণপুরের সেই বাড়িতে আর যাননি সন্দীপ ঘোষ। ইতিমধ্যে কয়েকশো বিঘা জমি ঘিরে রাখা হয়েছে এই বাংলো বাড়িকে কেন্দ্র করে। সব জমি এই সন্দীপ ঘোষের কিনা তা খোলসা করে বলতে পারেননি এলাকার মানুষজন। তবে স্থানীয় মানুষ জনেরা জানান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশ করেই এই জায়গাটি কিনেছিলেন সন্দীপ ঘোষ। এলাকাটি সোনারপুরের কাছাকাছি হওয়ায় বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষ জন। তবে স্থানীয় কোন ও রাজনৈতিক দলের নেতা এই বাংলো বাড়ির রহস্য নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। তবে সন্দীপ ঘোষের এই এলাকায় আর কি কি ছিলো তা জানার চেষ্টা করছে সিবিআই।

চন্দননগরে সন্দীপের ফাঁকা শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরল ইডি, তল্লাসী বৈদ্যবাটিতে

প্রীতম সাধুখাঁ , হুগলী, ৬ সেপ্টেম্বরঃ শুক্রবার সকাল সকাল চন্দননগরের পাদ্রীপাড়া এলাকায় হাজির হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কয়েকটি গাড়িতে করে সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় তারা। বাড়িতে তালা বন্ধ দেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন আধিকারীকরা। ইনোভা গাড়ি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দেখে উৎসুক মানুষদের ভিড় জমে যায়। দূর থেকে অনেকেই জনাতে চান কি হলো বিষয়টা। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, সকাল সাতটা নাগাদ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ইডির দল হাজির হয় সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরবাড়িতে। যদিও এই বাড়িতে এখন কেউ থাকেনা। চার পাঁচ বছর ধরে ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্দীপ ঘোষের শ্বশুরের নাম রামকৃষ্ণ দাস তার পরিবার বর্তমানে কলকাতায় থাকে। জগদ্ধাত্রী পুজো সময় চন্দননগরের এই বাড়িতে তারা আসেন। চন্দননগরে তালা বন্ধ গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে অবশেষে সেখান থেকে বেরিয়ে বৈদ্যবাটির নার্সারি রোড শংকর পল্লীতে কুনাল রায় নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে আসে ইডি। সেখানে কুনাল রায়ের বাড়ির গেটের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর পরে তিনি যখন দরজা খোলেন ইডির আধিকারিকরা তার বাড়িতে শুরু করে তল্লাশি। সকাল থেকেই চলে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি। কুনাল রায়ের বাড়ির নিচে কিছু ভাড়াটে থাকেন তাদেরকেও বেরতে দেওয়া হয়নি। গেটের সামনে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের।

কুনালের এক আত্মীয় সুবীর দাস জানান, তিনি ওষুধের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তার জামাইবাবু কলকাতার একটি প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কুনাল রায়ের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্তে আশায় তারা হতবাক। স্থানীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার সদ্ভাব রয়েছে। বাড়িতে তার স্ত্রী মেয়ে রয়েছে। দীর্ঘ আট ঘন্টা পরে শেষ হয় জিজ্ঞাসাবাদ দুপুর তিনটা নাগাদ পাঁচজনের প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় বাহিনীদের নিয়ে ফিরে যান ইডির আধিকারিকরা সন্দীপের সঙ্গে কুনালের কোন যোগসূত্র আছে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্ট করেননি তারা। তবে পরিবার সূত্রে খবর কুনাল রায় কে জানিয়ে যাওয়া হয়েছে যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ইডির দপ্তরে ডাকা হতে পারে সেখানে গিয়ে তাকে হাজিরা দিতে হবে।

আরজি কর-কাণ্ডে ইডির তল্লাশি এবার হাওড়াতেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর-কাণ্ডে ইডির তল্লাশি হাওড়াতেও। শুক্রবার সাতসকালেই হাওড়ায় অভিযানে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ ভেণ্ডর সাঁকরাইলের বিপ্লব সিংহের বাড়িতে আসেন ইডি আধিকারিকরা। বিপ্লব সিংহ বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন। হাওড়ায় বিপ্লব ঘনিষ্ঠ কৌশিক কোলের বাড়িতেও চলে ইডির তল্লাশি। কৌশিক কোলে বিপ্লব সিংহের অ্যাকাউন্টের হিসাব রাখতেন বলে জানা গেছে। এদিন বাড়ির চারপাশে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে তল্লাশি চলে। এদিন সকাল পৌনে সাতটা নাগাদ হাওড়ার সাঁকরাইলের বাসুদেবপুর হাটগাছায় বিপ্লব সিংহের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে নেমেছে সিবিআই। ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে সন্দীপ ঘোষকে। এর পাশাপাশি বিপ্লব সিংহকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। তবে পুনরায় তার বাড়িতে এদিন তদন্তে নামলেন ইডি আধিকারিকরা। ব্যবসায়ী বিপ্লব সিংহ সন্দীপ ঘোষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

মা তারা ট্রেডার্স নামের বিপ্লব সিংহের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আরজি কর হাসপাতালে মেডিকেল ইন্সট্রুমেন্ট সাপ্লাই করত। আরজি কর মেডিকেল কলেজে ইন্সট্রুমেন্ট সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ধরা পড়ায় ইডি তদন্তে নামে।

'দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করুক সিবিআই'

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ফের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'শুধু আর জি কর মেডিক্যাল নয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাজ্যজুড়ে বড়সড় দুর্নীতি হয়েছে। কোভিডের সময়েও দুর্নীতি হয়েছে। আমরা চাই সব মেডিকেল কলেজের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করুক সিবিআই। সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি, নিয়োগ কেলেঙ্কারি ও রেশন কেলেঙ্কারির থেকেও বড়। স্বাস্থ্য দফতরের বড় অংশ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত।

শরৎচন্দ্র বসুর ১৩৫ তম শুভ জন্মবার্ষিকীতে তার পট চিত্তে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিধায়ক ও আধিকারিক বৃন্দ। ছবি-সুবল সাহা

আর জি কর-কাণ্ডের এক মাসের মাথায় ফের দিন বদলাতে রাত দখলের ডাক

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ফের 'রাত দখল'। আগামী রবিবার ফের 'রাত দখলে'র ডাক দিলেন রিমঝিম সিংহরা। ওইদিন রাত ১১টা থেকে শুরু হবে কর্মসূচি। মূলত ব্যান্ডের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে রিমঝিম 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির কথা উল্লেখ করেন। দাবি করেন, গুপী বাঘাদের মতো শাসকদের ঘুম ভাঙাতে চান তিনিও। 'শাসকের ঘুম ভাঙাতে নতুন ভোরের গান'- এই ব্যানারে এবার 'রাত দখলে'র ডাক দিয়েছেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিমঝিম। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সকলকে পথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। এর আগে গত ১৪ আগস্ট এই রিমঝিমের ডাকেই পথে নেমেছিলেন অগণিত মহিলা। শামিল হন পুরুষরাও। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড এবং কলেজ স্কোয়্যার প্রথমে এই তিন জায়গায় মহিলাদের জমায়েতের কথা হয়। ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সাড়া আসে।

আর্টস আকাডেমির শিক্ষক দিবস পালন

সুমিত পালিত, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও বাঘাযতীনের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্টস একাডেমি শিক্ষক দিবসের দিনে অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বাঘাযতীন পাবলিক হলে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বর্ষীয়ান গিটারিস্ট স্বপন সেন,বীরভূমের হীরালাল ভট্ট কলেজের অধ্যাপক পিন্টু দাস, বাসন্তীদেবী ম্যানেজমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর ডক্টর দেবাশিস শাসমল বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ। শিক্ষা সম্মান প্রদান করা হয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াও পুরুলিয়ার বিশিষ্ট ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক অনিমেষ মুখার্জীকে। যদিও শিক্ষাবিদ অনিমেষবাবু এবং সাংবাদিক তুষার পাটোয়ারী এদিন অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। প্রসঙ্গত এদিন প্রতিষ্ঠানের মোট ৭০ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। এবছর ২০২৪ সালের সেরা পড়ুয়া নির্বাচিত হয়েছেন অঙ্কিতা রায় ,তাকে পদক স্মারক সহ পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন দীপঙ্কর গাঙ্গুলী। শিক্ষকদের মধ্যে প্রলয় চক্রবর্তী, শাস্বতী চক্রবর্তী,অরিজিৎ দত্ত, সৌমদীপ দাস প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সহেলী দাস। এদিন বাসন্তীদেবী ম্যানেজমেন্ট কলেজের পক্ষে দেবাশিস শাসমল প্রতিষ্ঠানের ২০২৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম তিন স্থানাধিকারীর জন্য আর্থিক পুরস্কার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি দেন। পরিশেষে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পলাশ দাস ও কর্ণধার অরিজিৎ নাগ জানালেন পড়াশুনো ছাড়াও বহু নান্দনিক বিষয় নিয়ে এখানে চর্চা হয় এবং আগামী বছরে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যস্তরে সাফল্য লাভ করবে বলেও তারা আশা প্রকাশ করেন।

রাত দখলে ঋতুপর্ণার হেনস্থা, ভিন্নমত রূপাঞ্জনা ও সুজয় প্রসাদ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ রাত দখলে সামিল হতে চেয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাই বুধবার রাত গভীর হওয়ার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন শ্যামবাজারে। কিন্তু চরম হেনস্থার শিকার হতে হল তাঁকে। এ ব্যাপারে টলিউডের সিংহভাগ ঋতুপর্ণার পাশে দাঁড়ালেও বিরোধিতা করেছেন অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র। আবার রূপাঞ্জনার বিরোধিতা করে ঋতুপর্ণাকে সমর্থন করেছেন অভিনেতা, বাচিক শিল্পী সুজয় প্রসাদ। রূপাঞ্জনা মিত্রর সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, আশা করি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত তাঁর নৈতিকতামানব মনোবিজ্ঞানের পাঠ কঠিনভাবে শিখেছেন। কেন এই সুপার ইন্টেলিজেন্ট নাটক করলেন যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁর (রোজভ্যালি) এবং তিলোত্তমার জন্যও নকল শাঁখ বাজানোতে রেগেছে। ভিকটিম কার্ড খেলছেন? রূপাঞ্জনার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, রূপাঞ্জনা মিত্র আমি একমত যে তিনি এমন কিছু করেছিলেন যা লোকেরা পছন্দ করেননি এবং তার জন্য যথেষ্ট আক্রমণ করা হয়েছে তাঁকে। তবে আপনি যাকে নাটক বলছেন তা হল সংহতি যা তিনি আজ রাতে আমাদের প্রত্যেকের মতো সেখানে উপস্থিত থেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। আপনি একজন সহ-শিল্পী এবং আপনি যা করেন তার জন্য সম্মানিত এবং আপনি একজন বন্ধু। আমরা আমাদের সিনিয়রদের সম্বন্ধে এভাবেই কথা বলি ?...আপনি যা পোস্ট করেছেন তাতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। আমরা মানুষকে পছন্দ করি না এবং এটা আমাদের জন্মগত অধিকার কিন্তু এভাবে নয়। উল্লেখ্য, আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। জলশঙ্খ বাজিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। এরপরেই নেট নাগরিকবৃন্দের ট্রোলের মুখে পড়তে হয় অভিনেত্রীকে । কটাক্ষের মুখে পড়ে সেই ভিডিয়ো সরিয়েও নেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ।

রাত পোহালেই গণেশ পুজো, তবে এবার উদ্যোক্তারা কিছুটা ম্রিয়মান

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ রাত পোহালেই গণেশ পুজো। গত কয়েক বছর ধরে দুর্গাপুজোর আগে গণেশ পুজো কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সাড়া জাগায়। শুরু হয়েছে কিছু নতুন পুজোও। কিন্তু এই বছর, বেশ কয়েকটি গণেশ পূজার আয়োজক তুলনায় যেন একটু নিস্প্রভ। তাঁরা ৩১ বছর বয়সী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসাবে গণেশ পুজোর উৎসব নিয়ে মাতামাতি করতে রাজি নন। ৯ আগস্ট আর জি কর হাসপাতালে পিজিটি চিকিৎসক নির্মমভাবে ধর্ষণ এবং খুন হয়েছিলেন। তার পর যে অবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে এবার পুজোর আয়োজকরা তাঁদের পরিকল্পনা থেকে সাংস্কৃতিক নানা অনুষ্ঠান সরিয়ে দিয়েছেন। বেশ কিছু আয়োজক সঙ্গীত এবং আলোর সাজ বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ঢাকা কালীবাড়ির কাছে 'প্রতীক' গণেশ পুজোর আয়োজন করছে ২০১২ সাল থেকে। পুজোর সম্পাদক প্রতীম রায় চৌধুরী বলেন, ''এই মুহূর্তে শহর উৎসবের মেজাজে নেই। আমরাও সমাজের একটি অংশ। তাই জমকালো উদযাপন করতে চাই না। বেহালার পর্ণশ্রীর আরেকটি গণেশ পুজো 'আমরা কজন'-এর আয়োজকরা এই বছর তাঁদের সূচী থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাদ দিয়েছেন। আয়োজক কমিটির সম্পাদক সন্দীপ মল্লিক বলেন, এবার আমরা অত ছড়িয়ে ভোগ পরিবেশনও করব না। সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেব। কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় এই উৎসবের প্রস্তুতি। বাংলায় এই পুজোর আয়তন ও আকার বেড়েছে। গত কয়েক বছরে গণেশ পূজা এ শহরেরও উৎসব এবং একটি স্থায়ী বাৎসরিক বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেকেই আলোচনা করেন মহারাষ্ট্রের গণেশ পুজোর জাঁকজমক নিয়ে। এরকম আয়োজন বিকল্প জীবিকাও বাড়ায়। অনুমান, কলকাতা এবং শহরতলিতে এবার ১,২০০ টিরও বেশি গণেশ পূজা হবে।বেলগাছিয়ার কাছে দত্তবাগান গণেশ উৎসব কমিটির সম্পাদক মৌসখী ঘোষ জানান, ''আর জি কর-এর ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক ঘটনা আমাদের ক্ষুব্ধ ও আহত করেছে। তবে, এটি গত ১৫ বছর ধরে আয়োজন করে আসছি। তাই আমরা পুজো বন্ধ করতে পারি না তাছাড়া, আমরা শিল্পী, ডেকোরেটর, শ্রমিক এবং অন্যান্য পরিষেবা দেন এ রকম অনেককে আগাম নিযুক্ত করেছিলাম। আমরা যদি পুজো বন্ধ করে দিই, তাহলে তারা তাদের উপার্জন হারাবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৫-২৪, তারিখ ০৪.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি-০৫-২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান - বলগোনা শাখায় লেভেল ক্রশিং গেট নং. ১৩/সি/ই, ৪/সি/ই, ৮/সি/ই, ৬/সি/টি, ৯/সি/ই, ১/সি/ই, ১৪/সি/ই এবং আহমদপুর -কাটোয়া শাখায় ১৪/সি/ই-এর পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ওভারহেড ইকুইপমেন্ট স্লিউয়িং-এর ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৫০ হার্জ সিঙ্গল ফেজ ২৫ কেভি এসি ওভারহেড ইকুইপমেন্ট-এ সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনা। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৩,৪৫,৪২০.৩০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,২৬,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

HWH-270/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

TIRRIHANNAH CO LTD.
CIN:L65993WB1908PLC001838
Regd. Office: Flat No. 601, 6th Floor, Nanda Tower,
, Tel No.:(033)22487093, 23430875 / 40056005
E-mail: tirrihannah.ho@gmail.com **Website:** www.tirrihannah.co.in

NOTICE OF 116TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

(A) Annual General Meeting:
NOTICE is hereby given that the 116thAnnual General Meeting of the Members of Tirrihannah Co Ltd will be held on Monday, September 30, 2024 at 4:00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without physical presence of the members at the venue to transact the business as set out in the notice of the 116th AGM.

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, as amended, read with General Circular N0., 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 02/2021 dated 13th January 2021, 02/2022 dated 05th May 2022 and 10/2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as Circulars), which allow the Companies to hold AGM through VCIOAVM, the 116th AGM of the Members of the Company is being held through VC/OAVM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

(B) Book Closure:
Notice is further given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The notice of AGM along with the Statement annexed to the Notice pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the year ended 31.03.2024 has been sent to the Members e-mail Id at e-mail addresses registered with the Company/the depository participant/the registered and Share Transfer Agent (R & T Agent), and also to their registered address whose e-mail addresses are not registered with the Company/the depository participant/the registered and Share Transfer Agent (R & T Agent), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company vizwww.tirrihannah.co.in.

(C) E-Voting:
In Compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administrations) Amendment Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosures Requirements) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its Member facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as e-voting agency.

The remote e-voting facility shall commences on Friday, September 27, 2024 (9.00 a.m.) and end on Sunday, September 29, 2024 (5.00 p.m.). During this period Shareholders of the Company may cast their vote electronically on the items mentioned in the Notice of AGM. The e-voting module shall be disable for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Shareholder, the Shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

A person whose name appears on the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. date September 23, 20224 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the Meeting. Any person who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on cutoff date may obtain the User Id and Passwords by sending a request at helpdesk.evoting @cdslindia.com.

The Members, who have not cast their vote either through remote e-voting, can exercise their voting rights at the AGM through VC. The Company will make necessary arrangement in this regard at the e-voting at the AGM and shall be able to vote at the Meeting.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By Order of the Board of Director
For Tirrihannah Co Ltd.
Sd/-
Ghanshyam Das Kankani
Managing Director
DIN: 00565520

Place : Kolkata
Date : 05/09/2024

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: S_D/S-I/XV/139/20/24-25
Name of the Work: **Removal of silt, floating, materials from Nikashi drain from Jhankapara to Amtola Club in Ward No. 139 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including CESS): ₹ **4,79,257.59.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(2) NIT No.: S_D/S-I/XV/141/47/24-25
Name of the Work: **Removal of silt from Hospital Road Nikashi drain in Ward No. 141 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including CESS): ₹ **4,54,633.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **75 days.**

(3) NIT No.: S_D/S-I/XV/139/21/24-25
Name of the Work: **Removal of along slaughter house Nikashi drain from Jara Kabrasthan to Santoshpur Nikasi in Ward No. 139 under Br.-XV.** Estimated Cost (Including CESS): ₹ **4,96,350.33.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Bid submission start date (Online): **06.09.2024 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of submission of Bid (Online): **14.09.2024 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Exe. Engr. (C)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/379 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of road due to laying of 150 MM dia S.W. pipe on D.H. Road (Eastern Flank) from 10/2 D. H. Road upto near the Junction of Remount Road under Br.-IX.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,93,413.93** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **18.09.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2024 at 12 noon** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/407 (1st Call)
Name of the Work: **Painting Kerb & Railing at different spots of Lake Road, Ekdalia Road, Monohar Pukur Road, Lake View Road under Br.-VIII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,92,687.32** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **20.09.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2024 at 12 noon** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

(3) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/360 (1st Call)
Name of the Work: **Painting of Kerb & Railing at Gariahat Road (South) under Br.-X.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,58,971.02** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **9,200.00.**

(4) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/359 (1st Call)
Name of the Work: **Painting of Kerb & Railing at B. M. Sarani under Br.-X.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,95,360.46** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **8,000.00.**

(5) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/358 (1st Call)
Name of the Work: **Painting of Kerb & Railing at Tollygunge Circular Road under Br.-X.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,17,198.68** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **8,400.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 3 to 5). Last Date and Time of submission of Bid: **20.09.2024 at 12 noon** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **09.09.2024 (12 noon)** (For Sl. No. 3 to 5) from the website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 3 to 5).

The **D.G. (Roads)/Mechanical, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SJM-08/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road at Rabindrapally by lowering the Bituminous surface and other allied civil works from B-17, Rabindrapally to D-14, Rabindrapally in Ward No.-101, Br.-XII under Roads (M) Deptt.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **4,93,823.88.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No.: KMC/ASPH/GG/KM-04/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road surface of Jadav Ghosh Road Bye Lane (Opp. of Vinayak Apartment) in Ward No.-127, Br.-XIV, under Roads Mechanical Deptt.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,14,290.18.** Earnest Money: ₹ **6,500.00.**

(3) NIT No.: KMC/ASPH/GG/KM-03/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road bye lane of Banamali Naskar Road near Premises No.-34/1 Banamali Naskar Road in Ward No.-131, Br.-XIV, under Roads Mechanical Deptt.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **3,15,861.21.** Earnest Money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **20 days** (For Sl. No. 2 & 3). Last Date and Time of submission of Bid: **17.09.2024 at 12 noon** (For Sl. No. 1 to 3). Bid opening date for Technical Proposals (Online): **19.09.2024 at 12 noon** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **07.09.2024 after 12 noon** (For Sl. No. 1 to 3) from the website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/ASPH/TRKGORA-002/2024-25 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of road surface at Naskar Para 2nd Bye Lane near Prem. No. 20/O Dube Master House and 20/K Gupta House in Ward No.-127, Br.-XIV, under Roads Mechanical Deptt.** Estimated Amount: ₹ **4,73,053.28** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **19.09.2024 at 5 p.m.**

(5) NIT No.: KMC/DG(M)/ASP/GG/M-20/2024-25
Name of the Work: **Contractual operation of Plastic Feeding machine in connection with hot mix plant under Asphaltum Goragacha.** Estimated cost: ₹ **4,82,460.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **270 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **21.09.2024 – 12 noon.** Bid opening date for Technical Proposal: **23.09.2024 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 4 & 5) from the website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 4 & 5)

The **Exe. Engr./P & S, KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/EE_PS/X/99/2/24-25R1 (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing and Renovation of Naba Tarun Sangha Park in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated cost: ₹ **1,77,177.44.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **17.09.2024 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2024 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (M)/Sewer Cleansing Wing under Sewerage & Drainage, KMC** invites e-tender online for the following work:
NIT No.: KMC/S&D/SCD(C)/2024-25/05
Name of the Work: **Manufacturing and fitting, fixing of front wheel, special type chain assembly and V-Clamp for Power Bucket machines of Sewer Cleansing Central.** Estimated Amount: **Not applicable.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and Time of Bid submission: **18.09.2024 – 10 a.m.** Tender (Technical Bid) will be opened on: **21.09.2024 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2024 (9 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** (541/24-25)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৭৮ সংখ্যা, শনিবার ২১ ভাদ্র, ১৪৩১

‘ঘনাদা’ সৃষ্টি প্রেমেন্দ্র

কলকাতার এক মেসে সাধারণ সেই পারিবারিক চিঠি পেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। সারারাত জেগে বসে মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লিখে ফেললেন দুটি গল্প। কিছু যাদের নেই,-যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের গল্প কি হতে পারে না? ‘প্রবাসী’র ১৯২৪-এর মার্চ ও এপ্রিল মাসে দুটি গল্প প্রকাশিত হল। গল্প দুটি হল ‘শুধু কেরাণী’ ও ‘গোপনচারিণী’। ‘কল্লোলের’১৩৩১-এর বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় ‘শুধু কেরাণী’গল্পের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকশিত হল।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন,তবে কলেজে যাওয়ার বদলে প্রায়ই চলে যেতেন চিড়িয়াখানায়। ইচ্ছা হল কলার পরিবর্তে বিজ্ঞান পড়লে হয়,ছেড়ে দিলেন স্কটিশ চার্চ,ভর্তি হলেন সাউথ সুবার্বন কলেজের বিজ্ঞান শাখায়। সেই ছেলের কল্পনার দ্বার খুলে দিয়েছিল একটা জীর্ণ পোস্টকার্ড, তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র বাঙালির সেই হারিয়ে যাওয়া বিচ্ছুরিত প্রতিভার অন্যতম দৃষ্টান্ত, বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্র ঘনাদার স্রষ্টা। ডাক্তারি পড়বেন বলে ঢাকায় ফিরেও গিয়েছিলেন,ভর্তি হতে চেয়েছিলেন ঢাকা’র মেডিকেল স্কুলে । সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম থাকল অপেক্ষামানদের তালিকায়। অপেক্ষা না করে ভর্তি হলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। সাহিত্য চর্চার উৎসাহ শামিত রেখে মন দিয়েছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায়। ঢাকা শহর প্রেমেন্দ্রের হৃদয় জিতলেও ১৯২৪সালে তিনি বারবার কলকাতায় এসেছেন সাহিত্য ও পত্রিকার টানে। কলকাতায় দীনেশরঞ্জন দাশ,কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,ধীরাজ ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তরা সবাই শিল্পে সাহিত্যে পত্রিকার সাথে যুক্ত।

সাহিত্য, শহর কলকাতা ছেড়ে আবার ঢাকায় ফিরলেন মন দিয়ে লেখাপড়া করলেন। কিন্তু বিপত্তি এল ছাত্রাবাসে। ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন কালে প্রেমেন্দ্রকে ডাকা হলে সহায়তা করতে অস্বীকার করলেন। অক্সফোর্ড মিশন কতৃপক্ষের কাছে এই অপরাধ ক্ষমার নয় বিতাড়িত করা হল তাঁকে। ১৯২৫ সালটি অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলকাতায় ফিরে এলেন। বাল্যবন্ধুর প্রস্তাবে উনিশ টাকা বেতনে একটি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিলেন। সাহিত্যচর্চা-স্পন্দিত , উষ্ণ বন্ধুত্বময় পরিবেশের টানে ও নিজের সাহিত্য প্রতিভার অমোঘ দাবিতে কলকাতায় থেকেই গেলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,মুরলীধর বসু,কাজী নজরুল ইসলাম, সর্বোপরি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সাহিত্যসঙ্গী। মাঝে কিছুদিন ঝাঝা শহর ও কাশীতে থেকেছেন। সেখানে সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ চমৎকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাটক,ও চলচ্চিত্রে আকর্ষণ ছিল। তিনি সহজেই ওই বন্ধু গোষ্ঠীতে মিশে গেলেন। কাশীতেই পরিচয় বাংলা ভাষা সাহিত্যের গবেষক দীনেশ চন্দ্র সেনের পুত্র বিনয় সেনের সঙ্গে। তবে কলকাতায় ফিরে সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকলেন। সৃষ্টি করে গেলেন ঘনাদা।

বিশ্বকাপে অদ্ভূত গোল

১৯৫০ আর ১৯৬১ বিশ্ব ফুটবলে এমন দুটো গোল হয়েছিল, যার আগে পরে জুড়ি মেলা ভার। দুটোর ধরন অনেকটা এক রকম- সবাই তাই আদর করে এদের ডাকেন তডবল গোলদ নামে। প্রথমটা ঘটেছিল ১৯৫০ সালের ১ জুলাই, ফুটবল বিশ্বকাপে। ব্রাজিল সেদিন খেলছিল যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে। রিও ডি জেনেরিওর মাকারানা স্টেডিয়াম সেদিন কানায় কানায় ভরা। মানুষের চিৎকারে কান পাতা দায়। খেলা শুরু হল বিকেলে। শুরুতেই ৪ মিনিটে এক গোল দিয়ে দলকে এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলের অ্যাডেমির। তারপর অনেকক্ষণ গোল নেই। অবশেষে ৬৫ মিনিটে ব্রাজিলের মিডফিল্ডার জিজিনহো দারুণ একটা গোল দিলেন। ভাগ্য খারাপ। রেফারী বেঞ্জামিন কোন অজানা কারণে গোটা গোলটাই বাতিল করে দিলেন। খেলোয়াড়দের আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হল না। গোটা স্টেডিয়াম উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। কিন্তু রেফারি অনড়। এবার জিজিনহো যেটা করলেন সেটা করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। তিনি গোটা গোলটার অ্যাকশন রিপ্লে করলেন- তিনি ঠিক আগের স্পট দিয়েই বিপক্ষ দলের বক্সে ঢুকলেন, আগের বারের যুগোস্লাভ ডিফেন্ডারকে ঠিক আগের মতই বাঁ দিক দিয়ে ডান পায়ে আলতো কাটালেন, বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ডিফেন্ডারকে একইভাবে চমকে দিয়ে বল নিয়ে গোলকিপারের সামনে দাঁড়িয়ে জোরে শট নিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দিলেন জালে। ঠিক আগেরবারের মত। তবে একটা জিনিষ এবার নতুন হল। জাল থেকে বল বার করে নিজেই বারবার গোলে শট মারতে থাকলেন রাগী জিজিনহো। রেফারি বুঝলেন লক্ষণ ভাল না। এ খেলোয়াড় সুযোগ পেলে আরও দশবার একইভাবে গোল করবে। বেচারি রেফারি একরকম বাধ্য হয়েই গোলের সম্মতি দিলেন। এই গল্প হাঙ্গেরির পুসকাস জানতেন কিনা জানা নেই, তবে এগারো বছর পরে তিনিও ঠিক একই রকম এক ‘ডবল গোল’ করেছিলেন। খেলা চলছিল রিয়েল মাদ্রিদ বনাম আটলাটিকো মাদ্রিদের মধ্যে। রিয়েল মাদ্রিদ ফ্রি- কিক পেল। বক্সের একেবারে ধার থেকে শট নিলেন ফ্রাঙ্ক পুসকাস। বল জালে জড়াতেই দুই হাত মাথার উপরে তুলে উল্লাসে দৌড়াতে লাগলেন তিনি। রেফারিও তাঁর পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলল, দুঃখিত স্যার, এটা গোল হবে না। আমি তো বাঁশিই বাজাই নি। আগেরবারের মত বাঁ পায়ে জোরালো শট নিলেন তিনি। বল কামানের গোলার মত। খেলোয়াড়দের মাথার উপর দিয়ে একই ভাবে বাঁক নিয়ে বারপোস্টের উপরের বাঁ দিক ঘেঁষে। গতবারের মতই তাঁর আঙুলের ধার ঘেঁষে বল ভিতরে ঢুকে জালে জড়িয়ে গেল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

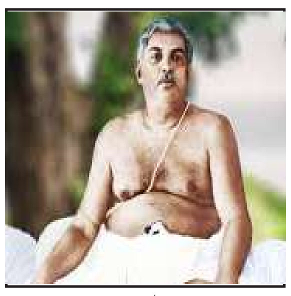

সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনও দিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা বলতেন, সন্তান আমরা প্রাণ। সন্তানদের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো ঠাকুর দালানে। ভক্তিগীতি।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

শান্তিনিকেতনী এবং রবীন্দ্রিক ভাবনাকে সামনে রেখে যেভাবে বীরবল যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছে তা সমৃদ্ধশালী

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রমথ চৌধুরী বাংলা ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ছোটগল্প এমন রচনা হবে; যা কিনা ছোটও হবে আবার সেটা গল্পও হওয়া চাই। এবং বাংলা ছোটগল্পের এই দাবি তিনি নিজের গল্পে সার্থকভাবে পূরণ করে গিয়েছেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। কেন না প্রমথ চৌধুরীর লেখা ছোট গল্পের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল যে সেগুলো একাধারে গল্প ও স্বল্পায়তন বিশিষ্ট। শুধুমাত্র ‘চার-ইয়ারি কথা’ বাদ দিলে তাঁর কোন গল্পেরই কলেবর এক ফর্মার দৈর্ঘ্য ছাড়িয়ে যায়নি, বরং তাঁর বেশীরভাগ গল্পই আট থেকে দশ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হয়েছে বলে দেখা যায়, কতগুলি আবার এর থেকেও আয়তনে কম। তবে তাঁর ‘চার-ইয়ারি কথা’ অবশ্য বিশ্ব ভারতী থেকে প্রকাশিত ‘গল্পসংগ্রহ’ গ্রন্থের আটষট্টিটি পৃষ্ঠা নিয়েছে, যদিও আসলে সেটা চারটি পৃথক গল্পের সমষ্টি। সুতরাং; গল্পের আয়তনের হ্রস্বতার দাবি বরাবরই তিনি মান্য করেছিলেন বলা যেতে পারে। তাঁর গল্পের গল্পত্ব অতি স্পষ্ট এবং সেগুলির সব ক’টিই সুখপাঠ্য। অতএব একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে; ছোট গল্পের যে সংজ্ঞা তিনি নিজে বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই আদর্শ থেকে শিল্পকর্ম হিসেবে তাঁর ছোটগল্পের স্খলন খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। তিনি তাঁর ঘোষণা ও চেষ্টার ফলের ভিতরে মিল রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অনেক সমালোচকের মতে প্রমথ চৌধুরীর গল্প বুদ্ধিপ্রধান। অনেকে আবার সেকথা স্বীকার করেন না। অতীতে এপ্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী বলেন, আমার তা মনে হয় না তাঁর অধিকাংশ গল্পে এমন একটা বৈঠকী খোসমেজাজ, আড্ডার আসরের আবহাওয়া আছে, যা বুদ্ধিবাদের পরিপন্থী। বুদ্ধি জিনিসটা প্রায়ই বিশুদ্ধ ব্যবচ্ছেদী, তর্কসংকুল হয়। তাতে আইডিয়ার কচকচি, থাকে, থাকে এক আইডিয়ার সঙ্গে অন্য আইডিয়ার সংঘাত সংঘর্ষের শব্দ যুদ্ধ। কিন্তু প্রামথিক ওরফে বীরবলী গল্পের মেজাজ মোটেই সে জাতের নয়। তাঁর গল্পের বিষয় সরস, উপস্থাপনা শিল্পগুণান্বিত, সংলাপ পরিহাস ও বিদ্রূপের ঝিলিকময়, আপাতবিরোধযুক্ত অর্থের ব্যঞ্জনা প্রকাশক শব্দশৈলীর নজীরে পূর্ণ, অর্থাৎ ‘এপিগ্রাম’ আর ‘প্যারাডক্সে’ তাঁর সংলাপ বোঝাই। ‘পান’ বা শব্দসাদৃশ্য অলংকার তাঁর আর একটি প্রিয় ব্যসন। যদি বলেন এপিগ্রাম, প্যারাডক্স, উইট, পান ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগ প্রমথ চৌধুরীর মূলতঃ বুদ্ধিপ্রধান মেজাজটিকেই চিহ্নিত করে তাহলে বলব, লেখকের মানসিক গঠনের সকল হিসাব এর মধ্যে লওয়া হয়নি। এ কথা খুবই সত্য যে, প্রমথ চৌধুরী সুপণ্ডিত, ইংরেজী, ফরাসী আর সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অধিকার স্বীকৃত, বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে যে কয়জন সত্যিকারের বিদগ্ধ সংস্কৃতিবান মানুষের আবির্ভাব হয়েছে তার মধ্যে তিনি একজন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মানতে হয় যে, তিনি যে শ্রেণী থেকে ‘উদ্ভুত’ হয়েছিলেন তা প্রাচীন পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন পুরাতন অবস্থা-ব্যবস্থার পোষক। বীরবল শিক্ষা-দীক্ষায় ছিলেন সম্পূর্ণ আধুনিক, কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রায় ছিল সামন্ততান্ত্রিক খানদানি মুসলমানী সহবৎ এবং ইঙ্গ- বঙ্গীয় ধারার একাকালীন সমন্বয়, ফলে যে অর্থে আজকের দিনে ‘বুদ্ধিবাদ’ কথাটার প্রয়োগ হয়। একটা শুষ্ক নিরুত্তাপ, নীরক্ত পণ্ডিতিয়ানার মনোভঙ্গী, সে অর্থে বুদ্ধিবাদী লেখক তিনি কোন সময়েই ছিলেন না। তাঁর জীবনে অবসর ছিল, বিরাম ছিল, অবসর আর বিরামকে সুখদায়ক করে তোলবার মতো বিত্তের সচ্ছলতা ছিল (একেবারে শেষের দিকে ছাড়া), এদিকে ব্যাপ্ত অধ্যয়ন দ্বারা তিনি তাঁর অবসরকে নিছক আলস্য-বিলাসিতায় পরিণত হতে কখনও দেননি; সংস্কার জীবনযাত্রা পদ্ধতি এসবের আবহে তিনি আবাল্য বর্ধিত হয়েছেন। এই কারণে, গল্পেই হোক আর প্রবন্ধেই হোক বীরবলী ঢংয়ের ভিতর প্রচুর বুদ্ধির ঝলক আর বহুবিস্তৃত অধ্যয়নের প্রমাণ থাকলেও, তাঁকে আধুনিক কালোচিত ‘ইনটেলেকচুয়াল’ লেখক কোনমতেই বলা চলে না। তাঁর গল্পগুলিতে, বিশেষ করে যে পৃথিবী আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে তার হাস্যপরিহাস, রসিকতা, সৌন্দর্যবোধ, জীবন প্রীতি, বৈঠকী গালগল্পের মেজাজ ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ‘দুরাশা’ গল্পে মোগলাই আবহাওয়ার দ্যোতক রূপে যে ‘সুদীর্ঘ অবসর সুলম্ব পরিচ্ছদ সুপ্রচুর শিষ্টাচার’,এর কথা বলা হয়েছে তা বীরবলের ভাবগত জীবনাচরণের বেলায়ও স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা চলে।

প্রমথ চৌধুরীর জীবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি নিশ্চিতভাবে আধুনিক চিন্তন মননের প্রতিনিধি ছিলেন, কিন্তু একইসঙ্গে তিনি বিলীয়মান, অধুনা-প্রায়লুপ্ত সমাজ ব্যবস্থারও প্রতীক ছিলেন। তাঁর এই দ্বৈত সত্তার তাৎপর্য না বুঝলে তাঁকে সম্যকভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

যদিও বর্তমানে ক’জন তাঁর লেখা পাঠ করেছেন, সেটা বলা শক্ত, তবুও বীরবলী গল্পের পাঠক-পাঠিকামাত্রেই জানেন যে, বীরবল তাঁর গল্প রচনার বিভিন্ন পর্বে; নীল-লোহিত, ঘোষাল আর সারদাদাদা। এই তিন কথকের বাচনিক অনেকগুলি গল্পের সৃষ্টি

করেছিলেন। ‘নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা’, ‘নীল লোহিতের স্বয়ম্বর’ ;প্রভৃতি গল্পের নাম থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এগুলি নীল -লোহিতের সঙ্গে সম্পৃক্ত; আবার ‘ফরমায়েশি গল্প’, ‘ঘোষালের হেঁয়ালি’, ‘বীণাবাঈ’, ‘পুতুলের বিভ্রাট’ প্রভৃতি গল্প ঘোষালের কীর্তিকলাপের সঙ্গে যুক্ত এবং ‘ফার্স্ট ক্লাস ভূত’, ‘সারদাদাদার সন্ন্যাস’, ‘সারদাদাদার সত্য গল্প’ প্রভৃতি রচনা সারদাদাদা মানুষটিকে বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিচিত করে তুলেছে। সাহিত্য সমালোচকদের মতে তাঁর এই তিন পর্যায়ের গল্পেরই বৈঠকী মেজাজ অতি স্পষ্ট। নীল -লোহিত, ঘোষাল আর সারদা দাদা- তিনজনেই গল্প বলছেন এবং শ্রোতারা সেই গল্প শুনছেন। আর সেসব গল্প কি জাতীয় গল্প? সেগুলো মোটেও কোন আধুনিক ধাঁচের গল্প নয়, বরং প্রায়ই উদ্ভট আর অদ্ভুত রসের গল্প, ভূতের গল্প, অসম্ভাব্য আর অবিশ্বাস্য ঘটনার গল্প, কৌতুকের ছিটা আর বিদ্রূপের ঝাল-মসলা-মিশ্রিত প্রেমের গল্প ইত্যাদি। এগুলির বিষয়বস্তু, পরিবেশ, মানুষ, চরিত্রবৈশিষ্ট্য সব কিছুরই সঙ্গে একালীন পৃথিবীর অনুষঙ্গের সামান্যই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই গল্পগুলির পিছনে সুবিস্তৃত অবসরের পটভূমি রয়েছে, যে অবসর ইদানীংকালে ক্রমশঃ বিরল হয়ে এসেছে। বাঙালির সামাজিক জীবনে অবসর আড্ডার জন্ম দেয়, আর সেই আড্ডার ভাবই এই গল্প গুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। তাই গল্প গুলিতে দেখা যায় যে, কয়েকজন মানুষ নিজেদের অবসরবিনোদন আর বিশ্রম্ভালাভের উদ্দেশ্যে কোন ধনীগৃহের বৈঠকে কিংবা কোনো আসরে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন, তারপরে সেখানে উত্থিত হওয়া কোন কথার সূত্র ধরে নীল-লোহিত কিংবা ঘোষাল কিংবা সারদাদাদা তাঁদের নিজস্ব জীবনের কোন অভিজ্ঞতাকে তাঁদের সামনে বর্ণনা করেছিলেন। এগুলিই হল প্রমথ চৌধুরীর লেখা গল্পগুলির ছক। কিন্তু সমালোচকদের মতে তাঁর গল্পের এই ছক বাস্তবে কোন ইনটেলেকচুয়াল গল্পের ছক নয়; বরং এগুলিতে পুরাতন পৃথিবীর সৌরভ আষ্টেপৃষ্ঠে অনুলিপ্ত হয়ে রয়েছে। সেই সৌরভ বর্তমান সময়ে কারো মনোহরণ না করতে না পারলেও একদা কিন্তু বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রকে যে মাতিয়ে রেখেছিল; সেকথা কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না। একথার তুলনাস্বরূপ বলা চলে যে, বর্তমানে পারফিউমের প্রাণভুলানো নির্যাস পুরোনো আতরের স্থলাভিষিক্ত হলেও সমঝদার মহলে কিন্তু আতরের কদর কিছুমাত্র কমে যায়নি।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিষয়বস্তু, আবহ, চরিত্র, ঘটনাক্রম, সংলাপের ধারা প্রভৃতি আজও পরিষ্কার বুঝতে যায়; পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সেগুলি আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় লালিত জমিদারিতন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অনার্জিত সম্পদ আর পরশ্রমে পুষ্ট অবসরের জীবনই এই গল্পগুলির পিছনে থাকা মানসিকতার মূল ভিত্তি। প্রমথ চৌধুরীর সমকালীন বাংলার পরভৃত বা পরগাছা সমাজের ছবি গল্পগুলির রেখায় রেখায় অতি স্পষ্ট।

যাই হোক, আগেই বলা হয়েছে যে, প্রমথ চৌধুরী তাঁর গল্পগুলিতে যে ধরণের চিত্র-চরিত্র তুলে ধরেছিলেন; সেটা পুরোনো পৃথিবীর স্মারক; আধুনিক জগতের ধরন-ধারণ করণ-কারণ সংস্কার -বিশ্বাসের সঙ্গে সেসবের কোনো মিল দেখতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ সমালোচকের মতে তাঁর গল্পগুলির যেখানে দুর্বলতা; সেখানেই মূলতঃ সেগুলোর শক্তি। তাঁর গল্পগুলির দুর্বলতা হল যে; সিংহভাগ গল্পেই ভোগী সমাজের চিত্র উপস্থিত; এবং সেটার সঙ্গে তখনকার বনেদিয়ানার শ্রেষ্ঠত্বাভিমান, ব্রাহ্মণত্বের অহংকার, সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রেণীর মানুষজনের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা প্রভৃতি আধুনিক সাহিত্যের একেবারেই বেমানান কতগুলি অনুচিত সংস্কার যুক্ত হয়েছে। বর্তমান যুগের আকাশে-বাতাসে সঞ্চরমাণ সমাজতন্ত্রের আদর্শের দ্বারা কর্ষিত মানুষের কাছে তাঁর গল্পের তথাকথিত বনেদিয়ানার মোহ, ব্রাহ্মণত্বের অহংকার, নীচশ্রেণীর প্রতি তাচ্ছিল্য বা করুণাভাব; এগুলি নিশ্চিতভাবে বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু একইসঙ্গে একথাও না বলে পারা যায় না যে ওই প্রাচীন আবহাওয়ার রূপায়ণের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির শক্তির বীজ নিহিত রয়েছে। সমালোচকদের মতে; বীরবলী গল্পের এত যে এত আকর্ষণ; সেটার পরিহাসপ্রিয়তা, শ্লেষ ও বিদ্রূপের উপভোগ্যতা, বৈদগ্ধ্যের ঝলকানি, জীবনরসের প্রাচুর্য, প্রেমের বৈচিত্র্য রূপায়ণ; এর সবকিছুর মূলেই পিছনে-ফেলে-আসা অভিজাত জীবনের দ্যোতনা, সুপরিসর অবসর আর তাদানুপাতিক মানসিকতাযুক্ত বনেদী জীবন রয়েছে, যে বনেদী জীবন আধুনিক কালের ঘষায়-ঘষায় বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। অতীতে এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন,নারীর রূপ, প্রেমের বৈচিত্র্য এবং সেই বৈচিত্র্যের নানা সুক্ষ্ম ব্যঞ্জনা; যেসব বস্তুর দ্বারা বেঁচে থাকবার ক্লান্তি ও একঘেয়েমি সহনীয়, নমনীয়, এমনকি স্পৃহনীয় হয। যেমন, জাঁকালোভাবে বাস করা, ঐশ্বর্য আর আড়ম্বর চারপাশে স্তূপীকৃত করে তোলা, নারীসঙ্গ আর প্রেমচর্চা, বিবিধ প্রকারের নেশার বণ্যতা, রঙ্গরসিকতা, শ্লেষ ও ব্যঙ্গপ্রবণতা, আপাতবিরোধী শব্দশিল্প;এ সব বীরবলী গল্পের নিত্যবর্তমান উপকরণ বলা চলে। বলাই বাহুল্য, অতিরিক্ত মস্তিষ্কজীবিত রসকস হীন গোমড়ামুখো আধুনিক কালের এগুলি বৈশিষ্ট্য নয়। এর সবই বিগত জীবনের সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। এ কাল আত্যন্তিক পাণ্ডিত্যের কচকচির কাল, রসের ছিটেফোঁটাও নেই এইকালে। ইংরেজী সাহিত্যের প্যারাডক্সের দুই দিকপাল শিল্পী ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড আর বার্নার্ড শ’। ঠিক সমান দরের শিল্পী না হলেও আমাদের সাহিত্যে তাঁদেরই স্বগোত্র হলেন প্রমথ চৌধুরী। আজকের দিনে এই তিনের অস্তিত্ব আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাঁদের সাহিত্য চেখে চেখে উপভোগ করতে পারি। প্রমথ চৌধুরীর ‘নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা’ একটি চমৎকার গল্প। কিন্তু সমালোচকদের মতে, গল্পটির এই চমৎকারিত্ব খুব সম্ভবতঃ সেটার উদ্ভটত্বে ও অসম্ভবতায় নিহিত রয়েছে। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের সময়ে নীললোহিত বেনামী কংগ্রেসী ডেলিগেট হয়ে সুরাটে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে নানা আপদ-বিপদের মধ্যে তিনি পতিত হয়েছিলেন। তারপরে নানা অবিশ্বাস্য অবস্থার মধ্যে পড়ে শেষে একজন গুজরাটী এক বাঈজির আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে তাঁর কৃপায় কিভাবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিলেন।

গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। গল্পটির সঙ্গে ওস্তাদি গানের আবহ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে শুধুমাত্র কোন পাকা সংগীতজ্ঞের পক্ষেই এই জাতীয় বর্ণনা করা সম্ভব, এবং প্রমথ চৌধুরীর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত প্রায় সকলেই জানেন যে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতের একজন রসজ্ঞ সমঝদার ছিলেন। নারায়ণ চৌধুরী লিখেছিলেন,আজকের পুরাতন গণতন্ত্রসেবিত বৈশ্যপ্রভাবিত সাহিত্যে পুরাতন দরবারী আবহাওয়ার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে দরবারী সংগীতের অনুষঙ্গও অন্তর্হিত হয়েছে সাহিত্যজগৎ থেকে। তাতে যে ক্ষতি হয়নি এমন কথা বলতে পারিনে।

(লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী)

বাঙালি সুরকার সলিল চৌধুরী সম্মানে

বিশেষ প্রতিবেদক

তাঁর বৈচিত্রে গায়ে কাঁটা দেয়।। সলিল চৌধুরী এ দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকদের মধ্যে এক জন। গানের কথা, সুর, চলচ্চিত্রের নেপথ্য সঙ্গীত, সবতেই তিনি এমন উদাহরণ সৃষ্টি করে গিয়েছেন, যা যুগ-যুগ ধরে বেঁচে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। সলিল চৌধুরীর জনপ্রিয়তা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সব বড় শিল্পীই যে বেঁচে থাকতে প্রভূত জনপ্রিয় হন বা সারা জীবন সমান ভাবে জনপ্রিয় থাকেন, তা নয়। চড়াই-উতরাই সময় ও জীবনের ধর্ম, কেউ তা এড়াতে পারেন না। কিন্তু, অপরিমিত এবং অপরিচিত সৃষ্টিশীলতার অধিকারী মানুষেরা নতুন প্রজন্মকে, ভবিষ্যৎকে উদ্বুদ্ধ করেন নতুন নতুন সৃষ্টির পথে যেতে। এই যে নতুন নতুন রাস্তার দিক নির্দেশ করা, নিজের একটা স্টাইল, একটা ব্র্যান্ড, একটা ছাপ, অন্য একটা পথের সন্ধান; এ সব এক জনকে মহত্তর প্রতিভা বলে প্রমাণ করে। শচীন দেব বর্মন মহাশয় নিজের সন্তান রাহুল দেব বর্মনের ব্যাপারে খানিকটা আক্ষেপ করে সলিলবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন বলে শুনেছি। কারণ, রাহুল দেবের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ। তাঁর ছেলেকে যেন সলিলবাবু একটু বোঝান; রাহুল সলিলবাবুর কথা বেশি শোনে, তাঁর কথা শুনতে চায় না। শোনা যায়, সলিল উত্তরে বলেছিলেন যে, রাহুল তার নিজের রাস্তা খুঁজে বার করে নেবে, নতুন করে ভাবনা চিন্তার এটাই পথ, আর বলেছিলেন যে, যদি এক জন মহান সুরকার অর্থাৎ শচীন দেব বর্মন নিজে ভাটিয়ালি গানের সুরে হিন্দি ফিল্মের জগৎকে তোলপাড় করতে পারেন, রাহুলও তার সুর দিয়ে চেষ্টা করবে।

একই সা রে গা মা পা ধা নি দিয়ে কত রকমের ম্যাজিক করে ফেলা যায়। মনে হয় সবটাই নতুন। আর সেই সৃষ্টি যখন ভবিষ্যতে অনেক সৃষ্টিশীল মানুষের জন্ম দেয়, তখনই তার আসল সার্থকতা। অন্য দিকে, জনপ্রিয়তা বলতে আমরা যা বুঝি, সেটা সময়ের দাস। আজ আছে কাল নেই। খানিকটা সচেতন প্রায় সবটাই অচেতন মনের ভাল লাগার প্রকাশ। তাই ‘গণ’ আর ‘কৃষ্টি’, দুটো কথা এক সঙ্গে উচ্চারণ করা শক্ত। সময়কে পেরিয়ে যাওয়াটা সৃষ্টির আসল ক্ষমতা। আর সে পেরিয়ে যাওয়াটা হয় নিঃশব্দে, কোনও হাততালি বাজে না। নতুন সৃষ্টিকর্তা তাঁর সময়ে সশব্দ

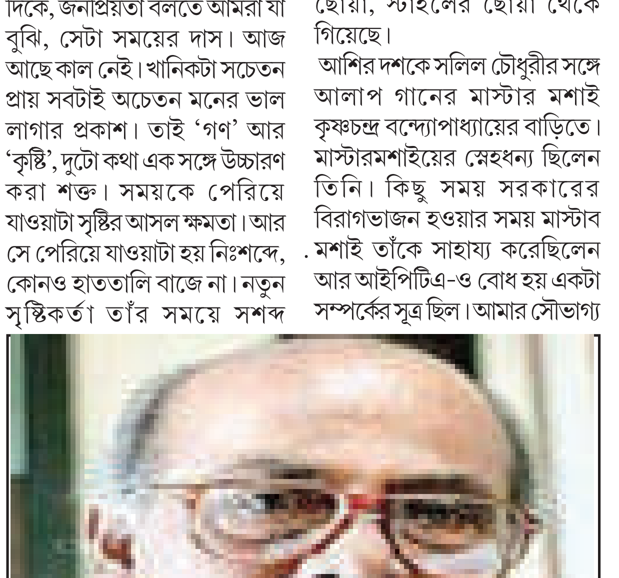

করতালির উত্তাপ উপভোগ করেন সত্যি, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি কালজয়ী হবে কি না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেন না।

ভীমসেন জোশী যখন সুযোগ পেতেন, তখন গান গাইতে যাওয়ার আগে আমির খাঁ-এর গানের রেকর্ডিং শুনতেন। এক বার একটি ঘরোয়া আসরে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কার গান তাঁকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে, তিনি বলেছিলেন, তকেন, আপনারা বুঝতে পারেন না, আমি আমির খাঁর গান দিয়ে কতটা প্রভাবিত ?দ সত্যি শ্রোতারা বুঝতে পারেননি, অর্থাৎ এই যে প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারটা, সেটা ভীষণ ব্যক্তিগত, সুগভীর এবং সাধারণ বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা চলে না। রাহুল দেব বর্মন সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা শচীন দেবের আপাত আক্ষেপ থেকে বোঝা যায়। নিশ্চয়ই পরবর্তী প্রজন্মের অনেকের সুরে সলিলবাবুর সুরের ছোঁয়া, স্টাইলের ছোঁয়া থেকে গিয়েছে।

আশির দশকে সলিল চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ গানের মাস্টার মশাই কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। মাস্টারমশাইয়ের স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। কিছু সময় সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার সময় মাস্টাব মশাই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আর আইপিটিএ-ও বোধ হয় একটা সম্পর্কের সূত্র ছিল। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সঙ্গে কথা বলার। অন্তরা আমাদের সঙ্গেই মাস্টার মশাইয়ের কাছে গান শিখত। অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার ছিল গোটা পরিবারের, আমাদের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। সে কথার কিছু ছিটেফোঁটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তখন অনেক কিছুই বুঝতাম না। তিনি যে কত বড় শিল্পী ছিলেন, সেটা এখনও বুঝে চলেছি।

ইংরেজিতে ‘পাথব্রেকিং’ কথাটার উদাহরণ মানেই যুগান্তকারী গানের মানুষ, গীতিকার, সুরকার গাইয়ে এঁরা সব। একটা ব্যাপারে এঁরা এক রকম। যেমন ছিলেন সলিল চৌধুরী। গানের সুর ঠিক কী ভাবে এগোবে, সেটা আগে থেকে বলা যাবে না। অর্থাৎ, যা আন্দাজ করা যায় না সেটাই হবে। আর সেটাই কালজয়ী সৃষ্টির একটা আবশ্যিক শর্ত। আর এক অসাধারণ বাঙালি, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, একটি অনুষ্ঠানে অপূর্ব গান করলেন। বললেন, রাগ জয়জয়ন্তী। সঙ্গের হারমোনিয়াম বাদক জিজ্ঞেস করলেন জয়জয়ন্তীর চেহারাটা বোঝা গেল কি? তিনি হাসতে হাসতে বললেন, তসে কী, আমি তো ওই রাগেরই সব পর্দা লাগিয়েছি, অথচ রাগটা লুকিয়ে রইল। যা আশা করছি তা হবে না। ‘না মনে লাগে না’ গানটিতে লতা মঙ্গেশকর জাদু সৃষ্টি করে গিয়েছেন। প্রথম লাইনে একেবারে নিপাট মার্গ সঙ্গীতের ছোঁয়া, দ্বিতীয় লাইনটি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ঢঙে তৈরি একেবারে অন্য রকম। ওই প্রথম লাইনটি ধরেই গানটি যেতে পারত, কিন্তু ধূমকেতুর মতো একটা ঝটকা দিয়ে গেলেন, অথচ সে মেলডি সবার কানে লেগে থাকবে চিরকাল। পুরোপুরি মোৎজার্টের থেকে নেওয়া সুরে ‘ইতনা না মুঝ সে তু’ গানটির স্থায়ী সুর করলেন সলিল। অন্তরা একেবারে অন্য রকম আবার ফিরে এলেন। যা ভাবছি তা হচ্ছে না, সব গানে এক অপূর্ব অনিশ্চয়তা, তার সপ্তক থেকে এক লাফে মন্দ্র সপ্তক ঘুরে আবার উঁচুতে, কিন্তু কোথাও ছন্দপতন নেই। মেলডির একটা অখণ্ড চেহারা গড়ে উঠছে। ধান কাটার গান, সাত ভাই চম্পা, রানার, গাঁয়ের বধূ; এক একটা এক এক রকম বাঁধনভাঙা গান। বৈচিত্রে গায়ে কাঁটা দেয়।

এক একটা গান যেন এক একটা মহাকাব্য। দৈর্ঘ্যে নয়, প্রস্থে নয়, চিন্তার ব্যাপ্তিতে। যখন বেঁচে থাকার জন্য মারপিট অবান্তর, সময় পেরিয়ে গিয়েছে অনেক ধাপ, নতুন সমাজ, নতুন যুগ, নতুন প্রযুক্তি , নতুন মানসিকতা, নতুন বোধ বা নির্বুদ্ধি, পুরনোকে না জেনে, বুঝে অনেক মেকি নতুন নিয়ে ব্যবসা- সব পেরিয়ে নিঃশব্দ সৃষ্টির ছলাকলার রসাস্বাদ করার জন্য উপাদান হাতড়ে বেড়ানোর সময় বুঝতে পারি, সলিলবাবুর গান এখনও বিস্ময়কর। তাঁর প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। বাঙালি গীতিকার এবং সুরকাররা চিরকালই শ্রেষ্ঠ।

সম্পাদক সমীপেষু

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত কবিতার স্রষ্টা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিয়মিত বাড়িতে পচা মাছ আনতেন। তা নিয়ে সহধর্মিণীর সঙ্গে ঝামেলাও হত, তিনি বলতেন যাঁর কাছ থেকে মাছ কিনেছেন বউনি হচ্ছিল না। তাই এনেছেন। না হলে ওঁদের চলবে কী করে। এক নয় একাধিক বার জেলে গিয়েছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়,স্বাধীনতার পরে এ রকম ঘটনা কোনও বাঙালি কবির কপালে আর জোটেনি।

পাঁচতারা হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছেন টেবিলে টেবিলে ছিল অফুরন্ত খাবার। নিজে এক টুকরো কিছু মুখে না দিলেও ঘুরে ঘুরে রুমালে তুলে নিয়েছিলেন মাছের চপ আর মাংসের টুকরো। এর কারণ একজন জিজ্ঞেস করলেন,উত্তরে বলেছিলেন ওরা বসে আছে না খেয়ে, আমি বাড়িতে গেলে ওরা একটু খেতে পাবে। এই ওরা কারা? ওরা হল ধুলো আর বালি, দুই বেড়ালের নাম। ভবানীপুরের ‘মিত্র ইনস্টিটিউশন’-এর ছাত্র কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম রেজিস্টার থেকে কেটে দিয়ে শিক্ষক মহাশয় বলেছিলেন, যাও এবার গান গেয়ে বেড়াও ,আর স্কুলে আসতে হবে না। ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠের অধিকারী হয়েও হয়ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কে মানুষ চিনতেন না যদি স্কুলের সহপাঠী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাকে রেডিয়ো স্টেশনে না নিয়ে যেতেন,যদি না তাঁর ওপর জোর খাটিয়ে অডিশন না দেওয়াতে নিয়ে যেতেন! যদি না গান লিখে দিতেন!

হেমন্ত ধরেছিলেন প্রিয় বন্ধু সুভাষ কে,বললেন এত ভাল কবিতা লিখিস। গানও নিশ্চয়ই পারবি। কবি পরে গেলেন বেশ বিপদে,অথচ হেমন্তকে স্কুল ফাংশনে গাইতে দেওয়া হত না বলে তিনি প্রতিবাদ করতেনঞ্চ সুভাষ অবশ্য একটু গাঁইগুঁই করেও এক ভরদুপুরে লিখলেন গান ‘ আমার গানেতে এল চিরন্তনী’ সেই প্রথম হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন রেডিওতে।

মানুষের সঙ্গে এই সহজ সম্পর্ক ঘুরে-ফিরে এসেছে কবি সুভাষের লেখায়, কবিতায়। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পার্টি করেছেন দীর্ঘ বছর। জেলও খেটেছেন,এক নয় একাধিক বার, জেলে থাকাকালীন সাধারণ দু’জন বন্দি তাকে বলেছিলেন, ‘আপনি আর লেখেন না কেন? আপনার লেখা পড়ে রাস্তায় নেমেছি, আপনার লেখা পড়েই তো জেলে এলাম।’ কোনও কবিরই এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে কী! সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কথাকে নিজের কবিতায় তুলে এনেছিলেন। সাধারণ মানুষের ভাষাই তাঁর হাতে হয়ে উঠেছিল কবিতা। শুধু কবিতাই নয়। অসাধারণ গদ্য লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন।

সুভাষ জানতেন, গ্যালিলিওকে বন্দি করে রাখলেও যেমন পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়, তেমনই কবিকে ‘একঘরে’ করে রাখলেও কবিতা ঠিক পৌঁছে যায় ঘর থেকে ঘরে। নদীতে বাঁধ দিয়ে জলস্রোত অন্য দিকে বওয়ানো যেতেও পারে কিন্তু জলকে বরফ করে ফেলা যায় না।বলেছেন,; ‘আমাকে কেউ কবি বলুক/ আমি চাই না।/ কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে/ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত/ যেন আমি হেঁটে যাই।’ ১৯৫৪ সাল। জানুয়ারি মাস। কলকাতার সেনেট হলে কবি সম্মেলন। দরজার সামনে দাঁড়ানো ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে নামী কবিদের কবিতা শুনছেন। তাঁর, সেই তরুণেরও সে দিন কবিতা পড়ার কথা। কিন্তু ঠিক করে ফেলেছেন, মোটেই কবিতা পড়বেন না।

ও মা! সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখে ফেলেছেন, ইশারায় ডাকছেন। তরুণ কবি শঙ্খ ঘোষ ইশারাতেই তাঁর সুভাষদাকে ‘না’ বললেন। মতো দামালকে কি ঠেকানো সোজা।

কালা দিবস উপলক্ষ্যে শহরজুড়ে মৌন মিছিল ৬ সেপ্টেম্বর স্মৃতি রক্ষা কমিটির

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৬ সেপ্টেম্বর : কালাদিবস উপলক্ষ্যে বড়ালঘাট থেকে শহরজুড়ে মৌন মিছিলের আয়োজন ৬ সেপ্টেম্বর স্মৃতি রক্ষা কমিটির। শুক্রবার বিকেলে মৌন মিছিলের নেতৃত্ব দেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ও পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। মৌন মিছিলে যোগ দিতে দেখা যায়, বুদ্ধিজীবী থেকে শিক্ষক, তৃণমূল কর্মী থেকে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত শহরের আপামর মানুষজন। মৌন মিছিলটি বড়ালঘাটের স্বপন-রঞ্জন শহীদ বেদী থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় শেষ হয় শহীদ বেদীর সামনে এসে। প্রায় ৪ দশক আগের কথা। বিভীষিকাময় দুটো দিন নাড়িয়ে দিয়েছিল চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ সহ সমগ্র নদীয়াবাসীকে। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল তিন যুবক। একটি খুনের বদলা, আরও দুটি খুন। খুন হওয়া প্রথম যুবক সক্রিয় সিপিআইএম কর্মী। অপর দুই যুবক যুব কংগ্রেসের কর্মী। আজ থেকে ৪৫ বছর আগের ঘটনা। রাজ্যে সবে ক্ষমতায় এসেছে বামফ্রন্ট। রাজনৈতিকভাবে সেই সময় নবদ্বীপের দুই মেরুতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল নবদ্বীপ শহর ও ব্লক। একদিকে বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিআইএম, অপরদিকে কংগ্রেস। ১৯৭৯ সালে ৫ সেপ্টেম্বর দুপুরের ঘটনা। টেলারিং কর্মী দুলাল দাস শহরের ব্যস্ততম এলাকা ধপোয়ালি মোড়ের কাছে খুন হন।

সিপিআইএমের অভিযোগ ছিল, দুলাল দাসের খুনের নেপথ্যে কংগ্রেস। সিপিআইএম কর্মী খুনের ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই, ৬ সেপ্টেম্বর দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন দুই যুব কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল, স্বপন ও রঞ্জনের হত্যার পেছনে রয়েছে সিপিআইএম আশ্রিত দুষ্কৃতী। তারপর থেকে প্রতি বছর ওই দিন দুটিতে শহীদ দিবস পালন করা হয়। ৫ সেপ্টেম্বর সিপিএম এখনও দুলাল দাসের স্মরণে মিছিল করে। তবে কংগ্রেসের নয়, ৬ সেপ্টেম্বর পালন করে তৃণমূল বা ৬ সেপ্টেম্বর স্মৃতি রক্ষা কমিটি। সেই সময়ে ঘটনার সাক্ষী ছিলেন নবদ্বীপের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। ৫ সেপ্টেম্বর সিপিএম এখনও দুলাল দাসের স্মরণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও মিছিল করে। তবে স্বপন ও রঞ্জনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের নয়, ৬ সেপ্টেম্বর কালাদিবস পালন করে তৃণমূল বা ৬ সেপ্টেম্বর স্মৃতি রক্ষা কমিটি। এদিন সকালে স্বপন-রঞ্জনের শহীদ বেদী ছাড়াও তৎকালীন সময়ে নবদ্বীপের বিভিন্ন এলাকার রাজনৈতিকভাবে যারা খুন হয়েছিলেন সেই সব শহীদ বেদীতেও মাল্যদান করা হয়। এই দিনে প্রতি বছরই বিকেলে স্বপন-রঞ্জনের শহীদ বেদী থেকে পনের থেকে কুড়ি হাজার মানুষ মৌন মিছিলে শামিল হয়। সেদিনের সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মৌন মিছিল অংশ গ্রহন করেন। বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা আরও জালানেন, ১৯৭৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সিপিএমের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন নবদ্বীপ বড়ালঘাটের দুই জাতীয়তাবাদী যুবক স্বপন দাস এবং রঞ্জন সাহা। সেই খুনের প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে প্রতিবছরই এই দিনটি নবদ্বীপে কালাদিবস হিসাবে পালন করা হয়। এদিন সকাল বেলায় নবদ্বীপের তৃণমূল কর্মীরা মুখে কালো মাস্ক, বুকে কালো ব্যাচ পড়ে দিনটি কালা দিবস পালন করেন। বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা বলেন, আজ থেকে ৪৫ বছর আগে এই দিনে সিপিএমের বিধায়কের মদতে দুষ্কৃতিদের হাতে নৃশংসভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে নবদ্বীপ বড়ালঘাটে দুই যুবক স্বপন দাস এবং রঞ্জন সাহা খুন হয়েছিলেন। এমনকি মৃত্যুর সময় তারা যখন জলের জন্য আর্তনাদ করছিল। তখন ওই দুষ্কৃতীরা তাদের মুখে জলের পরিবর্তে প্রস্রাব করে দেয়। সেদিন আমিও মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ছিলাম। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সেদিন ওই দুষ্কৃতীরা আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল। সেইদিন আমি মানুষের ভালোবাসায় আবার বেঁচে উঠেছিলাম।

ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে টাকা নিয়ে চম্পট

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে দোকানদারের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ক্যাশবাক্স থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতি। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার পান্ডুয়া বাজারের এক গহনা ও দামী বাসনের দোকানে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ওই দুই দুস্কৃতি ক্রেতা সেজে পান্ডুয়া বাজারের একটি গহনা ও বাসনের দোকানে যায়। সেখানে দোকানদারকে একটি পিতলের বালতি প্যাক করে দিতে বলে। দোকানদার যখন বালতিটি প্যাকিং করছিলেন তখন তাঁর অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে দুস্কৃতিদের একজন দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। তাদের চলে যেতে দেখে দোকানদার বালতিটি নিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁকডাক শুরু করেন। এতেই দুস্কৃতিরা ভাবতে শুরু করে দোকানদার চুরির ঘটনা টের পেয়ে গেছে। তড়িঘড়ি এক দুস্কৃতি সেখান থেকে বাইক নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে। বাইকের গতি বেশি থাকায় অপর দুস্কৃতি চলন্ত বাইকের পিছন ধরে বেশ কিছুটা ঘষটে যাওয়ার পর কোনোক্রমে ওই বাইকে চেপে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। স্থানীয় একটি দোকানের সিসি ক্যামেরায় সেই ছবি ধরা পড়েছে। পরে পুলিস খবর পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। সিসি ক্যামেরার ছবি খতিয়ে দেখে দুস্কৃতিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে পুলিস।

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সোমাশ্রী কাপড়ী (ডাঙ্গর) ২৯।০৮।২০২৪ বাঁকুড়া D.S.R OFFICE এর ১০৫৩৪৮/ ২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে আল্পনা পাল উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার রাজীব দে এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ১০৪৫৭৩ /২০২৪ নং আমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, দেমুরারী গোপীনাথপুর মৌজায় (জে.এল-২০৫) ৫৮৪ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ২৩৫৬ নং দাগে ০.০৪৩৮৪ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জর্জ কোর্ট, বাঁকুড়া
Enrol. No.-F4236522017

গঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেড

CIN: U45209WB1982PLCO35392

রেজি অফিসঃ এফ৩ /১৩১ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বাজবাজ ট্রাঙ্ক রোড, জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১

ইমেইল আইডিঃ gangabuilders82@gmail.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে গঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেড -এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **বিকাল** ০৩.০০ এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ২১ /৭, সাহাপুর কলোনি গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৫৩ কোম্পানির এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে AGM-এর নোটিশটি ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, যাদের নাম সদস্যদের / তালিকায় উপস্থিত রয়েছে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদেরঃ

● যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে,

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (SS২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের যে কোনো বা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। **সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)** এর ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহবান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যবসা। আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (যোগ্য) সদস্যরা), কোম্পানির এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে কোনো বা সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে AGM-এ অনুষ্ঠিতব্য ভোট প্রদানের পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন

খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে **শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৪ সকাল** ০৯.০০ এ

গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০** এ শেষ হবে

ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না

ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যেঃ

● ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন

●একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

চ) যদি কোনো ব্যক্তি এজিএম নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪, **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।

ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি রিমোটের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন ই-ভোটিং এর পাশাপাশি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএমে ভোটদান।

জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং **http://www.evoting.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা মিসেস সুপর্ণা পাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক **oangabuilders82@gmail.com.** এ।

ঝ) পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে রিমোট ই-ভোটিং এবং । nsta পোল প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য একজন স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

ঞ) এজিএমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য AGM-এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে বা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে লিখতে পারে।

এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://gangabuilders.in/** এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট **www.evoting@cdslindia.com** -এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
গঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেডের পক্ষে ,
স্বা /-
(সুরজিত মণ্ডল)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 09737859

তারিখঃ ০৬।০৯।২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

মুক্তামনি ফিনকো লিমিটেড

CIN: U65999WB1983PLCO35980

রেজি অফিসঃ এফ৩ /১৩১ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বাজবাজ ট্রাঙ্ক রোড, জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১

ইমেইল আইডিঃ muktamani@hotmail.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মুক্তামনি ফিনকো লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **বিকাল ০৩.০০** এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ২১ /৭, সাহাপুর কলোনি গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৫৩ কোম্পানির এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে AGM-এর নোটিশটি ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, যাদের নাম সদস্যদের / তালিকায় উপস্থিত রয়েছে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদেরঃ

● যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে,

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (SS২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের যে কোনো বা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। **সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)** এর ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহবান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যবসা। আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (যোগ্য) সদস্যরা), কোম্পানির এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে কোনো বা সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে AGM-এ অনুষ্ঠিতব্য ভোট প্রদানের পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন

খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে **শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৪ সকাল** ০৯.০০ এ

গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০** এ শেষ হবে

ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না

ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যেঃ

● ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন

●একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

চ) যদি কোনো ব্যক্তি এজিএম নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪, **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।

ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি রিমোটের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন ই-ভোটিং এর পাশাপাশি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএমে ভোটদান।

জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং **http://www.evoting.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা মিসেস সুপর্ণা পাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক **muktamani@hotmail.com** এ।

ঝ) পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে রিমোট ই-ভোটিং এবং । nsta পোল প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য একজন স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

ঞ) এজিএমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য AGM-এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে বা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে লিখতে পারে।

এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.muktamanifinco.com** এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট **www.evoting@cdslindia.com**-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
সুপার ফিন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
(মলয় কুমার পাল)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

তারিখঃ ০৬।০৯।২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

কোলমা কমার্শিয়াল কোং. লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ এল৫১১০৯ডব্লু১৯৮৩পিএলসি০৩৫৭১৯

রেজি. অফিসঃ ৯০, ফিয়ার্স লেন, ৪র্থ তল, রুম নং. ৪০৪, বৌবাজার, কলকাতা-৭০০০১২, ফোনঃ +৯১ ৯৩৩১০ ৩২৭৫৬

ইমেলঃ colamacommercial@gmail.com

ওয়েবসাইটঃ www.colamacommercial.in

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, সকাল ১১.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ৯০, ফিয়ার্স লেন, ৪র্থ তল, রুম নং. ৪০৪, বৌবাজার, কলকাতা-৭০০০১২, কোম্পানির বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি সহ প্রেরিত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য ৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হয়েছে এবং বোর্ডের রিপোর্ট এবং অডিটর রিপোর্ট (বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৪)।

এজিএম বিজ্ঞপ্তি, উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪ এর প্রেরণ, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সম্পন্ন হয়েছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে, যেমন www.evotingindia.com। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট প্রয়োগ করার জন্য সদস্যদের এজিএম ('রিমোট ই-ভোটিং') এর স্থান ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএলকে নিযুক্ত করেছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং এর বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বুধবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে। তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি অক্ষম করা হবে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (বিকেল ৫.০০টা) এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

খ) সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে।

গ) ২৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে যে সমস্ত সদস্যদের নাম সদস্য / সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে উপস্থিত হয়েছে তাদের এজিএম-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যে কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং ২৩ আগস্ট, ২০২৪-এর পরে সদস্য হন, এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৩ আগস্ট, ২০২৪-এ শেয়ার ধারণ করলে, colamacommercial@gmail.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, অথবা টেলিফোনে কল করুনঃ +৯১ ৯৩৩১০ ৩২৭৫৬।

ঘ) সদস্য একবার ভোট দিলে, তাকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।

ঙ) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএমে উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএমে উপস্থিত যোগ্য সদস্যরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএম-এ তাদের ভোট দিতে সক্ষম হবেন।

চ) যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা শ্রী মেহবুব লাখানি, সিডিএসএল, এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ১৭ তম তলা, ফিরোজ জীবনীভয় টাওয়ারস, দালাল স্ট্রিট ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০০১, ইমেলঃ helpdesk.evoting@cdslindia.com. টেলিফোন নম্বরঃ ০২২-২২৭২৫০৪০। কোম্পানী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে এখানেও নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে)

কোলমা কমার্শিয়াল কোং. লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- রাজেশ প্রজাপতি
হোলটাইম ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৮২৫১৪৫২

তারিখঃ সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

OFFICE OF THE CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT

Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 20 nos. of works vide Memo No.- 260/XV FC_Tied/Untied/CPGP/2024. Last date of submission of Bid **up to 06.30 PM on 17.09.2024**. Date of opening of Bid on **20.09.2024 at 11.00 AM**.Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লু১৯১৮পিএলসি০০০৯৪৭

রেজি. অফিসঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০২৫

ইমেলঃ bfmiltd@gmail.com

১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেসার্সের ১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সোমবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১.০০ টায় 'দ্য আরিয়ানস স্কুল', ১৪৯ বি.টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৮-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এজিএম (নোটিশ) আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে পড়া, এসইবিআই-এর রেগুলেশন ৩৬ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (সংবিধিবদ্ধ বা সংবিধিবদ্ধ) সহ এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত বলব, ১০৫তম এজিএম-এর নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত মোডে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bfmind.com, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') www.evotingindia.com-এ এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়, যেখানে শেয়ারগুলি কোম্পানি তালিকাভুক্ত করা হয়।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভাগুলিতে সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (পরিমার্জন সহ) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত কার্যকর), কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে **শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০টায় এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে**। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) হিসাবে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা, অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিশদ বিবরণ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ব্যায়াম করার জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইস্যু করার জন্য কোম্পানির কাছে যেতে পারেন ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য হওয়া বন্ধ করে দেন এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির মধ্যে থাকেন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একই আচরণ করবেন। কোম্পানিটি এজিএম-এ পোলিং পেপার / ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও দিচ্ছে মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। যাইহোক, যেসকল সদস্যরা ইতিমধ্যেই এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনো সদস্য এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতে ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে করা ভোট প্রাধান্য পাবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে দেওয়া ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে। জনাব রাজেশ ঘোরাওয়াত (এফসিএসঃ ৭২২৬), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে। আর্থিক বছর ২০২৩-২৪। আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন।

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- সুশীল কুমার বানথিয়া
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
(ডিআইএনঃ ০০৫৫৫১৬৯)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

E-TENDER INVITING NOTICE
BANKRAH III GRAM PANCHAYAT

Ghoshpara Bally, Howrah-711403

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide Tender Reference no.:- i) WBZP/BGP-3/NIT-3/24-25 (Of 15th F.C) II, WBZP/BGP-3/NIT-4/24-25 (Of 5th S.F.C III), WBZP/BGP-3/NIT-5/24-25 (Of 15th F.C) IV), WBZP/BGP-3/NIT-5/24-25 (Of 15th F.C). Bid submission start date: **05/09/2024 at 6:55 PM.** Last date of Bid submission: **11/09/2024 at 10 :00 AM, Date of opening:13/09/2024 at 11:00 AM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-PRODHAN
BANKRAH III GRAM PANCHAYAT

DASGHARA (1) GRAM PANCHAYET
VILL- Rajipur (Nelorpar), P.O- Kananadi,
P.S.- Dhaniakhali, Dist.– Hooghly.
Ph- 03213-258361, Email ID: dasghara1gp@gmail.com
Notice Inviting Tender No: WB/HG/DNK/DAS-1/NIT-02/2024-25
Tender Id- 2024_ZPHD_746316_1

Memo No. 499/Dasghara-I/2024-25 **Date: 06/09/2024**

Notice inviting E-tender are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors for Construction of Pother Panchali at Dedhara Bridge Dhar. FUND: 15th FC(Tied). TIME OF COMPLETION OF WORK.(DAYS): 30 Days. Documents download start date & time(Online) **06/09/2024 at 3:30 PM**. Bid proposal submission start date & time from **07/09/2024 at 10:30 AM up to 17/09/2024 at 04:30 PM**. Bid opening Date & time for Technical Proposal 20/09/2024 at 09:15 AM. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Dasghara 1 Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৩৫৫২৮৩, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দফার বিভাগ ঃ** কালেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস- সংগ্রহ, উত্তোলন, পরিবহন, খালাস, আবর্জনার পৃথকীকরণ, বিবিধ অপসারণ পদ্ধতি; শুষ্ক বর্জ্য। **বর্জ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ** ব্যান্ডেল রেলওয়ে স্টেশন এবং কলোনিতে ডাস্টবিন ভ্যাট থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৮ কিউবিক মিটার অর্থাৎ ৫৬৫০ কেজি আবর্জনা বোঝাই এবং অপসারণের জন্য চালক, ক্লিনার এবং পরিণত বয়স্ক শ্রমিক ও জ্বালানি ইত্যাদি সমেত সম্পূর্ণ জঞ্জাল বোঝাইকারী ট্রাক সরবরাহ। **বর্জ্য সংগ্রহের ঠিকানা ঃ** ব্যান্ডেল রেলওয়ে স্টেশন এবং কলোনি। **বর্জ্য যে স্থানে অপসৃত করতে হবে ঃ** নিকটবর্তী পৌরসভার জঞ্জাল ফেলার এলাকা । **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ** ১৪,১৩,৬০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশি ঃ** ২৮,২৭২ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০২ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টায়। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার ঃ** ৭ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যা ঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনা ঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়। **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথি ঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি ১ (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি ?** হ্যাঁ। **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরী ঃ** নয়। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট বিড। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের সময় অনুমোদিত ঃ** ২ দিন। **মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন। **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ই-পিবিজির শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস) ঃ** ৩৮।

HWH-269/24-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/191/2024, Date:- 06/09/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 6(Six)Nos. different works. Date of issue of tender form **06.09.2024 to 14.09.2024 from 11.00 AM to 3:00 PM.** Last date of receiving of tender from **14.09.2024 up to 3:00 PM.** Date of Opening: i) TECHNICAL BID-**17.09.2024, 3:00 PM**, AND ii) FINANCIAL BID-**17.09.2024, 4:00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/102/16/24-25/BUSTEE** Name of Work: **Desilting of U/G Drainage system at Slum Area of Ramakrishna Upanibesh, Deshbandhu Road etc. in Ward No.102, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,49,375.99**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **120 Days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/105/12/24-25/BUSTEE** Name of Work: **Desilting of Drainage system near Suchetanagar Mosque, Jadavgarh Horisava etc. in Slums of Ward No.-105.** Estimated Cost: ₹ **2,49,033.68.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **75 Days**.
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/105/13/24-25** Name of Work: **Restoration of Road, Damaged due to laying of W/S Pipe Line at K.P. Roy Lane near Prem. No.-1A, 123 etc. in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,39,715.15**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/105/16/24-25** Name of Work: **Maintenance of Road by Providing Hot Mix near Ramkrishna Pally, Ashutosh Colony, Studio Lane etc. in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,48,996.91**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **210 Days**.
5. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/105/19/24-25** Name of Work: **Restoration of Road, Damaged due to laying of W/S Pipe Line near Prem. No.-29, 92 Ashutosh Conoly etc. in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,46,083.33**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **75 Days**.
6. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/109/076/24-25** Name of Work: **Maintenance of Existing Drainage system by Removing Chockage from G.P. at Mukundapur Main Road from Avidipta to R.N. Tagore Hospital in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **1,50,287.19**. Earnest Money: ₹ **3,100.00**. Period of Completion: **100 Days**.
7. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/105/09/24-25** Name of Work: **Desilting of Drainage system at Sahidnagar, Nelinagar etc. in Ward No.-105.** Estimated Cost: ₹ **2,95,970.40**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
8. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/105/10/24-25** Name of Work: **Desilting of Drainage system at Nazirbagan, Sarat Bose Colony etc. in Ward No.-105**. Estimated Cost: ₹ **2,49,332.64**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
9. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/105/15/24-25** Name of Work: **Painting of Road Median and Kerb Stones along P.A. Shah Connector from Safui Para Crossing to Ganguly Pukur More in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **2,19,928.74**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of Completion: **30 Days**.
10. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XII/106/050/24-25** Name of Work: **Improvement of Road by Providing Hot Mix near Prem. No.-12 Garfa Main Road & others in Ward No.-106.** Estimated Cost: ₹ **2,61,518.80**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **45 Days**.

Last date and time of submission of bid: **17.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 10). Date and time of Opening of Bid: **19.09.2024 - 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 10). The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 10). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 10).

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/104/031/24-25/R** Name of Work: **Renovation of Cement Concrete Road from P-3 to P-8 Shri Aurobindo Road in Ward No.-104.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,21,559.64**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Time of Completion: **45 Days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/104/030/24-25/R** Name of Work: **Renovation of Cement Concrete Road from P-174/A to P-62 Hospital Link Road at Patoarypara in Ward No.-104.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,15,027.17**. Earnest Money: ₹ **4,400.00**. Time of Completion: **45 Days**.
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/104/019/24-25/R** Name of Work: **Renovation of Cement Concrete Road from P-56 to P-99/A, P-92A Eastern Park in Ward No.-104.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,11,112.33**. Earnest Money: ₹ **4,300.00**. Time of Completion: **45 Days**.
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/104/010/2024-25/R** Name of Work: **Urgent Restoration of P.C.C Road Indifferent Places in Eastern Part of Ward No.-104.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **1,98,579.37**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Time of Completion: **30 Days**.
5. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/104/017/24-25/R** Name of Work: **Renovation of C.C. Road from P-90 to P-356 Garfa Main Road & Surrounding area in Ward No.-104.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **1,19,272.58**. Earnest Money: ₹ **2,500.00**. Time of Completion: **35 Days**.
6. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/104/032/24-25/R** Name of Work: **Renovation of Cement Concrete Road from P-11 to P-4/D Anath Bose Road in Ward No.-104.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,04,715.80**. Earnest Money: ₹ **4,100.00**. Time of Completion: **45 Days**.
7. EST No.: **XI/104/025/2024-25/R** Name of Work: **Restoration of Cement Concrete Road at 17 Bagan Bari & Surrounding areas in Ward No.-104.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **1,50,011.79**. Earnest Money: ₹ **3,050.00**. Time of Completion: **30 Days**.

Last date and time of submission of bid: **19.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 7). Date and time of Opening of Bid: **21.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/103/024/2024-25/R** Name of Work: **Maintenance of Hot Mix Road at Lake East 6th Road, Santoshpur, Modern Park and surrounding area in Ward No.-103 (Puja Purpose).** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,62,916.39**. Earnest Money: ₹ **5,300.00**. Time of Completion: **60 Days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XI/110/050/24-25/R** Name of Work: **Deployment of Contractual Labour at Different Immersion Ghats in Ward No.-110, Br.-XI.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,74,293.68**. Earnest Money: ₹ **3,500.00**. Period of Completion: **60 Days**.
3. NIT No.: **KMC/EEC/XI/111/033/2024-2025/R** Name of Work: **Maint. of Drainage system of Collapse Sewer/Damaged Sewer and surface Drain at Diff. Places viz. Gostatala, Ushapally, Bidhanpally etc. in Ward No.-111, Br.-XI.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,966.20**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Time of Completion: **60 Days**.

Last date and time of submission of bid: **19.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 3). Date and time of Opening of Bid: **21.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 3). The Tender will opened of : **21.09.2024** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **10.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/037/24-25** Name of Work: **Maint. of C.C. Road at Bye Lane of Sarker Hat Lane near Pre. No.-104 in Ward No.-126.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **1,81,021.45**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/035/24-25** Name of Work: **Maint. of C.C. Road at Bye Lanes of Bag Pota Road, Khan Md. Road and South Behala Road near Pre. No.-190 and 1406 in Ward No.-126.** Estimated Cost: ₹ **4,62,108.66**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/026/24-25/BUSTEE** Name of Work: **Maint. of C.C. Road at Aparajita (Slum area) near L.P. No.-B-850 in Ward No.-142.** Estimated Cost(Incl. GST & CESS): ₹ **2,95,007.76**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

Last date and time of submission of bid: **21.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **18.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 3). The Tender will be opened on: **23.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **20.09.2024 - 12.00 noon** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from **13.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **10.09.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/EEC/I/006/19/2024-2025 Published in this Newspaper on **26.08.2024** (Key No. **463/24-25**) of **Engineering (Civil) Borough-I Department** (Sl. No. 1) Last date and time of submission of bid will be read as **13.09.2024 at 1.00 p.m.** instead of 04.09.2024 at 9.00 p.m. and **tender open date will be 17.09.2024 at 1.00 p.m.** instead of 06.09.2024 at 9.00 p.m.

CORRIGENDUM

NIT No.: (1) KMC/EE(E)/Z-VI/125/08/24-25 (2) KMC/EE(E)/Z-VI/142/05/24-25 (3) KMC/EE(E)/Z-VI/144/05/1/24-25 Published in this Newspaper on **02.09.2024** (Key No. **498/24-25**) of **Electrical/LTG/Z-VI Department.** Last date and time of submission of bid will be read as **17.09.2024 (6.00 p.m.)** instead of 11.09.2024 (6.00 p.m.), **Technical bid will be opened** date **19.09.2024 (2.00 p.m.)** instead of 13.09.2024 (2.00 p.m.) and the **Bid forms and other details are available on and from 09.09.2024 (6.00 p.m.)** instead of 03.09.2024 (6.00 p.m.) and all other condition will remain same.

538/24-25

চাষবাস

কলা চাষ করে আপনি কি ভাবে লাভবান হবেন

এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ফল। কলা গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন ফল, ছদ্মকাণ্ড বা সিউডোস্টেম এমনকি পুরুষ ফুল (মোচা) পর্যন্ত খাদ্য হিসেবে পরিগণ্য। খাবার হিসেবে ছাড়াও কলাগাছের অনেক অংশ বস্ত্রশিল্প, কাগজশিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'স্বর্গের আপেল' নামে অভিহিত এই ফল মানবসভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম প্রাচীন কৃষিজাত পণ্যগুলির একটি। এমনকি বাংলার সুপ্রাচীন খনার বচনেও উল্লেখ রয়েছে এর চাষ পদ্ধতির-''কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত' কিংবা 'ভাদরে করে কলা রোপণ, স্ববংশে মরিল রাবণ। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় লোকাচারের সাথে কলা গাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় ১৪০ টিরও বেশি দেশে কলা চাষ করা হয়। কিন্তু এই সমগ্র উৎপাদনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৩২ শতাংশই হয় ভারতে। ভারতের আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, কেরালা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যগুলিই প্রধান কলা উৎপাদনকারী অঞ্চল। সারা পৃথিবীতে কলা ভারতে সবথেকে বেশি উৎপন্ন হলেও, আমাদের দেশে রপ্তানিযোগ্য কলার পরিমাণ প্রায় নগণ্য। এর মূল কারণ আন্তর্জাতিক রপ্তানি ব্যবস্থায় নির্ধারিত ফাইটোস্যানিটারি গুণমানগুলি পূরণ করতে না পারা, যেমন কলাতে যথেচ্ছভাবে কীটনাশকের ব্যবহার। তাই এই তথ্য থেকেই সহজেই অনুমেয় যে উপযুক্ত আবহাওয়া থাকা স্বত্বেও আমাদের দেশে কলার চাষের প্রধান বাধা হল রোগ ও পোকার সংক্রমণ। যে কারণে সারা দেশের কৃষক বন্ধুরা প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এতে যেমন চাষের খরচ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পায়, তেমনি ক্রেতা সুরক্ষা ক্ষেত্রেও প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। সমগ্র বিশ্বব্যাপী কলার চাষ বিধ্বস্ত হচ্ছে যে রোগগুলির কারণে পানামা রোগ, সিগাটোকা দাগ বা পাতা পোড়া, আনথ্রাকনোস, ব্যাকটিরিয়া জনিত কন্দ পচা, গুচ্ছমাথা রোগ ইত্যাদি। যেহেতু নতুন রাসায়নিক প্রয়োগের সাথে সাথে রোগের জীবাণুগুলিও বিবর্তনের দ্বারা আরও প্রতিরোধী এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তাই শুধুমাত্র রাসায়নিক ব্যবস্থার উপর আস্থা না রেখে, সামগ্রিকভাবে সুসংহত শস্যসুরক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করে ফসলের গুণমান বজায় রাখা যেতে পারে। এখানে কলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ এবং তাদের সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পানামা রোগঃ

কৃষিজ ফসলের রোগব্যাধির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি রোগের মধ্যে কলার পানামা রোগ অন্যতম। ছত্রাকঘটিত এই রোগটি অর্থনৈতিক ক্ষতির নিরিখে একদম প্রথম সারিতে রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রায় সবকটি উন্নতমানের ফলনশীল কলার জাতগুলি কমবেশি এই রোগের শিকার হয়। বেশ কয়েকটি পর্যায়ক্রমে গাছ এই রোগে আক্রান্ত হয়। সর্বপ্রথম মূলে সংক্রমণ শুরু হয়, যা বাইরে থেকে শনাক্ত করা যায় না। এরপর পাঁচ থেকে ছয় মাস বয়সি গাছের নিচের দিকের পূর্ণবয়স্ক ৪-৫টি পাতা ক্রমশ কিনারা থেকে মধ্যশিরার দিকে হলুদ হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এই পাতাগুলি গোড়ার দিক থেকে ভেঙে গিয়ে নিচ দিকে ঝুলতে থাকে। এতে দূর থেকে মনে হয় গাছের নিম্নভাগের এক-চতুর্থাংশে ফ্যাকাশে হলুদ পাতাগুলো আধাভাঙ্গা হয়ে গাছটিকে স্কার্টের মতো ঘিরে রয়েছে। আক্রান্ত গাছের নতুন পাতাগুলি ছোট, বিকৃত হয়। এছাড়া আক্রান্ত গাছের ছদ্মকাণ্ড মাঝে মাঝে উল্লম্বাকারে ফেটে যায়। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় নালিকা বাণ্ডিল গুলি বাদামি বর্ণ ধারণ করেছে। অনেকসময় পানামা রোগে আক্রান্ত গাছ মারা যাওয়ার আগে প্রচুর পরিমাণে সাকার (তেউড়) উৎপাদন করে। এমনকি এই সাকারগুলিরও নালিকা বান্ডিল ১-২ মাসের মধ্যেই ছত্রাক দ্বারা সংক্রমিত হয়। রসথালি, মন্তন, কদলী, কাপুরভালী জাতের কলা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার

পানামা রোগের কারণ যেহেতু জমিতেই লুকিয়ে থাকে, তাই কৃষক বন্ধুদের কলাচাষ মনস্থির করার পর থেকেই জমির সঠিক পরিচর্যা করতে হবে। কেবল একটি বা দুটি ব্যবস্থা নয়, সামগ্রিক পরিচর্যার মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের হার একদম কমিয়ে আনা সম্ভব।

১) আক্রান্ত জমি থেকে উৎপন্ন তেউড় ব্যবহার না করাই শ্রেয়। তার পরিবর্তে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে তৈরি রোগমুক্ত চারা ব্যবহার করা যেতে পারে।

২) চাষের জন্য প্রতিরোধী জাত নির্বাচন করতে হবে এবং একই জমিতে বারবার কলাচাষ করা যাবে না।

৩) যেহেতু অধিক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তাই জমিতে সুপারিশ অনুযায়ী রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। আম্লিক মাটিতে ডিএপি ব্যবহার করতে হবে।

৪) কোনও জমিতে যদি আগে থেকেই প্রচুর পরিমাণে পানামা রোগ আক্রমণ হওয়ার ইতিহাস থাকে, সেক্ষেত্রে ওই জমিতে কলা চাষ না করাই শ্রেয়।

একান্তই করতে হলে সেখানে শস্য আবর্তন পদ্ধতিতে প্রথমে ২-৩ বছর ধরে কলার সাথে ধান, আনারস, সোয়াবীন চাষ করা যেতে পারে। এই ধরনের জমিতে দ্বিতীয়বার কলাচাষের পূর্বে ১-৩ মাস যাবৎ বারবার জল ধরে রাখতে হবে, যাতে অক্সিজেনহীন অবস্থায় ছত্রাকের বিস্তারকারী অংশগুলি মারা যায়।

৫) জমিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে। আক্রান্ত গাছের পাতা, কান্ড সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। চাষের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রদি রোগগ্রস্থ গাছে প্রয়োগ করা হলে অবসশই জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে।

৬) তেউড় বসানোর আগে এবং রোপণের ৩ মাস পরে মোট ২ বার জমির মাটিতে উপকারী ব্যাকটিরিয়া ব্যাসিলাস সাবটিলিস ২.৫ কেজি প্রতি হেক্টর হিসেবে ৫০ কেজি এফওয়াইএম-এর সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৭) আক্রান্ত জমির চারপাশে পরিখা খনন করে সেখান থেকে জল অন্য জমিতে ঢোকার ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৫০৫০০ডব্লু১৯৬৪পিএলসি০২৬০৫৩

রেজি. অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা-সেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭, ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৬৮০৭২

ইমেলঃ foundryfuel@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in

৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ বিকাল ০৩.৩০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে অডিও ভিজ্যুয়াল মানে ('ওএভিএম'), ১২ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখের এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত হিসাবে ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধান মেনে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার পড়ুন, পড়ুন ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলারগুলির সাথে কর্পোরেট মন্ত্রনালয় জারি করা ('এমসিএ') এবং সার্কুলার এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, মাস্টার সার্কুলার নং. এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি২/সিআইআর/পি/২০২৩/১২০ তারিখ ১১ই জুলাই ২০২৩ এবং সার্কুলার নং. এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখের ৭ ই অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআই') দ্বারা জারি করা হয়েছে (এর পরে সমষ্টিগতভাবে হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'সার্কুলার'), কোম্পানিগুলিকে ভিডিও কনফারেন্স বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ে (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বা তার আগে সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম করার অনুমতি দেওয়া হয়।

৬০ তম এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪-এর ইলেকট্রনিক কপিগুলি ০৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। ৬০তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.foundryfuel.co.in এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও উপলব্ধ। এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির প্রবিধান ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়াল আকারে **কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত রেজুলেশন উল্লেখ করা হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

১. সদস্য ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ৬০তম এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন, সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবা। শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই- ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার / সদস্যদের লগইন করার অধীনে https://www.evotingindia.com-এ এটি অ্যাক্সেস করতে পারেন। ভোটের প্রমাণপত্র ভিসি/ওএভিএম-এর লিঙ্ক শেয়ারহোল্ডার / সদস্যদের লগইনে পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির ইভিএসএন প্রদর্শিত হবে।

২. দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল **শুক্রবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১০.০০টায়** শুরু হবে এবং **রবিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ টায়** শেষ হবে। এর পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে ভোটদানের তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমতি দেওয়া হবে না। উল্লিখিত নির্দেশাবলী ৬০তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হচ্ছে।

৩. কাট-অফ তারিখঃ **২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪।**

৪. যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ারগুলি অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি একটি পাঠিয়ে লগইন-আইডি এবং সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন মেসার্স নিচি টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে অনুরোধ পাঠিয়ে, nichetechpl@nichetechpl.com-এ রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা কোম্পানির কাছে foundryfuel@gmail.com-এ। যাইহোক, **যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে এই জাতীয় সদস্য তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।**

৫. যেসকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসির মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন, কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি এবং ভিসির মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকেন, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

৬. যেসব সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ডিপোজিটরির সাথে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (দের) মাধ্যমে এবং কোম্পানির আরটিএ-তে চিঠির মাধ্যমে প্রকৃত আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে একই নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, মেসার্স নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ম তল, রুম নং. ৭এ এবং ৭বি, ৩এ, অকল্যান্ড রোড, এলগিন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গল ৭০০০১৭। শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানি / আরটিএ (ফিজিক্যাল মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে) এবং তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারের ক্ষেত্রে) তাদের প্যান আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৭. একজন ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকারী সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ **২৩শে সেপ্টেম্বর,** ২০২৪-এ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন পাশাপাশি এজিএমে ই-ভোটিং।

৮. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন www.foundryfuel.co.in এবং www.cdslindia.com / www.evotingindia.com, বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।

৯. কোম্পানিটি সুষ্ঠ ও স্বচ্ছভাবে এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং উভয়ই যাচাই-বাছাই করার জন্য শ্রী দেবেন্দ্র রাউত, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

১০. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে সিডিএসএল-এর সাথে যোগাযোগ করুনঃ মিঃ মলয় বিশ্বাস, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কলকাতা, ফোনে (০৩৩) ২২৮২-১৩৭৫ ১৮০০-২০০-৫৫৩৩ বা ই-মেইলঃ helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা moloyb@cdslindia.com

এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এবং এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৪-এর বিধি ১০ এর সাথে পড়া হয়েছে। আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশে
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- (নিকেশ অসওয়াল
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৭৮৯৫৩৫৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬.০৯.২০২৪

Name Change

I, Najrul Haque SK @ SK Nazrul Islam S/O- Sirajul Sekh resident of Vill- Bantir, P.O.- Bantir, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'NAZRUL HAQUE SEKH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 04/09/2024. That Najrul Haque SK, SK Nazrul Islam and Nazrul Haque Sekh all are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) PIYALI KUNDU W/o-SABYASACHI KUNDU, Residing at, Vill-45/3/E Dr Sundar Gopal Dhar Lane, Post-Khagra, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PIYALI KUNDU To PIYALI SAHA KUNDU (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PIYALI SAHA KUNDU in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, PIYALI SAHA KUNDU and PIYALI KUNDU both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD ASHIKUL MOMIN S/o-MD RABIUL MOMIN, Residing at, Vill- Nurnagar Jalalpur, Post- Jalalpur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ASHIKUL MOMIN To MD ASIKUL MOMIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD ASIKUL MOMIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MD ASIKUL MOMIN and MD ASHIKUL MOMIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ALAUDDIN SA S/o- MANNAN SHAH, Residing at, Vill- Paharpur Bildharipara, Post- Bali Gokulpur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ALAUDDIN SA To ALAUDDIN SHAH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ALAUDDIN SHAH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, ALAUDDIN SHAH and ALAUDDIN SA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SHARIFA BIBI W/o- MD OMAR ALI, Residing at, Vill- Hosnabad, Post- Bansgara, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin- 742185, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SHARIFA BIBI To TUSRAFUL BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TUSRAFUL BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, TUSRAFUL BIBI and SHARIFA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) TANUSHREE SAHA DAS D/o-TAPAN SAHA, Residing at, Vill- Subhaspalli, Post- Aurangabad, Ps- Suti, Dist- Murshidabad. Pin- 742201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TANUSHREE SAHA DAS To TANUSHREE SAHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TANUSHREE SAHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, TANUSHREE SAHA and TANUSHREE SAHA DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD ANARUL HOQUE S/o-AMIRUDDIN SHAIKH, Residing at, Vill-Mirzapur Shitalpara, Post- Mirzapur, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742190, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ANARUL HOQUE To ANARUL SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANARUL SHAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, ANARUL SHAIKH and MD ANARUL HOQUE both are Same and one identical person.

Name Change

I,AFIARA BEGUM,WIFE OF SK NOOR MOHAMMAD, RESIDING AT VILL-MILKEY,PO-BALARAMBATI,PS-SINGUR,HOOGHLY-712409,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSAMMAT AFIRA BEGAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/08/2024.THAT ,AFIARA BEGUM AND MOSAMMAT AFIRA BEGAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,CHIRAG KUMAR PRAJAPATI,SON OF RAMESHBHAI DAYABHAI PRAJAPATI, RESIDING AT 10/2A UMAKANT SEN LANE,ANUSKA TOWER 2ND,FLAT-2A,CHITPORE, KOLKATA -700030,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHIRAG RAMESHBHAI PRAJAPATI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024.THAT CHIRAG KUMAR PRAJAPATI AND CHIRAG RAMESHBHAI PRAJAPATI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SUNIL KUMAR SARAF S/O GAURI SHANKAR SARAF resident of Flat No. 3C, 3C, National Library Avenue, Kolkata-700027 WEST BENGAL, India, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SUNIL KUMAR SARAF instead of S KR. SARAF, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 13/08/2024. SUNIL KUMAR SARAF and S KR. SARAF both are the same and one identical person.

Name Change

I, Baby Saha W/O Gour Saha, residing at Nebadhai, P.O.- Duttapukur, P.S.- Duttapukur, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743248, West Bengal, INDIA, That my actual name is Baby Saha which was corrected in the Aadhaar Card Vide No. 8532 2950 0430 and Voter Card No. WKM1969617. That Nayan Saha and Gopal Chandra Saha are my sons and my nick name has been written in their Passport as Bimala Saha instead of Baby Saha which should be corrected in order to avoid future complicity. vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Barasat on 24/07/2024. Baby Saha (new name) and Bimala Saha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, RABINDRA KUMAR PUGALIYA S/O Late Deep Chand Pugaliya resident of 79/5A, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700014, WEST BENGAL, India, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RABINDRA KUMAR PUGALIYA instead of R KR. PUGALIYA, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 13/08/2024. RABINDRA KUMAR PUGALIYA and R KR. PUGALIYA both are the same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Parweez (old name) S/O Mohammad Rafique, residing at 147/H/13, Keshab Chandra Sen Street,P.S.-Amhest Street, Kolkata-700009, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Parvez (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Mohammad Parweez (old name) and Md Parvez (new name name) both are same and identical person.

Name Change

I, NOOR MOHAMMAD DHABAK S/O Mijanur Dhabak resident of Vill-Sija, PO-Khamargachi, P.S.-Balagarh, Dist-Hooghly, Pin-712515 WEST BENGAL, India, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name NOOR MOHAMMAD DHABAK instead of NUR MAHAMMAD MONDAL and NOOR MAHAMMAD MONDAL & my wife's actual name MAMPI BIBI instead of MAMPI MONDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Chinsurah, Hooghly on 23/12/2019. NOOR MOHAMMAD DHABAK, NOOR MAHAMMAD MONDAL and NUR MAHAMMAD MONDAL all are the same and one identical person. MAMPI BIBI instead of MAMPI MONDAL both are the same and one identical person.

Name Change

I, Nehal Akhtar & Nehal Akter (old name) S/O Mohammed Akhtar Hussain, residing at 168/J, Keshab Chandra Sen Street, P.S.- Amherst Street, Kolkata-700009, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Nehal Akhtar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Mohammed Nehal Akhtar (new name) and Nehal Akhtar & Nehal Akter (old name) all are same and identical person.

Name Change

I, Mohammed Naziruddin (Old Name) S/o. Mukhtar Ahmed Residing at 29/H/8, Cossipore Road, P.S.- Cossipore, Kolkata-700002 shall henceforth be known as Md. Naziruddin (New Name) as declared before the Notary Public, Sealdah vide affidavit no. 7 Dated 05-09-2024. Mohammed Naziruddin (Old Name) and Md. Naziruddin (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I SADDAM HOSSAIN MUNSHI,S/O ABBAS MUNSHI, R/O MANIGRAM BONGAON, PO-DHARMAPUKURIA, PS-BONGAON, SOUTH 24 PARGANAS - 743235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SADDAM HOSSIN MUNSHI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024,THAT SADDAM HOSSAIN MUNSHI AND SADDAM HOSSIN MUNSHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sk Abu Taheb alias Sek Abutaher (Old Name) S/o Sk Kayatbaks Residing at Baincha, Egra, Dist - East Midnapore, Pin-721429, W.B. shall henceforth be known as Sk Abutaher (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-09-2024. SK Abu Taheb,Sek Abutaher (Old Name) and Sk Abutaher (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I GHAUSIA MANWAWWAR ,W/O-HUZAIFA KHALID,R/O J-27/1,FATEHPUR VILLAGE ROAD,PO-GARDEN REACH,KOLKATAPIN:700024,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GHAUSIA MANAWWAR ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024,THAT GHAUSIA MANWAWWAR AND GHAUSIA MANAWWAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sabnam Molla W/o. Habib Molla R/o. Padmapukur Kazipara, P.O. + P.S. - Baruipur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin- 700144 shall henceforth be known as Sabnam Yeasmin Molla. I declare that Sabnam Yeasmin Molla and Sabnam Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-09-2024.

Name Change

I SUSHIL HALAN,S/O BISHWANATH HAIAN, R/O 2E MOTILAL BASAK LANE, KOLKATAPIN:700054,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHIL KUMAR HALAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024,THAT SUSHIL HALAN AND SUSHIL KUMAR HALAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, NAZMA KHATUN (Old Name) W/O HAFIJUR MOLLA, Residing at JAYANTIPUR PETRAPOLE, P.S.-PETRAPOLE, NORTH 24 PARGANAS, Pin-743405, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NAJMA KHATUN MOLLA (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Additional Chief Judicial Magistrate at Bongaon, Dist. 24 Pgs. (N) vide affidavit Dated 07-08-2024 NAZMA KHATUN (Old Name) and NAJMA KHATUN MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,JAMIRUDDIN QUAZI,SON OF MD ISRAFIL QUAZI, RESIDING AT VILL & PO - USTHI, DIAMOND HARBOUR - 743375,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOMIRUDDIN QUAZI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024.THAT JAMIRUDDIN QUAZI AND JOMIRUDDIN QUAZI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MANASI ROUTH (Old Name) W/O PARTHA PROTIM ROUTH, Residing at 407/N, DAKSHIN BEHALA ROAD, PO-SARSUNA, PS-SARSUNA, KOLKATA, Pin-700061, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MANASI CHAKRABORTY (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 06-09-2024 MANASI ROUTH (Old Name) and MANASI CHAKRABORTY (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, SK SAHABUDDIN SK,SON OF JOYNAL ABEDIN, RESIDING AT NATUN NAGAR, NAYA BASTI ROAD,BRACE BRIDGE, DIAMOND HARBOUR -700088,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAHABUDDIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024. THAT SK SAHABUDDIN SK AND SK SAHABUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) RAHAMAN SK S/o-BADARUDDIN SK, Residing at, Vill- Gangarampur, Post- Margram, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742147, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAHAMAN SK To OBAIDUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) OBAIDUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, OBAIDUR RAHAMAN and RAHAMAN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, Yesmina Begum (old name) W/O Late Ansar Ali Mir, residing at V-49, Karbala Road, P.O.- Bartala, P.S.-Nadial, Kolkata- 700018, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Yasmina Bibi (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 06/09/2024. Yasmina Bibi (new name) and Yesmina Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, (Old Name) MONIRUL ISLAM S/o- KABIR ALI, Residing at, Vill- Bhabanipur, Post- Purandapur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin-742171, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MONIRUL ISLAM To MANIRUL ISLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANIRUL ISLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MANIRUL ISLAM and MONIRUL ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Sumit Mamunur Rashid (old name) S/O Akash Ghorai, residing at 30/H/5, Kavi Md Iqbal Road, Khidderpore, Kolkata - 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sumit Ghorai (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 04/09/2024. Sumit Ghorai (new name) and Mohammed Sumit Mamunur Rashid (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, (Old Name) SAROWAR BIBI W/o-ANARUL SHAIKH, Residing at, Vill- Mirzapur Shitalpara, Post- Mirzapur, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742190, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAROWAR BIBI To SAROYARA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAROYARA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SAROYARA BIBI and SAROWAR BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I ROSAN ARA BIBI,D/O SEKH SAUKAT MISTRI, R/O MALLICK BAGAN PANCHLA GABBERIA, HOWRAH RURAL, 711322,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROWSONARA BEGUM MULLICK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024, THAT ROSAN ARA BIBI AND ROWSONARA BEGUM MULLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: U51101WB1981PLC033979

রেজি অফিসঃ এফ৩ /১৩১ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বাজবাজ ট্রাঙ্ক রোড, জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১

ইমেইল আইডিঃ shivlaxmi_102@yahoo.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্টস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **বিকাল ০৫.০০** এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এফ৩ /১৩১ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বাজবাজ ট্রাঙ্ক রোড, জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১ কোম্পানির এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে AGM-এর নোটিশটি **০৬ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, যাদের নাম সদস্যদের / তালিকায় উপস্থিত রয়েছে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদেরঃ

- যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে,

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (SS2) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের যে কোনো বা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। **সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)** এর ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহবান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যবসা। আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (যোগ্য) সদস্যরা), কোম্পানির এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে কোনো বা সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে AGM-এ অনুষ্ঠিতব্য ভোট প্রদানের পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন

খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে **শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৪ সকাল ০৯.০০** এ

গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০** এ শেষ হবে

ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না

ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যেঃ

- ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন
- একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

চ) যদি কোনো ব্যক্তি এজিএম নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪, **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।

ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি রিমোটের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন ই-ভোটিং এর পাশাপাশি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএমে ভোটদান।

জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং **http://www.evoting.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা মিঃ সুরজিত মণ্ডলের সাথে যোগাযোগ করুন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক **shivlaxmi 102@yahoo.com** এ।

ঝ) পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে রিমোট ই-ভোটিং এবং । nsta পোল প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য একজন স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

ঞ) এজিএমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য AGM-এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে বা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে লিখতে পারে।

এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **shivlaxmi 102@yahoo.com** এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট **www.evoting@cdslindia.com** -এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্টস লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
(সুরজিত মণ্ডল)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 09737859

তারিখঃ ০৬।০৯।২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

সুপার ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: U67120WB1972PLCO28257

রেজি অফিসঃ এফ৩ /১৩১ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বাজবাজ ট্রাঙ্ক রোড, জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১

ইমেইল আইডিঃ superfin102@rediffmail.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে সুপার ফাইন্যান্স লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **বিকাল ০৪.০০** এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এফ৩ /১৩১ এবং ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২য় তলা বাজবাজ ট্রাঙ্ক রোড, জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১৪১ কোম্পানির এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে AGM-এর নোটিশটি **০৬ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, যাদের নাম সদস্যদের / তালিকায় উপস্থিত রয়েছে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদেরঃ

- যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে,

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (SS2) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের যে কোনো বা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। **সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)** এর ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহবান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যবসা। আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (যোগ্য) সদস্যরা), কোম্পানির এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে কোনো বা সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে AGM-এ অনুষ্ঠিতব্য ভোট প্রদানের পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন

খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে **শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৪ সকাল ০৯.০০** এ

গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০** এ শেষ হবে

ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না

ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যেঃ

- ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন
- একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

চ) যদি কোনো ব্যক্তি এজিএম নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪, **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।

ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি রিমোটের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন ই-ভোটিং এর পাশাপাশি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএমে ভোটদান।

জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং **http://www.evoting.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা মিসেস সুপর্ণা পাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক **superfin102@rediffmail.com** এ।

ঝ) পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে রিমোট ই-ভোটিং এবং । nsta পোল প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য একজন স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

ঞ) এজিএমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য AGM-এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে বা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে লিখতে পারে।

এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **superfin102@rediffmail.com** এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট **www.evoting@cdslindia.com** -এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
সুপার ফিন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
(মলয় কুমার পাল)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

তারিখঃ ০৬।০৯।২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

নিউ আউটলুক সিকিউরিটিজ লিমিটেড

CIN: U67120WB1982PLCO35324

রেজি অফিসঃ ২৪২ /১ নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, ফ্ল্যাট নং.১০২, হাওড়া হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০১

ইমেইল আইডিঃ newoutlook8@yahoo.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিউ আউটলুক সিকিউরিটিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **বিকাল ০৪.০০** এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ২৪২ /১ নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, ফ্ল্যাট নং.১০২, হাওড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১০১ কোম্পানির এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।

উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সহ দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি নির্দেশ করে AGM-এর নোটিশটি ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে, যাদের নাম সদস্যদের / তালিকায় উপস্থিত রয়েছে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদেরঃ

- যে সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করেছেন তাদের ইমেলের মাধ্যমে,

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১০৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (SS2) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের যে কোনো বা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। **সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)** এর ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম (রিমোট ই-ভোটিং) আহবান করার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত ব্যবসা। আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে এবং যাদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে, যেমন কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (যোগ্য) সদস্যরা), কোম্পানির এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যে কোনো বা সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে AGM-এ অনুষ্ঠিতব্য ভোট প্রদানের পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন

খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে **শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৪ সকাল ০৯.০০** এ

গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার বিকেল ৫.০০** এ শেষ হবে

ঘ) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং তারপরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্যের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না

ঙ) সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যেঃ

- ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন
- একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

চ) যদি কোনো ব্যক্তি এজিএম নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু কাট-অফ তারিখে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন-অর্থাৎ **২৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪, **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে।

ছ) একজন ব্যক্তি, যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি রিমোটের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন ই-ভোটিং এর পাশাপাশি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এজিএমে ভোটদান।

জ) কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং **http://www.evoting.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা মিসেস সুপর্ণা পাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক **newoutlook8@yahoo.com.** এ।

ঝ) পরিচালনা পর্ষদ শ্রী আকাশ গোয়েল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে রিমোট ই-ভোটিং এবং । nsta পোল প্রক্রিয়া একটি সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটের যাচাই-বাছাই করার জন্য একজন স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

ঞ) এজিএমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য AGM-এর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোম্পানির সদস্যদের যেকোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উপরে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী সমাধান করা যেতে পারে বা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে লিখতে পারে।

এজিএম আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://newoutlooksecurities.com/** এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট **www.evoting@cdslindia.com** -এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
নিউ আউটলুক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
(জয়রাম সিংহানিয়া)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

তারিখঃ ০৬।০৯।২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

বিশ্বভারতীর হস্টেলে মিলল বারাণসীর ছাত্রীর দেহ! উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বভারতীর ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। আর তা ঘিরেই উত্তেজনা। বিক্ষোভ আম্রপালি হস্টেলে। বারাণসীর বাসিন্দা বিশ্বভারতীর ছাত্রী অনামিকা সিংয়ের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বিশ্বভারতীর শিল্প সদনে তিনি পড়াশোনা করছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ৪০ নাগাদ আম্রপালি গার্লস হস্টেলে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তারপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে, ওই ছাত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার করার পর প্রথমে তাঁকে বিশ্বভারতীর নিজস্ব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে তাঁকে দ্রুত বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ উদ্ধারের পরই বারাণসীতে ওই ছাত্রীর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করা হলেও, এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই ঘটনায় পুলিসের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে। হস্টেলের সহপাঠীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ছাত্রীর মৃত্যুর খবরে পুরো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহপাঠীরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা হতবাক ও মর্মাহত। শিক্ষার্থী এবং হস্টেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া বিশ্বভারতী প্রশাসন এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেন কেউ গুজব না ছড়ায় এবং তদন্তের ওপর বিশ্বাস রাখে। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাংশ এই ঘটনার পিছনে কারণ খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছে। ঘটনার পর রাতেই শান্তিনিকেতন থানার পুলিস হস্টেলে পৌঁছালে, ছাত্রছাত্রীরা তাদের আটক করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিক ছাড়াই পুলিস কীভাবে হস্টেলে প্রবেশ করল? তারা ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত বীরভূম জেলা পুলিস সুপার (বোলপুর) রাণা মুখোপাধ্যায় ও বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে কর্মসচিব অশোক মাহাতো, নিরাপত্তা আধিকারিক সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায় ও ছাত্র পরিচালক গণেশ মালিক উপস্থিত হন। পড়ুয়ারা তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হস্টেলের মূল গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই কেন বলে প্রশ্ন তোলে। পুলিস জানিয়েছে, তথ্যপ্রমাণ যাতে লোপাট না হয়, সেই কারণে দ্রুত ঘরটি সিল করা হয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও পরে পুলিসের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে, তবে স্বাভাবিক হতে রাত তিনটে বেজে যায়। ছাত্রীদের প্রতিনিধি দেবমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিকেলে ঘটনা ঘটেছে, আর পুলিস রাতের বেলা হস্টেলে এসেছে, তাও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক ছাড়া। এছাড়া হস্টেলের গেটে সিসি ক্যামেরা নেই এবং বিশ্বভারতীর হাসপাতালে কোনও পরিকাঠামো নেই। আমরা এর বিচার চাই।

e-Tender Notice

e-Tender invited by the Prodhan Brittihuda Gram Panchayat, Under Chapra Panchayat Samity, Nadia. e-Tender No: WB/NAD/CHAP/BRI. /NIT-09/2024-25 of 15th F.C. Memo No: 260/Bri. G.P./2024. Dated: 05/09/2024. Bid submission closing date: 12/09/2024 at 6 P.M. Details on: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Brittihuda G.P, Nadia.

Abridge Notice

E-Tender is Invited by the Undersigned for Supply Of Geothermal Liner for Fish Culture (Mass Production) Length 10mt x width 5mtr x Depth 1.5mt in different blocks under Kalimpong District in the Financial Year 24-25, WBADMI Project. RFQ Submission **End Date 23/09/2021 up to 12.00 hrs. E-tender Id 2024_WRDD_746241.**

Sd/-
Executive Engineer DPMU, Kalimpong, WBADMIP

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office Tender No- 07/15th.FC (2024-25), Memo no-620/IGP, Dated-06.09.2024, Last Date of application of bid for above NIT is **18.09.2024, upto 2.00 pm**. Date and time of purchase of tender paper is **19.09.2024 upto 2.00 pm.** Date of receiving of tender is **20.09.2024 upto 2.00pm** and opening of tender is **20.09.2024 at 2.30 pm.** For details please visit GP Office on and from **06.09.2024.**

Soma Halder
Pradhan
Indrani Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
Memo No - 132/Maji/5th SFC & 133/Maji/5th SFC

E -tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of tender dropping 11/09/2024 upto 12:00PM, For more details, Please visit the Panchayat office or go to www.wbtenders.gov.in

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312

e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-5/ 24-25, Dated:-04.09.2024

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 2(Two)Nos. different works. Bid Submission closing date (online): **20/09/2024 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **23/09/2024 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/-PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

E- tender notice
N.I.T. No-12/CGP/2024-2025

Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under 15th F.C (Tied Fund) Last date of online bid submission- 14/09/2024 For details information contact

Sd/-
Prodhan,
Chaktentul Gram Panchayat
Chaktentul, Galsi-I, PurbaBardhaman

সংশোধনী নং ঃ এন-২০২৪-কে-১০-১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন-২০২৪-কে-১০, তারিখ ঃ ০০-০৮-২০২৪-এর মধ্যে "বিশেষ শর্তাবলী"তে নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে। এখন এভাবে পড়তে হবে ঃ ক্রম. ১) বিশেষ শর্তাবলী (পৃষ্ঠা নং. ১৯) ঃ ২.৮- এসআই/এসআইডি/আইপি কার্যালয় থেকে কমক্ষেত্রে ম্যান-পাওয়ারের পরিবহণ রেলওয়ের দ্বারা করা হবে। ক্রম. ২) বিশেষ শর্তাবলী (পৃষ্ঠা নং. ১৯) ঃ ৯.৬- ম্যান-পাওয়ারের কাজের সুযোগের মধ্যে দায়িত্বশীল রেলওয়ের সুপারভাইজারের নির্দেশাবলী অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কাজ সম্পূর্ণ করার আগে অথবা পরে অন্য যে কোনও অমীমাংসিত কাজ/কার্যকলাপ সম্পন্ন করার প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্রম. ৩) বিশেষ শর্তাবলী (পৃষ্ঠা নং. ২০) নতুন সংযোজন ৯.১০- বিডিংয়ের সময় ঠিকাদারকে ম্যান-পাওয়ারের বিস্তারিত তালিকা জমা দিতে হবে, যাদের বিভিন্ন এসআই/এসআইডি/আইপি তে নিয়োজিত করা হবে (৯ নং. প্যারাতে উল্লেখিত তালিকা অনুযায়ী ন্যূনতম ৪৫ জন)। এই বিশদ বিবরণের মধ্যে নিয়োজিত ব্যক্তির নাম সহ বিশেষভাবে ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), মোবাইল নম্বর এবং নিয়োগের স্থান (সংশ্লিষ্ট এসএসই/এসআইডি/আইপি-এর প্রধান কার্যালয়) অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিডের সাথে উল্লেখ অনুযায়ী কর্মীদের তালিকা প্রদানে ব্যর্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে বিড প্রত্যাখ্যান করা হবে। পাশাপাশি, কাজ সম্পাদন করার সময় ম্যান-পাওয়ারের তালিকায় কোনও বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সিনি. ডিএসটিই/কাটিহারের অনুমোদন আবশ্যক।

অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-কন-কেজিপি-এআরএসি-ওআইইই-২৪-৩৪, তারিখ ০৫.০৯.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপু. চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), দপুর্রেলওয়ে, খড়্গপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ করা হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** খড়্গপুর ডিভিশনে সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইন এবং সাঁতরাগাছি ইয়ার্ডের রিমডেলিং কাজের সম্বন্ধে ২৫ কেভি ওএইচই, পিএসআই এবং ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল সার্ভিসেস কাজের অবশিষ্ট অংশের জন্য সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ। **মূল্য ঃ** ৬,৯১,৫৯,৬৭৬ টাকা। **বায়না জমা মূল্য ঃ** ৪,৯৫,৮০০ টাকা। **সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **নির্ধারিত তারিখ ঃ** ৩০.০৯.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট ঃ **IREPS (www.ireps.gov.in)** দেখতে পারেন এবং এর অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারের অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-568)**

BERUGRAM GRAM PANCHAYAT
BOWAI : PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender No:- 06/BGP/5 TH SFC(TIED)/2024-25, Dated-06/09/2024.

The Prodhan, BERUGRAM GRAM PANCHAYAT invites e-tender for the work of Installation of roof top solar grid panel for solar electric system. Source of Fund: 5 th SFC (Tied)/ 2024-25. Document download/sale date from **06/09/2024 from 18.00 hrs. up to 17/09/2024 upto 11.00 hrs.** Bid submission starting from **06/09/2024 from 18.00 hrs. up to 17/09/2024 upto 12.30 hrs.** Bid Opening Date 19/09/2024 at 13.30 Hrs. For details please contact at GP office and visit website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রী প্রবীর দাস, পিতা স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস, সাকিম শ্রীরামপুর, পোঃ হাটশিমলা, থানা মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১৪২, ২) শ্রী সুবীর কুমার দাস, পিতা স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস, সাকিম অধিকারীপাড়া, মেমারী, পোঃ ও থানা মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান পিন ৭১৩১৪৬, ৩) শ্রীমতী রেখা মন্ডল, স্বামী শ্রী প্রদীপ কুমার মন্ডল, (পিতা স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস) সাকিম, পোঃ থানা নবাবপুর, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১৩০২, ৪) শ্রীমতী চন্দনা দাস, স্বামী শ্রী প্রবীর দাস, (পিতা স্বর্গীয় নিরঞ্জন দাস), সাকিম বাজেপ্রতাপ সিউড়ী, পোঃ, থানা সিউড়ী, জেলা বীরভূম, পিন ৭৩১১০১ সকলের দ্বারা বিগত ইংরাজী ১৯।০২।২০২৪ তারিখে সম্পাদিত ও বিগত ইংরাজী ২০২৪ সালে মেমারী এ.ডি.এস.আর. অফিসের ১ নং বহির ০২১০-২০২৪ নং ভল্যুমের ১০৪৩৩ হইতে ১০৪৪৪ পৃষ্ঠায় লিপিকৃত ০২১০০০৬৬৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামাপত্র বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী তপন কুমার দে, পিতা স্বর্গীয় খগেন্দ্র কুমার দে, সাকিম মেরুয়া, পোঃ আমাদপুর, থানা মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১৫৪, মহাশয় পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী থানা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস অন্তর্গত আমাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন ১২৮ নং জে.এল. ভুক্ত আমাদপুর মৌজার এল.আর. ৯৭১ খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ৪২১৯ দাগের ১.২০৩ শতক পরিমান সম্পত্তি এবং ৫) শ্রীমত্যা শীতলাবালা দে, স্বামী স্বর্গীয় অনিল কুমার দে, সাকিম আমাদপুর, বড়কালীতলা, পোঃ আমাদপুর, থানা মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান পিন ৭১৩১৫৪-এর বিগত ইংরাজী ০১।০৩।২০২৪ তারিখে সম্পাদিত ও বিগত ইংরাজী ২০২৪ সালে মেমারী এ.ডি.এস.আর. অফিসের ১ নং বহির ০২১০-২০২৪ নং ভল্যুমের ১৫২৭৩ হইতে ১৫২৮২ পৃষ্ঠায় লিপিকৃত ০২১০০০৯৩৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামাপত্র বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী অসিত কুমার দে, পিতা স্বর্গীয় অনিল কুমার দে, সাকিম আমাদপুর, বড়কালীতলা পোঃ আমাদপুর, থানা মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১৫৪, মহাশয় পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারী থানা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস অন্তর্গত আমাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন ১২৮ নং জে.এল. ভুক্ত আমাদপুর মৌজার এল.আর. ১৯২৬ খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ৪২২০ দাগের ৫.৪২২ শতক একুনে মোট ৬.৬২৫ শতক পরিমান সম্পত্তি মতিয়ার রহমান, পিতা নাসের আলি, সাকিম ইছাপুর পোঃ ও থানা মেমারী, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩১৪৬ মহাশয়কে বিগত ইংরাজী ১৭।০৫।২০২৪ তারিখে সম্পাদিত ও বিগত ইংরাজী ২০২৪ সালে মেমারী এ.ডি.এস.আর. অফিসের ১ নং বহির ০২১০-২০২৪ নং ভল্যুমের ৩১৬৯৩ হইতে ৩১৭০৬ পৃষ্ঠায় লিপিকৃত ০২১০০২০৩৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত মতিয়ার রহমান মহাশয় উক্ত সম্পত্তি তাহার নাম পর্চায় নথিভুক্ত করিতে চাহেন। এই বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে মাননীয় বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও, মেমারী-১ মহাশয়কে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে জানাইবেন, নচেৎ তাহার পরবর্তীকালে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

আবুল হাবিব
(অ্যাটভোকেট)
Enrolment No.-WB/1622/2003
Dist.-Judge's Court, Burdwan

JAMTORA GRAM PANCHAYT
SALCHURA :: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA

Please visit at www.wbtenders.gov.in for participating in e - Tender Notice No. **9/JAM/2024-25** and **10/JAM/2024-25** dated **06/09/2024,** last date of submission **17/09/2024 up to 11.00 A.M.**

Sd/- Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna : Bankura

eTender Notice No. – SGP/08/ 15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_746026_1 Dated 06/09/2024 eTender Notice No. – SGP/08/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_746026_2 Dated 06/09/2024 e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **06/09/2024** to **13/09/2024**, For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Sribati Gram Panchayet

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-21/ 2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **10/09/ 2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **07/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 06)**
- No. of Work:- 06 (Six) nos.
- Last Date of Application:- **18.09.2024 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **19.09.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **23.09.2024 up to 14:00** hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **23.09.2024 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 735/EO/JLD-II, Dated: 05/09/2024
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as 3 rd Call follows: NIeT No.-3(e)/EO/JLD- II/2024-25 for 7 nos. scheme **(Tender ID 2024_ZPHD_72526_19 to ID 2024_ZPHD_726526_25)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **14.09.2024 up to 05-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Office of the
BANUPUR-1 GRAM PANCHAYAT
Post: Banipur, P.S.: Sankrail, Dist.: Howrah
TENDER NOTICE
Re-Tender
Banu-1/eNIT-16/5 th SFC/Tied/2024-25
New Tender
Banu-1/eNIT-152/5 th SFC/Untied/2024-25
Banu-1/eNIT-153/5 th SFC/Untied/2024-25
Banu-1/eNIT-154/5 th SFC/Untied/2024-25

Publishing Date-**06/09/2024 at 6.00 Pm.** Closing Date-**17/09/2024 at 10.00 Am.** Bid Opening Date-**18/09/2024 at 2.30 Am**.

Sd/- Prodhan
Banupur-1 G.P.
Banipur, Howrah

ওয়েসিস্ ইরিগেশন্ ইকুপমেন্ট কোং লিঃ

রেজি অফিস ঃ পি-৬, স্কিম-৬, এম (এস) সি.আই.টি., কলকাতা - ৭০০ ০৫৪
ফোন ঃ ০৩৩-৪৮০১৭২৮৭
ই-মেল ঃ accounts@oasisirrigation.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইতেছে যে কোম্পানির সদস্যদের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা **সোমবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪** তারিখে সকাল ১১ টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। কোম্পানির সদস্যদের নথিভুক্ত করণ এবং শেয়ার হস্তান্তর করণ বই ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ অবধি) বন্ধ থাকিবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
এন. কে. পারশন
ডিরেক্টর

তারিখ ঃ ০৬.০৯.২০২৪ DIN : 01490158

QVC EXPORTS LIMITED

Registered Office- 770 Anandapur South City Business Park, 6th Floor, Room No-611, E.M. Byepass, E.K.T, Kolkata, Kolkata, West Bengal, India, 700107
Corporate Office-2nd-Fr, 6 Southern Avenue, Kalighat, Kolkata, West Bengal, India,700026
Website-www.qvcgroup.com E-mail-cs@qvcgroup.com
CIN- U27109WB2005PLC104672

NOTICE OF THE 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 19th Annual General Meeting ("AGM") of QVC Exports Limited ('the Company") for the Financial Year 2023-24 is scheduled to be held on Monday, 30th September, 2024 at 1.00 p.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM ("the Notice"), in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 along with applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI). Members are requested to go through the Notice of AGM carefully particularly instructions given therein for attending AGM and matters associated therewith.

In compliance with the above MCA and SEBI circulars, the dispatch of electronic copies of Notice of the 19th AGM along with the Annual Report for Financial Year 2023-24 has been completed on 6th September, 2024 to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants for communication purpose.

Notice of the 19th AGM along with Annual Report for Financial Year 2023-24 is also be available on the Company's website at www.qvcgroup.com, website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL") at www.evotingindia.com.

The Company is pleased to provide to all its members holding shares as on the cut-off date i.e., Monday, 23rd September, 2024 with the facility to exercise their right to vote by electronic means ('remote e-voting and e-voting during the AGM) provided by CDSL to transact businesses as set out in the Notice of AGM. The detailed manner for participating through remote e-voting facility and e-voting during the AGM is given in AGM Notice. The remote e-voting period will commence on Friday, 27th September, 2024 (9:00 am) and ends on Sunday, 29th September, 2024 (5:00 pm). The remote voting module shall be disabled thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Shareholders may note that the Register of Members of the Company will remain closed from 24th September, 2024 to 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 19th AGM of the Company. Any person who become member after dispatch of the Notice of the 19th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., 23rd September, 2024 may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or Company/RTA. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user id and password to cast the votes.

The Company has opted to provide e-voting during the AGM which is integrated with the VC/OAVM platform, and no separate login id is required for the same. Members who had cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Those Members attending the AGM and who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to e-vote during the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911 or contact the Registrar and Transfer Agent / CDSL as under:

Cameo Corporate Services Limited
Subramanian Building No. 1
Club House Road, Chennai – 600 002
Tel: (44) 2846 0390/1989
Email: investor@cameoindia.com

Central Depository Services (India) Limited
Marathon Futurex, A Wing, 25th Floor,
N M Joshi Marg, Lower Parel (East),
Mumbai – 400013
Toll free No.: 1800 21 09911
Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com

The E-voting Results along with Scrutinizers Report shall be available at the websites of the Company, NSE and CDSL respectively.

For QVC Exports Limited
Sd/-
Khushboo Singh
Company Secretary

Date: 6th September, 2024
Date: 04.09.2024

Office of the
MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference/ memo no. **136/MGP, Dated: 06.09.2024** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **14/09/2024 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA
Notice Inviting e-tender E-NIT No 14/MGP/2024-25

Pradhan Maliara Gram Panchayat Invite Percentage Rate e-tender for the 2 nos different works at different Places. All Information is available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/190/2024, Date:- 06/09/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 8 (Eight) Nos. different works Date of issue of tender form **06.09.2024 to 14.09.2024 from 11.00 AM to 3:00 PM**. Last date of receiving of tender from **14.09.2024 up to 3:00 PM**. Date of Opening: i) TECHNICAL BID-**17.09.2024, 3:00 PM**, AND ii) FINANCIAL BID **17.09.2024, 4:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1990PLC048885
নিবন্ধিত অফিস ঃ ওম টাওয়ারস, ১৪ তলা, স্যুট নং ১৪০৫, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১ ই-মেইলঃ **info@pafl.in** ওয়েবসাইট ঃ www.pafl.in

৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ দুপুর ২.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ওম টাওয়ারস, ১৪ তলা, স্যুট নং ১৪০৫, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১-এ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে IST, ব্যবসায় লেনদেনের জন্য, যেমন এজিএম আহ্বান করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে জারি করা বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সাথে সম্মতিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ২০/ ২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২১/ ২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ০২/ ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১০/ ২০২০ তারিখ এবং ১০/ ২০২০ তারিখ ০৯/ ২০২৩ তারিখ ২৫/০৯/ ২০২৩ এবং SEBI সার্কুলার নং. SEBI/ HO/ DDHS/ P/ CIR/ 2023/ 0164 তারিখের ৬ অক্টোবর, ২০২৩ সহ MCA এবং SEBI দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার সহ, ৩৪ তম এজিএম আহবান করার বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের আর্থিক বিবৃতি, বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথির সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিগুলি ইলেকট্রনিকভাবে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি এবং/ অথবা ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। **২৩ আগস্ট,** ২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী(রা)। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন https://www.pafl.in-এও পাওয়া যায়।

রিমোট ই-ভোটিং ঃ কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে, SEBI তালিকা প্রবিধান, ২০১৫-এর সংশোধিত এবং প্রবিধান ৪৪ অনুসারে, কোম্পানিটি দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রদান করছে -এজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার বিষয়ে এজিএমের আগে ভোট দেওয়া। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত হয়েছে। এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধাটি নীচে দেওয়া সময়ের মধ্যে উপলব্ধ থাকবেঃ
দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু, শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (IST সকাল ৯.০০)
দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ রবিবার, ২৯সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (IST ৫.০০)
ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য পূর্বোক্ত সময় এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অক্ষম করা হবে।

একজন সদস্য ভোটের একটি মাত্র পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন যেমন হয় দূরবর্তী ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার মাধ্যমে। যেসকল সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, তাকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে বা পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

যে কোম্পানির সদস্যরা ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করেন, যেমনটি হতে পারে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ, সোমবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) শুধুমাত্র তাদের কাস্ট করার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে এজিএম চলাকালীন ভোটের মাধ্যমে ভোট (গুলি)। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের অংশের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি শেয়ার (গুলি) অর্জন করেন এবং সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে একজন সদস্য হন, তিনি info@pafl.in এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং পদ্ধতি ডিমেটেরিয়ালাইজড শেয়ার ধারণ মোড, ফিজিক্যাল মোড এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি ৩৪তম এজিএম আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনি সাহায্য বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা evotingnsdl.co.in-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন তাদের ১৮০০-২২২-৯৯০ এ।

বুক ক্লোজারঃ ৩৪তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে **মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর,** ২০২৪ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বন্ধ থাকবে।

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেডের জন্য
স্বা /-অভিষেক গুপ্ত
পরিচালক
DIN: 05269803

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখঃ ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

হিন্দুস্তান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

HNG — Leaders in Glass Containers
সিআইএনঃ এল২৬১০৯ডব্লু১৯৪৬পিএলসি০১৩২৯৪
রেজি. অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, ভারত,
ফোনঃ (৯১)(৩৩)২২৫৪-৩১০০, ফ্যাক্সঃ (৯১)(৩৩)২২৫৪-৩১৩০,
ইমেলঃ **cosec@hngil.com,** ওয়েবসাইটঃ **www.hngil.com**

৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ('কোম্পানি') সদস্যদের ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') সোমবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে ('ভিসি/ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে ব্যবসা লেনদেন করার জন্য, যেমনটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('এসইবিআই লিস্টিং রেগুলেশনস') এর প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে এজিএম অনুষ্ঠিত হবে, এই বিষয়ে সময়ে সময়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সার্কুলার') দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলি পড়ুন।

উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানির ৭৮তম এজিএমের নোটিশের অনুলিপি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত বা ডিপোজিটরি। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.hngil.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com -এ পাওয়া যায় এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com।

আইনের ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার মঙ্গলবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং এসইবিআই লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পঠিত, কোম্পানি তার সদস্যদের সুবিধা প্রদান করছে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (ই-ভোটিং) ব্যবহার করে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজুলেশনের উপর তাদের ভোট দিন। শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্য যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকৃত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ সোমবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে, তারা দূরবর্তী ই-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কালে ভোট দেওয়া বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং। যারা কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তাদের এজিএম বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার (সকাল ৯.০০টায়) শুরু হয় এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রবিবার (বিকেল ৫.০০টায়) শেষ হয়। এই সময়ের মধ্যে, সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে এনএসডিএল দ্বারা দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সদস্যরা এজিএমে ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা দেওয়া হয়নি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে / অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানি কর্তৃক ইলেকট্রনিকভাবে নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি তিনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। এজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ঘোষিত ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.hngil.com এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ অবিলম্বে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানির দ্বারা স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও পাঠানো হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি দেখুন। কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল হেল্প ডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন একটি ইমেল পাঠিয়েঃ evoting@nsdl.com অথবা ৯১ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন।

হিন্দুস্তান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- জিৎ রায় চৌধুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৪

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791
রেজি. অফিস ঃ বরানগর, ডায়মণ্ড হারবার রোড
ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৫১৩
হেড অফিসঃ ৪১০, ভরদান বিল্ডিং, ২৫ এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোনঃ ০৩৩ ২২৮৭১৩৬৬ / ৬৭, ই-মেলঃ **krypton@kryptongroup.com**
ওয়েবসাইট ঃ **www.kryptongroup.com**

এজিএম, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজারের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড **(CIN: L25199WB1990PLC048791)** এর সদস্যদের **৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ১১.৩০ -এ অনুষ্ঠিত হবে**। ১ম ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য কোম্পানি আইন ২০১৩ (অ্যাক্ট) কর্পোরেট মন্ত্রকের সাথে পঠিত প্রযোজ্য বিধানগুলি মেনে এজিএম-এর নোটিশে সেট করা হয়েছে ০৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) সার্কুলার জানুয়ারী ৫, ২০২৩ জানুয়ারী ১৩, ২০২১ ০৫ মে, ২০২০ এপ্রিল ০৮, ২০২০ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০ (সম্মিলিতভাবেএমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়) মে ১৩, ২০২২ তারিখের সেবি সার্কুলার সহ পড়া ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ এবং ১২ মে, ২০২০ একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনের সফ্ট কপি সহ ৩৪ তম এজিএম আহ্বানকারী নোটিশটি ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ বা তার আগে কেবলমাত্র তাদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে। যে সদস্যদের ইমেল আইডি কোম্পানিরেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে এজিএম-এর নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kryptongroup.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং CDSL www.evotingindia.com-এর ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের (যার মধ্যে দূরবর্তী ই-ভোটিং অন্তর্ভুক্ত) এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে এজিএমে প্রস্তাবিত সমস্ত রেজোলিউশনের ক্ষেত্রে সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং) এর সুবিধা প্রদান করছে। সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, (সিডিএসএল)। আইন এবং বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (১০,০০ এএম) থেকে শুরু হয় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার (৫,০০পিএম) শেষ হয়। ই-ভোটিং মডিউলটি তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। একবার সদস্যদের দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করা যাবে না।

২. সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা সভা চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্যদের ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের সমানুপাতিক হবে।

৩. যেসব সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৪. যে সদস্যরা নোটিশ পাঠানোর পরে শেয়ারগুলি অধিগ্রহণ করে এবং কাট-অফ-তারিখে শেয়ার ধারণ করে, তারা ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে mdpldcyahoo.com-& RTA-তে একটি ইমেল পাঠিয়ে ই-ভোটিং বিশদ পেতে পারে। ডিপি আইডি। এবং ক্লায়েন্ট আইডি। যাইহোক, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। ই-ভোটিং-এর জন্য ব্যবহৃত লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. আপনার যদি সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি helpdesk.evotingcdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮ এবং ০২২-২৩০৫৮৫৪২ / ৪৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত আপডেট করেননি, সেবি তার ৩রা নভেম্বর ২০২১ তারিখের সার্কুলার অনুসারে, প্যান, কেওয়াইসি বিশদ এবং মনোনয়ন নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেছে। ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের, তাই তাদের কেওয়াইসি এবং নমিনেশনের বিশদ ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলিতে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আমাদের RTA: Maheshwari Datamatics Private Limited, ২৩ আরএন মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১ ডাকযোগে বা mdpldc@yahoo.com-এ ই-মেইল পাঠিয়ে। উল্লিখিত ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.kryptongroup.com এবং আরটিএ -এ https:mdpl.in-এ উপলব্ধ। ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে সরাসরি তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট আপডেট করা উচিত।

বিজ্ঞপ্তিটি আরও রয়েছে যে, কোম্পানির উল্লিখিত এজিএমের জন্য সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-র জন্য
স্বা /-
জয় সিং বরদিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ০৬।০৯।২০২৪

অ্যালপাইন কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ এল৬৫৯৯৯ডব্লু১৯৮৩পিএলসি০৩৫৬৯০
রেজি. অফিসঃ ৬সি, মিডলটন স্ট্রিট, ইউনিট নং. ৬২, কলকাতা-৭০০০৭১, **ফোনঃ** ৯৮৩১৮০৪৬৪৬
ইমেলঃ **info@@alpinecommercial.co.in**
ওয়েবসাইটঃ **alpinecommercial.co.in**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং ১০৮ এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত, কোম্পানি তার সদস্যদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে কোম্পানির ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) **৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সোমবার সকাল ১১.৩০**-এ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রস্তাবিত প্রস্তাবটি পাস করা হয়েছে। ৬সি এ, মিডলটন স্ট্রিট, ইউনিট নং ৬২, ৬ তলা, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ। সদস্যরা সভার স্থান ('রিমোট ই-ভোটিং') ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারেন।

৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে এজিএম-এর নোটিশের একটি কপি সহ ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ অন্যান্য বিষয়ের সাথে ই-ভোটিং সম্পর্কিত যোগাযোগ সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসা ইলেকট্রনিক উপায়ে লেনদেন করা যেতে পারে। শ্রী জগদীশ মোহতা, প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

১. ই-ভোটিং সময় সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে। শুক্রবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং শেষ হবে বিকেল ৫.০০টায় রবিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ২০(৩)(vi) এর পরিপ্রেক্ষিতে।
২. ই-ভোটিং মডিউলটি রবিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টায় নিষ্ক্রিয় করা হবে। অর্থাৎ ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫টার পর ই-ভোটিং করা যাবে না।
৩. ১৬ই আগস্ট, ২০২৪-এর কাট-অফ তারিখ অনুসারে শারীরিক বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।
৪. বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.alpinecommercial.co.in এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইটেও https://www.evoting.nsdl.com উপলব্ধ করা হয়েছে।
৫. যেকোন ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট অফ তারিখ অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি evoting©nsdl.co.in এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিশদ পদ্ধতিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ সভার বিজ্ঞপ্তিতেও দেওয়া আছে। যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
৬. যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় পৌঁছাতে পারেন তবে তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
৭. ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি সভায় উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভায় ভোট দেওয়ার জন্য উপলব্ধ থাকবে।
৮. সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর হেল্প ডেস্ক evoting@nsdl.co.in-এ যোগাযোগ করতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন। ইলেকট্রনিক সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের জন্য ১৮০০-২২২-৯৯০-এ সকাল ৯টা এবং বিকেল ৫.০০টার মধ্যে ভোটগ্রহণ, যে কোনো কাজের দিনে।

উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার জন্য একজন সদস্যের নিজের এবং প্রক্সির পরিবর্তে কোম্পানির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। কার্যকরী হওয়ার জন্য প্রক্সিগুলিকে যথাযথভাবে স্ট্যাম্প করা উচিত, সম্পূর্ণ করা, স্বাক্ষর করা এবং কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে জমা করা উচিত মিটিংয়ের ৪৮ ঘণ্টার কম আগে।

অ্যালপাইন কমার্শিয়াল কোম্পানির লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- অনিমেষ কুমার ভার্মা
ডিরেক্টর

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৪

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2024_MAD_745083_1	06.09.2024	21.09.2024	23.10.2024
2	2024_MAD_745083_2	06.09.2024	21.09.2024	23.10.2024
3	2024_MAD_745135_1	06.09.2024	24.09.2024	26.09.2024
4	2024_MAD_745135_2	06.09.2024	24.09.2024	26.09.2024

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

Panchghara Gram Panchayat
Jaykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING TENDER

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: **NIT NO: PGP/384/2024, DT: 05/09/2024**, Sl No: 1 to 4 Bid submission start date (Online) **05/09/2024 at 7.00 pm** and last date for online Bid submission up to **20/09/2024 2.00 pm.** The details information and uploading / Downloading are available in the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT.

ফের সোনা ভারতের, হাই জাম্পে দেশকে গর্বিত করলেন প্রবীণ

প্যারিস, ৬ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৪ প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে ভারতের ঝুলিতে এল ষষ্ঠ সোনার পদক। ভারতীয় অ্যাথলিট প্রবীণ কুমার পুরুষদের হাই জাম্প ইভেন্টে (টি-৬৪ ক্যাটাগরি) সোনার পদক জিতে ইতিহাস কায়েম করলেন। এই ইভেন্টের ফাইনালে প্রবীণ ২.০৪ মিটার উচ্চতায় লাফ দেন। আর সেইসঙ্গে জয় করেন সোনার পদক। প্রসঙ্গত, টোকিও প্যারালিম্পিক গেমসে রুপোর পদক জয় করেছিলেন প্রবীণ। এবার সেই পদকের রং তিনি বদলে ফেললেন। শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) চলতি প্যারালিম্পিক গেমসে ভারতের ঝুলিতে প্রথম পদক এনে দিলেন প্রবীণ কুমার। তিনি অসাধারণ একটি লাফ দিয়ে রেকর্ড কায়েম করলেন। প্রবীণ ২.০৪ মিটার উচ্চতায় লাফ দিয়ে নতুন এশিয়ান রেকর্ড কায়েম করেন। পাশাপাশি সোনার পদক জয় করেন তিনি। প্রবীণ এই ইভেন্টে পাঁচজন প্রতিযোগীকে পরাস্ত করে শীর্ষ স্থান দখল করেন। এই ইভেন্টে রুপোর পদক জয় করেন গ্রেট ব্রিটেনের ডেরেক লোকিডেন্ট (২.০৬ মিটার) এবং বাকি দুজন জয় করেন ব্রোঞ্জ পদক। উজবেকিস্তানের তৈমুরবেক গিয়াজোব এবং পোল্যান্ডের মেসিয়েজ লোপিয়াটো ২.০৩ মিটার উচ্চতায় লাফ দিয়েছেন। তাঁরা সংযুক্তভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।

ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে

সরাসরি সুযোগ পেলেন নীরজ

ব্রাসেলস, ৬ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের দু'বারের অলিম্পিক পদক জয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ারকে আর দিন ছ'য়েক পর অ্যাকশনে দেখা যাবে। এ মাসেই রয়েছে ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল। ব্রাসেলসে হিরের খোঁজে নামবেন ২০২২ সালের ডায়মন্ড লিগ চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া। সেখানে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন পানিপতের ছেলে। প্যারিস অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রো-তে রুপো পেয়েছেন নীরজ। চোট নিয়েই অলিম্পিকে নেমেছিলেন। রুপো পাওয়ার পর জানিয়েছিলেন, এ বার চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অস্ত্রোপচার করাবেন। প্যারিস গেমসে নামার দু'সপ্তাহ পর লসানে ডায়মন্ড লিগে নামেন তিনি। এ বার নীরজ নামবেন ব্রাসেলসে হতে চলা দু'দিনের ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে। ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর হবে এই ফাইনাল। এ বছর ডায়মন্ড লিগের দোহা পর্বে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছিলেন নীরজ। কয়েকদিন আগে লসানেতেও হওয়া ডায়মন্ড লিগে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে শেষ করেন তিনি। সেই সুবাদে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ডায়মন্ড লিগের মূল যোগ্যতা অর্জনের তালিকায় চারে নীরজ। এ বার ডায়মন্ড লিগের প্যারিস ও জুরিখ পর্বে নামেননি নীরজ। চোট-আঘাত থেকে বাঁচার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে নামলে তাঁর পয়েন্ট আরও বেশি হতে পারত। গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স ২৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার এবং চেক প্রজাতন্ত্রের জাকুব ভাদলেচ রয়েছেন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে। তাঁদের পয়েন্ট ২১ ও ১৬। নীরজ সেরা ছন্দে নেই। ফলে এ বারের ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল তাঁর জন্য কঠিন হতে চলেছে, বলাই যায়।

চিন্নাস্বামীতে ছোটে মিয়াঁর ব্যাটে ঝড়

সচিনের রেকর্ড ভেঙে ভারতীয় টিমে কড়া নাড়ছেন মুশির

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বরঃ মাস্টার ব্লাস্টারের রেকর্ড ভেঙে দলীপ ট্রফিতে অভিষেক রাঙিয়ে রাখলেন মুশির খান। ইন্ডিয়া-বি টিমের হয়ে খেলতে নেমে ৩৭৩ বলে ১৮১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস উপহার দিয়েছেন মুম্বইয়ের ছেলে। দলীপে অভিষেক টিনএজার হিসেবে ১৯৯১ সালে ১৫৯ রান করেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। ১৯ বছরের মুশির সেই রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন শুভমন গিলের ইন্ডিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে। অভিমন্যু ঈশ্বরণের দলের হয়ে স্কোরবোর্ডে ৩২১ রান তোলার নেপথ্যে মুশিরের বড় অবদান রয়েছে। প্রথম দিন তিনে নেমেছিলেন মুশির খান। দিন শেষ করেছিলেন ১০৫ নট আউট থেকে। দ্বিতীয় দিন জান লড়িয়ে খেললেন। ৩২৫ বলে ১৫০ রান পূরণ করেন মুশির। তাঁর সঙ্গী তখন ছিলেন নভদীপ সাইনি। ১৯ বছরের মুশির মাত্র ১৯ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেছেন। ১১১ তম ওভারের দ্বিতীয় বলে কুলদীপ যাদবকে এক লম্বা ছক্কা হাঁকান মুশির। তারপরের বলে রান পাননি। ওভারের চতুর্থ বলে কুলদীপ অবশেষে ফেরান মুশিরকে। ১৮১ রানের এই ইনিংসের পথে মুশিরের ব্যাটে এসেছে ১৬টি চার ও ৫টি ছয়। এই ইনিংসের সুবাদে ভারতীয় টিমে কড়া নাড়তে শুরু করে দিলেন তিনি। সামনেই ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ। মুশিরের এই দুরন্ত ছন্দ দেখে নির্বাচকরা তাঁকে ওই টেস্ট সিরিজের জন্য বেছে নিলে অবাক হওয়ার থাকবে না। উল্লেখ্য, ৩২১ রানে অলআউট হয় ইন্ডিয়া-বি টিম। এ বার দেখার শুভমনের ইন্ডিয়া-এ টিম প্রথম ইনিংসে কেমন পারফর্ম করে।

অপরাজিত থেকে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে গেল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা লিগে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে সুপার সিক্সে পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে হারাল কলকাতা পুলিশকে। এই ম্যাচে নামার আগে গ্রুপে শীর্ষে ছিল ভবানীপুর। এক ম্যাচ কম খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রদুপুরে কলকাতা পুলিশকে হারিয়ে বিনু জর্জের ছেলেরা ১২ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করল। সেই সঙ্গে গ্রুপে একনম্বরে পৌঁছে গেল লাল-হলুদ। এদিন ইস্টবেঙ্গল দাপট দেখাল ম্যাচে। তবে গোলের সংখ্যা তিনটের বেশি হয়নি। প্রথমার্ধে দুটি গোলের পরে

দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল করে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে সুনীল ও তন্ময়ের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল লাল-হলুদ। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল করে ব্যবধান আরও বাড়ান সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। গোলের একাধিক সুযোগও পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু ঠোঁট আর পেয়ালার মধ্যে দূরত্ব একটা থেকেই গেল শেষমেশ। পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি ইস্টবেঙ্গলের জেসিন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে স্কোরলাইন আরও হৃষ্টপুষ্ট হত। ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন সুনীল। দ্বিতীয় গোল তন্ময়ের। দুটো গোলই ভালো, তবে পুলিশের গোলকিপার একটু সচেষ্ট হলে দুটো গোলই বাঁচাতে পারতেন। সুনীলের হেড বেশ জোরালো ছিল। কিন্তু কলকাতা পুলিশের গোলকিপার একটু এগিয়ে ছিলেন। ফলে বলের ফ্লাইট বুঝতে পারেননি পুলিশের গোলকিপার। দ্বিতীয় গোলটির ক্ষেত্রে তন্ময়ের জোরালো শট পুলিশের গোলকিপারের হাতে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে কুশ ছেত্রীকে বক্সের মধ্যে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য গোল করে ফেলেছিলেন কিন্তু রেফারি পেনাল্টি দেন ইস্টবেঙ্গলকে। জেসিন পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি। তাঁর শট থামিয়ে দেন পুলিশের গোলকিপার। ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোলটি করেন সায়ন। জেসিনের বাড়ানো বলটা ধাওয়া করে সূক্ষ্ম টোকায় সায়ন ৩-০ করে দেন।

উয়েফা নেশন্স লিগ

রোনাল্ডোর ইতিহাস গড়ার রাতে পর্তুগালের শুভসূচনা

লিসবন, ৬ সেপ্টেম্বরঃ লিসবনে বৃহস্পতিবার রাতে 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে রবের্তো মার্তিনেজের দল। দলের ব্যবধান দ্বিগুণ করা গোলটি করে ক্যারিয়ারে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন রোনাল্ডো। গোলের লক্ষ্যে নেওয়া প্রথম শটেই এগিয়ে যেতে পারত পর্তুগাল। তবে, ষষ্ঠ মিনিটে ব্রুনো ফের্নান্দেজের ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক দমিনিক লিয়াকোভিচ। পরের মিনিটেই অবশ্য গোল পেয়ে যায় প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখে ফের্নান্দেজের থ্রু বল বক্সে নিয়ন্ত্রণে নেন দালোত। এরপর ডিফেন্ডার বোর্না সোসাকে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়ে, জায়গা বানিয়ে কোনাকুনি শটে জালে বল পাঠান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফুল-ব্যাক দালোত। সমতায় ফিরতে চতুর্দশ মিনিটে দূর থেকে চেষ্টা করেন লুকা মদ্রিচ কিন্তু তার জোরাল শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। খানিক পর অন্যপাশে হতাশ হতে হয় রোনাল্ডোকে রাফায়েল লেয়াওয়ের কাটব্যাক পেয়ে পর্তুগাল অধিনায়কের নেওয়া শট দারুণ ক্ষীপ্রতায় পা দিয়ে ঠেকান লিয়াকোভিচ। ৩০তম মিনিটে প্রথমবার প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের কঠিন পরীক্ষা নেয় ক্রোয়াটরা। আন্দ্রেই ক্রামারিচের বুলেট গতির শটটি অবশ্য দারুণ নৈপুণ্যে রুখে দেন দিয়োগো কস্তা। এর চার মিনিট পরই অনন্য কীর্তিটি গড়েন রোনাল্ডো। দূর থেকে ছয় গজ বক্সে ক্রস বাড়ান নুনো মেন্দেস, বলের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে, প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে দিয়ে

এগিয়ে ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন পর্তুগাল অধিনায়ক। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ক্যারিয়ারে রোনাল্ডের গোল হলো ৯০০টি। আন্তর্জাতিক ফুটবলের রেকর্ড গোলদাতার জাতীয় দলের হয়ে গোল হলো ১৩১। বিরতির আগে ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ পেয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ রুখতে গিয়ে নিজেদের জালেই বল ঠেলে দেন দালোত। দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে আরেকটি ভালো সুযোগ পান রোনাল্ডো। তবে বক্সের মধ্যে থেকে নেওয়া তার জোরাল শট রক্ষণে প্রতিহত হয়। নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে রোনাল্ডোকে তুলে নেন কোচ, বদলি নামেন দিয়োগো জটা। বাকিটা সময় জাল অক্ষত রেখে হাসিমুখে মাঠ ছাড়ে প্রতিযোগিতার প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নরা। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে পোল্যান্ড।

সার্বিয়ার মাঠে শুরুটা সুখকর হল না স্পেনের

বেলগ্রেড, ৬ সেপ্টেম্বরঃ সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে বৃহস্পতিবার রাতে 'এ' লিগের ৪ নম্বর গ্রুপের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। গত জুলাইয়ে ইউরোর ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর প্রথমবার মাঠে নেমে জয়ের দেখা পেল না লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। পুরো ম্যাচে ৭৩ শতাংশ সময় পজেশন ধরে রেখে গোলের জন্য স্পেন শট নেয় মোট ২১টি, যার ৫টি লক্ষ্যে ছিল। অন্যদিকে, সার্বিয়ার ৯ শটের কেবল একটি ছিল লক্ষ্যে। স্পেনের শুরুটা ছিল মন্থর। বল দখলে রেখে কাটিয়ে দিতে থাকে সময়। বিপরীতে, প্রথম ১০ মিনিটে দুবার তাদের রক্ষণে ভীতি ছড়ায় সার্বিয়া, তারাও অবশ্য প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে পরীক্ষায় ফেলার মতো কিছু করতে পারেনি। ২৪তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মার্তিন জুবিমেন্দির নিচু শট ঠেকান সার্বিয়ার গোলরক্ষক প্রেদ্রাগ রাইকোভিচ। দুই দল মিলিয়ে লক্ষ্যে প্রথম শট এটিই। ৩২তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পান স্পেনের পেরেস। ডান দিক থেকে দানি ওলমোর পাসে বক্সের ভেতর থেকে তার ডান পায়ের শট ঠেকান রাইকোভিচ। দুই মিনিট পর সুবর্ণ সুযোগ হারান সার্বিয়ার লুকা ইয়োভিচ। সতীর্থের দারুণ থ্রু বল বক্সে পান তিনি। তার সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক, কিন্তু কাছ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বাইরে মারেন প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লামিনে ইয়ামালের বুদ্ধিদীপ্ত ফ্রি-কিকে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি দানি কারভাহাল। ৫৬তম মিনিটে উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন ফাবিয়ান রুইস। ৭১তম মিনিটে আলেক্স গ্রিমাল্দোর ফ্রি-কিক ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন রাইকোভিচ। পরক্ষণে ইয়ামালের বাঁকানো শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। মিনিট চারেক পর বার্সেলোনার এই উইঙ্গারের আরেকটি শট ঠেকান গোলরক্ষক। বাকি সময়েও কয়েকটি সুযোগ পায় স্পেন, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি সফরকারীরা। একই সময়ে হওয়া এই গ্রুপের আরেক ম্যাচে সুইজারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে শুভসূচনা করেছে ডেনমার্ক।

রাহুল-গোয়েঙ্কায় ঝামেলায় নয়া মোড়?

বিতর্কে ঘি ঢাললেন দলেরই ক্রিকেটার

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৪ আইপিএল টুর্নামেন্টে কেএল রাহুলের নেতৃত্বে লখনউ সুপার জায়ান্ট একেবারে জঘন্য পারফরম্যান্স করেছিল। এই মরশুমে প্লে-অফেও পৌঁছতে পারেনি সুপার জায়ান্ট। পাশাপাশি কেএল রাহুলের ব্যাটিং পারফরম্যান্স নিয়েও এই মরশুমে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছিল। একটি ম্যাচ হারার পর দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা রাহুলের উপর কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন। প্রকাশ্যেই তিনি দলের অধিনায়কের উপর চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। প্রসঙ্গত, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল লখনউ সুপার জায়ান্ট। এই ম্যাচে লখনউ ১০ উইকেটে হেরে যায়। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় কেএল রাহুল এবং সঞ্জীব গোয়েঙ্কার একটি ভিডিয়ো ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হতে শুরু করে। এই ভিডিয়ো দেখার পর ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা বলতে শুরু করেন যে এবার কেএল রাহুলের উচিত লখনউ সুপার জায়ান্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দেওয়া। এবার এই বিতর্কে এল এক নয়া মোড়। লখনউ সুপার জায়ান্টের এক তারকা অলরাউন্ডার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন। কেএল রাহুল এবং কৃষ্ণাপ্পা গৌতমের এই ঝামেলা বেশ অনেকদিন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। সম্প্রতি ফের দুজনের দেখা হয়েছিল। সেখানে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন যে কেএল রাহুল এলএসজি পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অন্যদিকে দলের তারকা অলরাউন্ডার কৃষ্ণাপ্পা গৌতম একটি ইন্টারভিউয়ে বললেন, ''ওই ম্যাচে আমরা যেভাবে হেরে গিয়েছিলাম, তা দেখে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই চড়াই-উতরাই থাকে। তবে কেএল রাহুল যথেষ্ট ধৈর্য্য সহকারে ওর কথাগুলো শোনেন।'' প্রসঙ্গত, এই ইন্টারভিউয়ে গৌতম ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক কিংবা খেলোয়াড়, কারোর হয়েই কথা বলেননি। তাঁর কথায়, ''যেভাবে আমরা ওই ম্যাচটা হেরে গিয়েছিলাম, তাতে যে কেউ হতাশ হয়ে পড়বে। এই হারের পর উনিও যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছিলেন। সেকারণেই এমন প্রতিক্রিয়া দেন।'' এই বিতর্কের আবহেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কা সম্প্রতি কেএল রাহুলকে নিজের বাড়িতে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এরপর দুজনেই একে অপরকে আলিঙ্গন করেন এবং হাসিমুখে ছবি তোলেন। এরপর অনেকেই বলতে শুরু করেছেন যে তাঁদের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। কেএল রাহুল ফের একবার লখনউ সুপার জায়ান্টের হয়েই খেলবেন।

দি মারিয়ার চোখ ভিজিয়ে চিলির জালে তিন গোল আর্জেন্টিনার

আক্রমণের সুর বেঁধে দেওয়ার নায়ক আনহেল দি মারিয়ার অবসরের পর প্রথম ম্যাচ, সঙ্গে দলের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসির অনুপস্থিতি। সব মিলিয়ে চিলির বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল আর্জেন্টিনার জন্য ছিল অন্যরকম 'পরীক্ষা'। দ্বিতীয়ার্ধের তিন গোলে সে পরীক্ষা উরে গেল লিওনেল স্কালোনির দল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ধরে রাখল আধিপত্যও।

বুয়েনস আইরেস, ৬ সেপ্টেম্বরঃ ম্যাচটা ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের হলেও আদতে ব্যাপারটা আরেকটু গভীর ছিল। দলের দুই কান্ডারি লিওনেল মেসি ও আনহেল দি মারিয়া নেই। প্রথমজন চোট থেকে ফিরতে পারেননি, পরেরজন কোপা আমেরিকা জিতেই জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০১৩ সালের ১৫ অক্টোবরের পর এই প্রথম অফিশিয়াল প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে দুই কিংবদন্তিকে ছাড়াই মাঠে নামল আর্জেন্টিনা। দুজনকে যেহেতু চিরকাল পাওয়া যাবে না, আর তাঁদের শূন্যতা পূরণের প্রস্তুতিও তো নিতে হবে! বুয়েনস আইরেসে চিলির বিপক্ষে ম্যাচটা তাই একরকম পরীক্ষাই ছিল লিওনেল স্কালোনির দলের জন্য। আর্জেন্টিনাকে সে পরীক্ষায় লেটার মার্কসসহ পাস করালেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, হুলিয়ান আলভারেজ ও বদলি হয়ে নামা পাওলো দিবালা। তাঁদের গোলে চিলিকে ৩-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত আর্জেন্টিনা। তিনটি গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। প্রথমার্ধে তেমন ভালো খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনা। গতিময় ফুটবল খেলার চেষ্টা করলেও বলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হিমশিম খেয়েছে। চিলিও গতির জবাব গতি দিয়েই দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রথমার্ধে একবার বল পোস্টে মারা ছাড়া তেমন কিছু করতে পারেনি। তবে বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধে তিন মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনার করা গোলটি চোখ জুড়িয়ে দিতে পারে ভক্তদের। মাঝমাঠে খেলার দিক পাল্টে ডান প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা রদ্রিগো দি পলকে পাস দেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। বল নিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে চিলির বক্সের ডান কোণ বরাবর দৌড়ানো ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজকে পাস দেন মিডফিল্ডার দি পল। আলভারেজ চলতি বলই ক্রস করেন চিলির গোলপোস্টের সামনে। দৌড়ের সময়

সামনে সেই ক্রস পেলেও ডামি করেন আরেক ফরোয়ার্ড লাওতারো মার্তিনেজ। বোকা বনে যায় চিলির রক্ষণ। কারণ ওখান থেকে যে কারও শট নেওয়াই স্বাভাবিক। মার্তিনেজ বলটি ছাড়ায় সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাক অ্যালিস্টার শট নিয়ে গোল করেন। আর্জেন্টিনার হয়ে এটি ম্যাক অ্যালিস্টারের তৃতীয় গোল। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে আলভারেজের কাছ থেকে ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি পায় আর্জেন্টিনা। চিলির বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের দারুণ শটে চোখধাঁধানো গোলটি করেন আতলেতিকো মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। ম্যাক অ্যালিস্টারের জায়গায় ৭৯ মিনিটে বদলি হয়ে নামা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার দিবালা আর্জেন্টিনাকে এনে দিয়েছেন তৃতীয় গোল। যোগ করা সময়ের ১ মিনিটে আলেহান্দ্রো গারনাচোর পাস পেয়ে বাঁ কোনো দুরহ জায়গা থেকে কোনাকুনি শটে গোল করেন মেসির ১০ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামা দিবালা। যুক্তরাষ্ট্রে গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকা জয়ের পর এটা ছিল আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ। কোপার ফাইনাল খেলেই অবসর নেওয়া দি মারিয়াকে এই ম্যাচে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সম্মাননা দেওয়ার ব্যাপারটি আগেই জানা গিয়েছিল। আর্জেন্টিনা দল গা গরম করতে নামার আগেই পরিবার নিয়ে রিভার প্লেটের মাঠে উপস্থিত হন দি মারিয়া। আর্জেন্টিনা দলের হয়ে মাঠে তাঁর স্মরণীয় সব মুহূর্ত দেখানো হয় স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে। ব্যাকগ্রাউন্ডে পাঠ করা হয় দি মারিয়াকে লেখা তাঁর মেয়ে মিয়ার চিঠি। মায়ামি থেকে রেকর্ড করা ভিডিওতে মেসির পাঠানো বার্তাও শোনানো হয় দি মারিয়াকে। আবেগে টইটম্বুর এমন সব মুহূর্তে চোখ মুছেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। প্রথমার্ধে বলার মতো আক্রমণ করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। তবে ৩১ মিনিটে চিলির এদুয়ার্দো ভার্গাসের হেড আর্জেন্টিনার পোস্টে লাগায় গোল পায়নি চিলি। বিরতির পর অবশ্য ঘুরে যায় পাশার দান। চিলির বক্সে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেন আলভারেজ-মার্তিনেজরা। আর মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করেছেন দি পল, ম্যাক অ্যালিস্টার ও এনজো ফার্নাঃদজ। আর্জেন্টিনার মাটিতে এর আগে আয়োজকদের কখনো হারাতে পারেনি চিলি। মার্তিনেজ-আলভারেজ-দিবালাদের কল্যাণে আজও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটল না। তবে ফুটবলের পরিসংখ্যানবিষয়ক এক্স হ্যান্ডল 'মিস্টারচিপ' জানিয়েছে, পয়েন্ট টেবিলে নবম স্থানে থাকা চিলি দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বাজে শুরু করেছে। (৭ ম্যাচ) সম্ভাব্য ২১ পয়েন্টের মধ্যে তারা তুলে নিতে পেরেছে মাত্র ৫ পয়েন্ট। আর্জেন্টিনার অবশ্য দুশ্চিন্তা নেই। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকান বাছাইয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে লিওনেল স্কালোনির দল। ৬ ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় উরুগুয়ের সঙ্গে ৫ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে আর্জেন্টিনা। অন্য ম্যাচে ভেনেজুয়েলাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে বলিভিয়া।

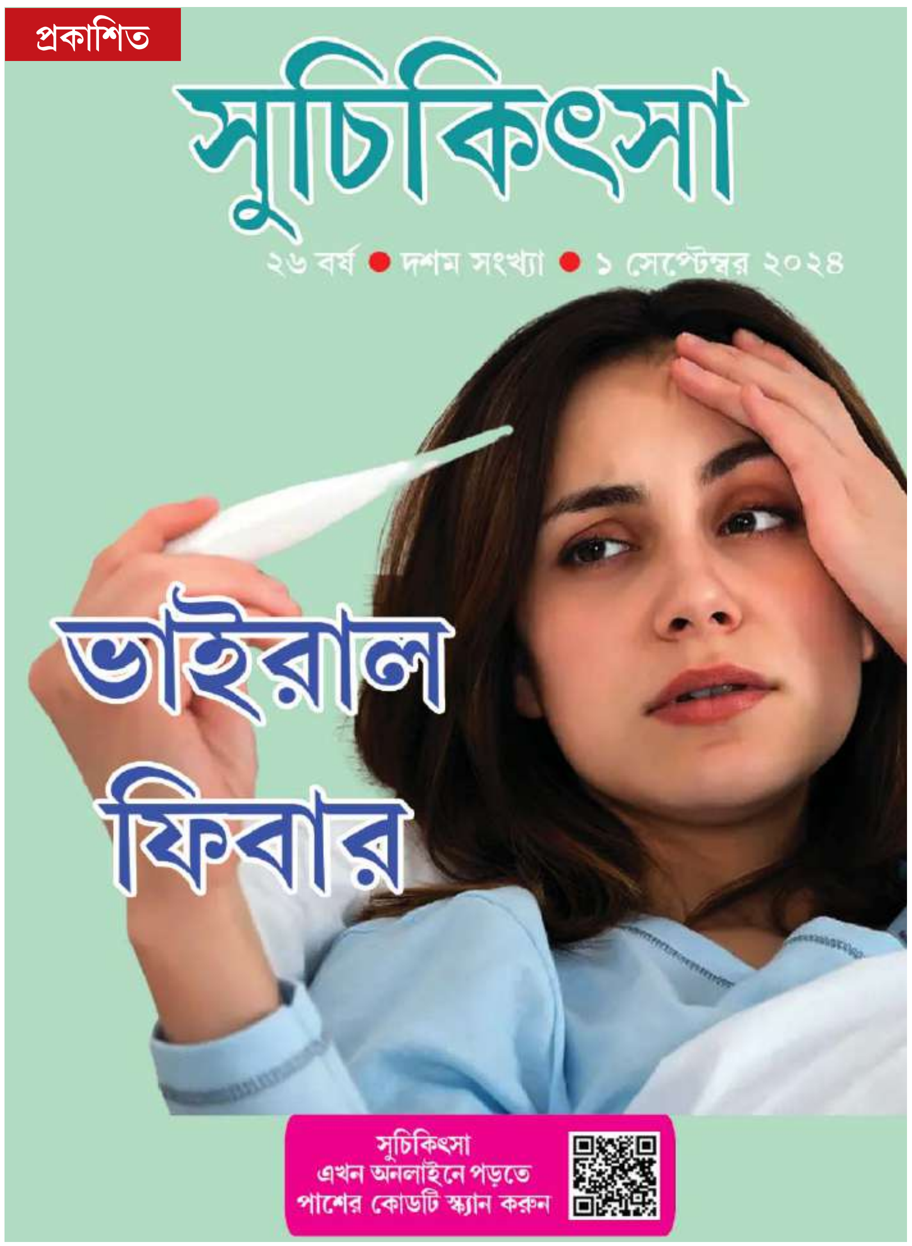

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com